

গেল। মোদ্দা কথা হলো, গত প্রায়

দুই দশক ধরেই এই আইনটি কার্যকর

রয়েছে। রাজ্যে গত প্রায় ৮/১০

বছর ধরেই বিভিন্ন সরকারি

কার্যালয়ে এই আইনটিকে ঘিরে

কখনও কখনও সচেতনতা লক্ষ্য

করা গেছে। হাতে-গোনা কয়েকটি

সরকারি দফতরে এই আইন বিষয়ক

ছোট ছোট সাইনবোর্ডও লাগানো

আছে। কিন্তু খোদ পশ্চিম

জেলাশাসক কার্যালয়েই যখন

ধুমপান বিষয়ক একটি কেন্দ্রীয়

আইন কার্যকর হয়নি, তখন পশ্চিম

জেলাশাসকের সাংবাদিক সম্মেলন

করে জেলা প্রশাসন কার্যালয়কে

ধূমপান মুক্ত ঘোষণা করাটা অত্যস্ত

প্রাসঙ্গিক। পশ্চিম জেলাশাসক

দেবপ্রিয় বর্ধন নিজে গত মঙ্গলবার

উনার কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে

বসে বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের

সঙ্গে মিলিত হন। দেবপ্রিয়বাবুর এই

উদ্যোগ নিঃসন্দেহে আগামীদিনে

রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে

ধূমপান নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে

একটি কার্যকরী ভূমিকা নেবে। তবে

যে আইনটি গত প্রায় দু'দশক আগে

কার্যকর • এরপর দুইয়ের পাতায়

সন্দেহজনক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা,২৯ ডিসেম্বর।। আচমকাই কোভিডের র্যাপিড

অ্যান্টিজেন টেস্ট'র খবর জানিয়ে

একটি এসএমএস। 'BZ-

MYGOVT' থেকে জানানো

হচ্ছে যে "স্যাম্পেল সংগ্রহ করা

হয়েছে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২১

তারিখে দুপুর ২ টা ১৬ মিনিটে।

যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার স্যাম্পেল

পরীক্ষা করা হচ্ছে, ফলাফল না

আসছে নিজেকে আলাদা করে

রাখুন।" নীচে লিঙ্ক দেওয়া।

ম্যাসেজ এসেছে ২ টা ২০ মিনিট

নাগাদ। লিঙ্কে টিপতেই একটি

সার্টিফিকেট, ফলাফল, নেগেটিভ।

চার মিনিটেই র্যাট'র ফল আসে

কিনা এবং তা ওয়েবসাইটেও

আপলোড হয়ে যায় কিনা, এই প্রশ্ন

বাদ দিলে এই পর্যন্ত অস্বাভাবিক

কিছু নেই। কিন্তু যার কাছে এই

এসএমএস এসেছে তিনি কোনও

র্যাট টেস্ট করাননি, তার

পরিবারের কেউও না। অথচ তার

ফোনেই এই মেসেজ। ভুলবশত

এই এসএমএস তাও বলা যায় না,

পরীক্ষার ফলাফলের যে

সার্টিফিকেট, 🍙 এরপর দুইয়ের পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

বুধবারের এই পত্রিকার সংস্করণে

এক পাতা জুড়ে একটি

ক্যালেন্ডার ছাপা হয়।

ক্যালেন্ডারে ছুটির সূচিতে ভুল

রয়ে গেছে। আমরা নিঃশর্ত

ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের শ্রদ্ধেয়

পাঠকদের জন্য পুনরায় নতুন

বছরের ক্যালেভারটি শীঘ্রই

সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, মণ্ডল

সভাপতি সুধীর চৌধুরী, সহ

সভাপতি প্রদীপ দেবনাথ,

কমলাসাগর মণ্ডল যুব মোর্চার

সভাপতি বিকাশ সাহা সহ

পুনঃমুদ্রিত হবে।

# श्रिवित विवय



বিজয় দাস (নিহত)

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। দুর্গা

চৌমহনি বাজারে হরিনাম

সংকীর্তনে একটু আনন্দ ফুর্তি করে

অনেকটা বেলাগাম অবস্থায় কথা

কাটাকাটি চলছিলো দুই বন্ধ বিজয়

দাস এবং বিশাল ঋষিদাস'র মধ্যে।

দু'জনের বয়সই ২০/২১ এর ঘরে।

গভীর শীতের রাতে আগরতলা

শহর নিঝুম প্রায়। দুই বন্ধুতে হঠাৎ

করেই তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়।

কীর্তনের আসরেই শুরু হয়ে যায়

ধস্তাধস্তি। আর তা করতে করতেই

কীর্তনের আসর থেকে বেরিয়ে

হতাশ বিজেপি

টিসিএ নেতা!

ভাবছি জেলা শাসকের

নিকট স্বেচ্ছামৃত্যুর আর্জি

জানাব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা

রাতে শহরে যুবক

জিবিতে আক্ৰান্ত খুনি

রাস্তায় চলে আসে দুই বন্ধু।

দ'জনের মারে দ'জনই প্রায় আহত

তখনই বিশাল তার পকেটে থাকা

ছুরি বের করে বিজয় দাসের পেটে

ঢুকিয়ে দেয়। বিজয় দাসের পিতার

নাম দুলাল দাস। তার বাড়ি দুর্গা

চৌমুহনি বাজার এলাকাতেই।

তাকে ছুরি মেরে বিশাল ঋষিদাসও

সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু

সেও প্রায় রক্তাক্ত। লোকজন

তাদেরকে দেখতে পেয়ে

দু'জনকেই নিয়ে যায় হাসপাতালে।

দু'জনের পরিবারের লোকজনেরাই

ছুটে যায় জিবিপিতে। ততক্ষণে

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 351 Issue ● 30 December, 2021, Thursday ● ১৪ পৌষ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। শোনা

যাচ্ছে, আসন্ন স্টেট হুড ডে তথা

পূর্ণ রাজ্য দিবসের আগে

সরকারিভাবে এই ঘোষণা দেওয়া

হবে যে, এ রাজ্যে সরকারি

দফতরগুলোতে কেউ আর ধূমপান

করবেন না। ২০০৩ সালে একটি

আইন হয়েছিল এই সংক্রান্ত। গত

বহু বছর ধরে আইনটি কলাপাতা

হয়ে পড়ে আছে রাজ্যে। সরকারি

দফতরগুলোতে বহু আমলা এবং

কর্মচারীরাই প্রতিদিন ধূমপান

করেন। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম

জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন

গত মঙ্গলবার একটি ব্যতিক্রমী

ভূমিকা নিলেন। পশ্চিম জেলায়

ওই আইনটি কার্যকর হওয়ার পর

অনেকেই জেলাশাসকের দায়িত্ব

সামলেছেন। কেউ ধুমপান বিষয়ক

আইনটি নিয়ে কড়া মনোভাব

দেখাননি। দেবপ্রিয়বাবু দেখালেন।

তবে সংশ্লিষ্ট মহলে প্ৰশ্ন, একটি

আইন কার্যকর হওয়ার এতগুলো

জেলাশাসককে নতুন করে আইনটি

সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হয়?

তবে অনেকে বলছেন, প্রশাসনের

একজন

পরেও

মুখ্যমন্ত্রীর

শুভেচ্ছ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৯

**ডিসেম্বর।।** ইংরেজি নববর্ষ ২০২২

উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও

অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা

বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিটি

নতুন বছর আমাদের কাছে নতুন

নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আসে।

সকলকে সাথে নিয়ে জনগণের

প্রত্যাশা পূরণে রাজ্য সরকার

দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করছে।

আমাদের প্রিয় এই রাজ্যকে

উন্নততর রাজ্য হিসাবে গড়ে

তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের

বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের ধারায় ২০২২

সাল উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠুক।

রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পথে

আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাক।

নতুন বছর সকলের জন্য আনন্দের

বার্তা নিয়ে আসবে এই প্রত্যাশা রইল।

আমি সকল রাজ্যবাসীর সুখ, সুস্থতা,

যারা দলের কার্যকর্তাদেরকেই খেয়ে

নিচ্ছে। সাধারণ সমর্থক কিংবা

অন্যান্যদের অবস্থাতো আরও

কঠিন। চাকরি ক্ষেত্রে বদলিতে

প্রথম বিএমএস, পরে বিবেকানন্দ

বিচার মঞ্চ। নামে যাই থাকুক না

কেন, প্রতিটি বদলিতে নিচে এক

লক্ষ উপরে দুই লক্ষ— এভাবেই

রফা হয় মণ্ডলে মণ্ডলে। আর তা

না হলেই বদলি হতে হবে

'টিক্কারচর'। শিক্ষা দফতর হোক

কিংবা স্বরাষ্ট্র দফতর অথবা অন্যান্য

যেকোনও দফতর, এটাই এখন

ঘোষিত কিংবা অঘোষিত যাই বলা

হোক না কেন, এটাই দলীয়

অবস্থান। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

বরাবরই স্বচ্ছ রাজনীতি এবং স্বচ্ছ

প্রশাসনের কথা বলেন। যে কারণে

প্রতিটি চাকরিতে পরীক্ষার কথা

জানান দেন তিনি। প্রকাশ্যেই

ঘোষণা দেন, দলীয় কার্যকর্তা হলেই

চাকরি হবে এমন নয়, পরীক্ষা দিয়ে

যে কেউ চাকরি পাবেন। পার্টি

অফিস থেকে নিয়োগের তালিকা

তৈরি হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর মুখের

এই ফোলানো বেলুনকে ফুটো করে

দিয়েছেন তারই সরকারের

উপমুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনি কেন্দ্রের

মণ্ডল সভাপতি। অভিযোগ,

অমরপুর, মেলাঘর, উদয়পুর,

মধুপুর কিংবা অন্যান্য জায়গায়

চাকরি হয়েছে। যে কারণে জায়গায়

জায়গায় দলীয় কর্মীদের হাতেই

আক্রান্ত হচ্ছে পার্টি অফিস।

মঙ্গলবার থেকে বুধবার এ নিয়ে

সংবাদমাধ্যম তোলপাড় হলেও

প্রকাশ্যে এসে বিজেপি গোটা

ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারেনি।

এরপর দুইয়ের পাতায়

উল্টো

সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি কামনা করছি।

অন্তর্ধীন একটি আইন কার্যকর শৈলেশ কুমার যাদব যা পারলেন হয়েছিল। 'সিগারেটস এন্ড আদার না, তা করে দেখালেন তিনি। টোবাকো প্রোডাক্টস প্রোহিভিশন শৈলেশবাবুর আগে পশ্চিম অব অ্যাডভারটাইসম্যান্ট এভ জেলাশাসক হিসেবে ডা. মিলিন্দ রেগুলেশন অব ট্রেড এন্ড কমার্স, রামটেকে উদ্যোগ নেননি প্রোডাকশন, সাপ্লাই এন্ড ডিস্টিবিউশন অ্যাক্ট ২০০৩' তথা কোনওদিন কিন্তু তিনি নিলেন।



কটপা আইনটি কার্যকর হয়। সেই তিনিও এ কাজটি করেননি। বলা আছে, সরকারি কোনও অফিস বা পাবলিক প্লেস-এ ধূমপান করা অবশেষে বৰ্তমান পশ্চিম আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যে কেউ তা অমান্য করলে ২০০ টাকা জরিমানা হতে পারে। এ আইনটি

আইনের সেকশন চার-এ স্পষ্টত

নিলেন। কি করলেন তিনি ? ২০০৩

জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন উদ্যোগ কার্যকর হওয়ার পর পশ্চিম জেলাশাসক কার্যালয়ে তা কার্যকর

## সালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টোবাকো প্রোগ্রাম এর

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, সর্দার বল্লভ

ভাই প্যাটেল, অটল বিহারী

বাজপেয়ীদের ছবি। রাস্তায়

গড়াগড়ি খাচ্ছে ভারত মাতার

ছবিও। নম্ভ করে দেওয়া হয়েছে

# মেমোতে বিপ্রান্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্য সফরে আসছেন। কয়েক ঘণ্টার সফরে তিনি মহারাজা বীরবিক্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে উদবোধন করবেন। খশির এই আয়োজনের বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই. প্রশাসনে এখন তোড়জোড় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের রাজ্য সফরকে ঘিরে। আগামী ৩০ তারিখ বিকেল ৪.৩০ মি. নাগাদ তিনি রাজ্যে পৌঁছবেন এবং ৩১ তারিখ বিকেল পর্যন্ত রাজ্যে অবস্থান করবেন। ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে বেশ কয়েকটি সরকারি মেমো জারি হয়েছে। সরকারি সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো সেসব মেমো প্রকাশ করছে। কিন্তু বুধবার জিবিপি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উনার সফরকে ঘিরে একটি বিল্রান্তিমূলক মেমো জারি করেন। সরকারি কর্মচারীদের গাফিলতি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অমনোযোগী মনোভাব এযাবতীয় বিল্রান্তির জন্য দায়ী বলে বিভিন্ন মহলের দাবি। ঠিক কি কারণে রাজ্যে আসছেন শ্রীচৌহান, তা জানা না গেলেও, বুধবার জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্টের কার্যালয় থেকে একটি মেমো জারি হয়েছে। তাতে দু'দিনে মোট ১৬ জন চিকিৎসককে সরকারিভাবে জিবিপি হাসপাতালে 'রাউন্ড দ্য ক্লক' প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. সঞ্জীব দেববর্মা মেমোটিতে স্বাক্ষর করেন। তবে সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হলো, এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মেমোতে ৮ জন ডাক্তারকে ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।।

মঙ্গলবারের পর বুধবারও শাসক

দলীয় কার্যকর্তাদের বিক্ষোভে

ভেঙেছে দলের পার্টি অফিস।

পুড়েছে আসবাব সহ দলের বরণীয় নেতাদের ছবি। দল পরিচালনার

জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

বিক্ষুদ্ধ কাৰ্যকৰ্তাদের হাত থেকে

বাঁচতে অভিযুক্ত কার্যকর্তারা

পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বলেও খবর।

এদিন সবচেয়ে বেশি বিক্ষোভ দেখা

গিয়েছে কমলাসাগর বিধানসভা

কেন্দ্র এলাকায়। রাতে এই

বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন

চাস্পামুড়া এলাকায় বিজেপি নেতা

তাপস লস্কর চার বেকার যুবকের

কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম

করে আট লক্ষ টাকা নেওয়ার খবর

ছড়িয়েছে। ক্ষুব্ধ বেকাররা এলাকার

বিজেপি পার্টি অফিসে আগুন

দিয়েছে বলেও খবর। অবশ্য এদিন

সকালেই ক্ষুব্ধ বেকাররা মধুপুর

বাজারে বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুর

করেছে, আসবাবপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে

দিয়েছে। ফেলে দিয়েছে ডক্টর

## রাজ্য সফরে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

# জিবি সুপারের স্বাক্ষরিত

## আগরতলায় দুই ঘণ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগরতলার এমবিবি এয়ারপোর্টের নতুন টার্মিনাল ভবন উদ্বোধনের জন্য ৪ জানুয়ারি রাজ্যে আসছেন। সকাল সাড়ে আটটায় দিল্লি থেকে রওয়ানা দিয়ে ইম্ফল ঘুরে আগরতলায় আসবেন দুপুর দেড়টা নাগাদ। আগরতলা ছাড়বেন সোয়া তিনটা নাগাদ। বোয়িং বিজনেস জেট প্লেনে দিল্লি থেকে সাড়ে আটটায় রওয়ানা দিয়ে ১১টা নাগাদ ইম্ফলে পৌঁছবেন। ইম্ফল থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন দুপুর বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে, 

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬



ঝাড়খণ্ডে লিটারে ২৫ টাকা ছাড় পেট্রোলে

এবার রেশন দোকানেই মিলবে এলপিজি গ্যাস, কাটা যাবে ট্রেনের টিকিট

নথিভুক্ত রোগের বাইরে অসুস্থ হলেও গ্রাহককে বিমার প্রাপ্য টাকা দিতে হবেঃ শীর্ষ আদালত

আগরতলায় সিপিএম পরিচয়ে প্রচুর নাম যশ

কামিয়েছিলো টিংকু লোধ। তাকে দুইয়ে

সিপিএমের বেশ ক'জন নেতা বাড়িঘরের অবস্থা

পাল্টেছেন। পয়সা রোজগার করেছেন। তাকে

এভাবে শুষে নিয়েও যখন নিঃশেষিত করা যায়নি

তখন তাকে রাজ্য ছাড়া করা হয় নানান স্থানীয়

বিদ্রোহ বা পাড়া অসন্তোষের নাম করে। এইভাবে

সাজানো নাটকে এক সময় গ্রেফতারের ভয়ে

রাজ্য ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন টিংকু লোধ।

টিংকু সপরিবারে চলে যাওয়ার পর তার

বসতবাড়ি নেতাজি চৌমুহনিতে জনহীন থাকে।

সিপিএমের আমলে শেষ ১৫/২০ বছরে তার

জনহীন বড়িটির দিকে কিন্তু কেউ নজর দিতে

পারেনি। সিপিএম এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন

থাকলেও এই আমলে বাড়িটি বেদখল হয়ে

যাচ্ছে। বিজেপির আমলে বিজেপি প্রভাবিত

লোকেরাই ক্লাব ইত্যাদি কমিটি চালায়। নেতাজি

প্লে সেন্টার (ফোরাম) তাদেরই অধীনে। তারা

এরপর দুইয়ের পাতায়

এই দফায় টিংকু

## টিএসআর নিয়োগ কেলেঙ্কারি

এরপর দুইয়ের পাতায়

অভিযুক্ত বিশাল ঋষিদাস আশঙ্কাজনক অবস্থায়।

বিজয় দাস ছরিকাহত অবস্থায় প্রায়

নিথর। জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা

কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসকেরা

বিজয় দাসকে দেখেই জানিয়ে দেন

সে মৃত। এরপরই বিজয় দাসের

পরিবারের লোকজনেরা আহত

বিশালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে

এমনভাবে পেটাতে শুরু করে তার

প্রাণও প্রায় সংকটাপন্ন। জানা

গেছে, কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং

চিকিৎসা কর্মীরা কোনওক্রমে

বিশালকে তুলে নিয়ে কোনও

একটি ঘরে আবদ্ধ করে চিকিৎসা

নন, দলের ওবিসি শাখার মণ্ডল দিন। আরও বোয়াল মাছ বেরোবে

সম্পাদিকা এবং বুথ কমিটিরও

সম্পাদিকা, সুমিতা দেবনাথ। উত্তর

ব্রজপুর গাঁওসভার চার নং ওয়ার্ডের

বাসিন্দা তিনি। আর অভিযোগের

আঙুল তুললেন খোদ মণ্ডল

সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ'র

দিকে। স্বসহায়ক গোষ্ঠী থেকে ঋণ

নিয়ে তিন লক্ষ টাকা মণ্ডল

সভাপতির হাতে দিয়ে চাকরি

চেয়েছিলেন সুমিতাদেবী তার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। জোট আমলকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে জোট আমল। প্রথম জোট আমল ১৯৮৮-১৯৯৩ এসেই থেমে গিয়েছে।অন্যটি ২০১৮ থেকে শুরু হয়ে এখনও চলছে। চলবে নাকি আরও ৪৭ বছর। এর মাঝেই চাকরি কেলেঙ্কারি নিয়ে শাসক দলের পার্টি

অফিস গুঁড়িয়ে দিচছেন শাসক দলের নেতা-কর্মীরাই। মাঝখানে



74414298 53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001

'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে <mark>পারুল প্রকাশনা</mark>-র বই কিনুন! কনিষ্ঠ পুত্রের জন্যে। কিন্তু

টিএসআর 'র

ভাগ্যবানদের নামের তালিকা

প্রকাশের পর সুমিতাদেবীর মাথায়

হাত। তালিকায় তার পুত্র কর্ণজিৎ

দেবনাথের নাম নেই। অথচ তিন

লক্ষ টাকা তিনি আগেই দিয়ে

দিয়েছেন। চাকরি না পেয়ে আবার

ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে

নারীনেত্রীর এখন একমাত্র উপায়

আত্মহত্যা — এই কথাও প্রকাশ্যে

বলছেন তিনি। বিচার চেয়েছেন

খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আর

উপমুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন, আপনার

বিধানসভায় কি হচ্ছে, আপনার

দোহাই দিয়ে খোদ মণ্ডল সভাপতি

কি করছেন, সেদিকে একবার নজর

চাকরিতে

বাম আমলও যে বৈষ্ণব সেজেছিলো তাও নয়। অভিযোগ তখনও ছিলো কিন্তু এতটা তথ্য প্রমাণ সহ ছিলো না। বরং গুঞ্জন ছিলো বেশ। কিন্তু দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগে দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর হয়েছিলো, কার্যালয়ে তালা পড়েছিলো — এমন ঘটনা ভূরি ভূরা। কিন্তু এভাবে দলের কোনও দায়িত্ববান নেতা কিংবা নেত্রী প্রকাশ্যে এসে মিডিয়ায় নাম-ধাম ধরে দিন তারিখ বলে তথ্য প্রমাণ নিয়ে অভিযোগ করতে পারেননি। এবার সেটাই করলেন খোদ উপমুখ্যমন্ত্রী যীযু দেববর্মার নির্বাচনি কেন্দ্রের দলের

এক নেত্রী। যিনি শুধু পৃষ্ঠাপ্রমুখই

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন'র (টিসিএ) ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজেপি নেতা জয়লাল দাস, জেলাশাসকের কাছে মৃত্যুর আর্জি জানাবেন বলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন বুধবারে। মোহনপুর মহকুমার বিজেপি এই যুবনেতা মন্ত্ৰী ঘনিষ্ঠ বলে সবাই জানেন। যথেষ্ট ক্ষমতাধর জয়লাল, এতটাই যে প্রকাশ্যে মাইকে দলীয় कर्भीरमत निर्मिण मिरशिष्टरणन বিরোধী সিপিআই(এম) যেন প্রার্থী না দিতে পারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে, প্রয়োজনে হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে। প্রায় একই রকম বক্তব্য অন্য ক্ষেত্রেও দিয়েছেন। সেরকম নেতার এই রকম পোস্ট নিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি হয়েছে। টিসিএ'র মত সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট, যার প্রেসিডেন্ট বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা, সেই জয়লাল দাস'র এরকম হতাশাজনক পোস্ট দেখে অনেকেই তাকে ফোন করেছেন। কারও কারও ফোন ধরেছেন. অধিকাংশের ফোনই ধরেননি। একসময় অনেকটা সময় সুইচ বন্ধ করে রেখেছিলেন। সদর উত্তরের বিজেপি'র যুব সংগঠন বিওয়াইজেএম-র একটি সূত্র জানাচ্ছে, ইদানীং জয়লাল দাস

হতাশায় 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

## লে নেমেছে রামের ক্লাব





প্রতি যে কৌশল নিয়েছিলো সেই কৌশল ধরেই এগোচ্ছে। এতে তাদের রাজনৈতিক লাভালাভ কেমন থাকবে সেইরকম কোনও হিসাব কিন্তু নেই। বাম আমলে দীর্ঘ সময়



আগের আমলের সরকার সেইসব মফিয়াদের

দলীয় পতাকা। প্রকাশ্যেই বিজেপির অন্যান্যরা। তারা স্থানীয় মানুষদের কার্যকর্তা এই ঘটনা ঘটালেও দলের সঙ্গেও কথা বলেন। কারা কারা নেতারা দূর থেকে দেখে সেই সময় দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করেছে মারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তাদের নাম ঠিকানাও নিয়েছেন তবে কিছুক্ষণ পরই প্রায় ধ্বংসস্তৃপে নেতারা। যে সমস্ত কার্যকর্তারা পরিণত হওয়া পার্টি অফিসে যান চাকরি না পেয়ে দলীয় কার্যালয় যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি নবাদল ভাঙচুর করেছে, তাদেরকে দেখে বণিক, জেলা বিজেপির সহ নেওয়ারও • এরপর দুইয়ের পাতায়



## সোজা সাপ্টা

## চাকুরি

জোট সরকারের পতনের অন্য অনেক কারণের মধ্যে পুলিশ আন্দোলন অবশ্যই অন্যতম। সমীর বর্মণ-রা সেদিন পুলিশ আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি। যার ফলে অনেক ভালো কাজ করেও জোট সরকার ক্ষমতায় ফিরতে পারেনি। ১০৩২৩ নিয়ে বামেদের ভুল কিন্তু মানিক সরকার-কে ২০১৮ বিধানসভা ভোটে মূল্য দিতে হয়েছে। অর্থাৎ একটি সরকারের পতনের জন্য একটি বড় ঘটনা বা বড় ইস্যুই যথেষ্ট। বিশেষ করে পান্ডববর্জিত এরাজ্যের ক্ষেত্রে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, বর্তমান জোট সরকারের ক্ষেত্রেও কি চাকুরি অর্থাৎ সরকারি চাকুরিগুলি আগামীতে সরকারে ফেরা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি করতে পারে? একথা তো ঠিক যে, এরাজ্যে শিল্প মানে গল্পের গরু গাছে চড়া। ফলে শিল্পহীন রাজ্যে বেকারদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে চাকুরি অর্থাৎ সরকারি চাকুরি। আর এটা সবার জানা ছিল যে, সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথম হলো রাজনৈতিক সুপারিশ। দ্বিতীয়ত হলো আর্থিক লেন-দেন। বর্তমান সরকার হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেধার কথা বলছেন। আর মেধাকে গুরুত্ব দিতে হলে নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক সুপারিশকে সাইড করতেই হবে। মেধা আর অর্থ যদি কাজ করে তাহলে রাজনীতি বা নিম্ন মেধা কাজে আসবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গত চার বছর ধরে যারা মেধা বা টাকার অভাব দেখে শাসক জোটে শামিল হয়েছেন তারা যদি এখন সরকারি চাকুরিতে পিছিয়ে পড়েন তাহলে তারা কেন রাজনীতিতে শাসক জোটকে সমর্থন করবেন? ফলে সরকারি চাকুরিতে সুযোগ না পেলে শাসক বিরোধী মঞ্চে বেকারদের লাইন যে লম্বা হবে তা যেমন সত্য তেমনি সরকার বদলে এদের অংশগ্রহণ বড় কারণ হতে পারে।

### মুকেশ!

• ছয়ের পাতার পর তিনি পরিবারের সদস্যদেরই নেতৃত্বে দেখতে চাইছেন।এটা ঘটনা, বরাবর নতুন নতুন ক্ষেত্রে পা রাখতে চেয়েছেন মুকেশ। গত জুনেই তাঁর সংস্থা পা রেখেছে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে। তিন বছরের জন্য ওই খাতে ১০ লক্ষ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন মুকেশ আম্বানি।

## ৫০ টাকা

• পাঁচের পাতার পর খারাপ।
তাঁদের সরকার ক্ষমতায় এলে
পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। এরপরই
তাঁর আবেদন, 'বিজেপিকে এক
কোটি ভোট দিন। আমরা
আপনাদের ৭০ টাকায় মদের
ব্যবস্থা করে দেব। যদি লভ্যাংশ
বেশি রাখা যায়, তা ৫০ টাকাতেও
মিলতে পারে।' ২০২৪ সালে
অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন।

### প্রধানমন্ত্রী

পাঁচের পাতার পর
 ২৪ ঘণ্টায়
ফ্রান্সে করোনা আক্রান্ত প্রায় ১ লক্ষ
৮০ হাজার। সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী
ব্রিটেনেও। মঙ্গলবার সেদেশে আক্রান্ত
১ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৭১ জন। যা
সাম্প্রতিক সংক্রমিতের হিসেবে
সর্বোচ্চ দৈনিক হিসেব। এই দেশগুলির
মতো আমিরশাহীতে পরিস্থিতি এতটা
ভয়াবহ না হলেও সেদেশে করোনা
আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে।

### সন্দেহজনক

• প্রথম পাতার পর সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে এসএমএস প্রাপকের ফোন নম্বরই লেখা। সাটিফিকেটে যে নাম লেখা সেই নাম নয় এসএমএস প্রাপকের, এমনকী এই অঞ্চলে তেমন নাম খুব প্রচলিতও নয়, তবে থাকতেও পারে। ঠিকানায় শুধু 'আগরতলা' লেখা। কোথায় এই টেস্ট হয়েছে, কে করেছেন, কিছুই লেখা নেই, ফলে চাইলেও বিষয়টি জানানো সম্ভব নয়। ফল নেগেটিভ থাকায় বিষয়টি হয়ত তেমন গুরুত্ব পায়নি, যদি পজিটিভ হত, তবে ঝামেলা হত। যে এসএমএস পেয়েছেন, তার ফোন নম্বরের দায়ে সেই নথি রয়ে যেত। আবার যদি সত্যি কারও টেস্ট হয়ে থাকে, তিনি সেই কাগজ পাবেন না, এবং যদি প্যাসেঞ্জারের করা হয়ে থাকে, তবে গোটা উদ্দেশ্যই মার খেল। তবে যে প্রশ্নটি উঠে আসছে, কোভিড টেস্টের নামে অসাধু কোনও ধান্দা হচ্ছে কিনা! এই প্রতিবেদকের কাছেই এসেছে সেই এসএমএস এবং সাটিফিকেট।

### হতাশ বিজেপি টিসিএ নেতা!

• প্রথম পাতার পর ভুগছেন। দলে তার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে বা নেই, এবং আর্থিক আকাঙ্কা পূরণ না হওয়ার হতাশা তাকে পেয়ে বসেছে। খরচের বহর যেমন কমিয়ে আনতে পারছেন না ঠাটবাট দেখানোর জন্য, তেমনি মন্ত্রী ঘনিষ্ঠতার ডিভিডেন্ড পাচ্ছেন না বলে মনের দুঃখে আছেন, সেই সূত্র দাবি করেছে। নিজের সার্কেলে জয়লাল দাস'র মনের দুঃখের কথা প্রকাশ পেয়েছে। গুরুদেবের জন্য নির্বাদিত এই প্রাণ ক্ষমতার অভাবে আছেন বলেই খবর। সামাজিক মাধ্যমে আবেগ তাড়িত পোস্ট কয়দিন ধরেই দিচ্ছেন জয়লাল। ২২ ডিসেম্বর লিখেছেন, "আবেগ, গ্রহণযোগ্যতা, নিষ্ঠা,ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদির অবমূল্যায়ন হলে বিষয়টি বেদনার।" তার আগের দিন লিখেছেন, "দুঃখ কেবল পাপেরই ফল তাহা কে বলিল পুণ্যের ও ফল হৈতে পারে কত ধর্মপ্রাণ আজীবন দুঃখে কাটাইয়াছেন (সিআইসি)।" জয়লাল দাসকে ফোন করা হয়েছিল, কেন তিনি এইরকম পোস্ট দিয়েছেন জানতে, তাকে পাওয়া যায়নি। প্রতিবাদী কলম অন্যজনকে মারা বা আত্মহনন কোনওটাই সমর্থন করে না। মৃত্যু কোনও সমাধান নয় বলে মনে করে। সামাজিক মাধ্যমে এই রকম পোস্ট না দিয়ে জয়লাল দাস তার বিষয় নিয়ে উপযুক্ত জায়গায় কথা বলে সমস্যার সমাধান করেতে পারতেন। প্রতিবাদী কলম মনে করে তিনি আলোচনার পথই বেছে নেবেন, দীর্ঘ জীবন নিয়ে পৃথিবীর আরও অনেক কিছু দেখে যাবেন। জয়লাল দাস শেষ পর্যস্ত পোস্টটি তুলে নিয়েছেন, অন্তত পাবলিক করা নেই আর।

## বিদ্যুৎস্পর্শে গাছ থেকে ছিটকে মৃত্যু শ্রমিকের

• আটের পাতার পর - গাফিলতিরও অভিযোগ উঠেছে বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে। বিদ্যুৎ নিগমের হাইভোল্টেজের তারটি থাকলেও এতদিন ধরে লক্ষ্য ছিল না নিগম কর্মীদের। এদিন গাছ কাটার কাজ করতে গেলেও বিদ্যুতের সংযোগ বন্ধ করা হয়নি। এই কারণেই মৃত্যু হয়েছে তরতাজা যুবকের। এলাকাবাসীরা মৃত যুবকের পরিবারে ক্ষতিপুরণের দাবিও তুলেছেন। ক্ষতি পুরণের জন্য বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলেও মৃতের এক নিকটাত্মীয় জানিয়েছেন।

## '২১ সালে কার্যকর!

 প্রথম পাতার পর হয়েছিল, তা নতুন করে এখন প্রচারের আলোয় এনে কার্যকর করার দিকে এগোতে হচ্ছে সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে আগামীদিনে আলৌ এই আইনটি সরকারি দফতরগুলোতে মানা হয় কিনা, তা দেখারজন্য অনেকেই উৎসুক হয়ে থাকবেন।

### আগরতলায় দুই ঘণ্টা

প্রথম পাতার পর পোঁছাবেন একটা পাঁচিশ মিনিটে। মোটামুটি ঘণ্টা দুয়েক তিনি আগরতলায় থাকবেন। আগরতলা ছেড়ে
দিল্লির দিকে রওয়ানা দেবেন সোয়া তিনটা নাগাদ, সেখানে পোঁছাবেন ছয়টা পাঁয়ত্রিশ মিনিটে। ভিআইপি অপারেশনের গ্রুপ
ক্যাপ্টেন এ পাণ্ডে এই সূচি রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন বুধবারে।

### জিবিতে আক্রান্ত খুনি

• প্রথম পাতার পর করেছে। তবে তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলেই হাসপাতাল সূত্রের খবর। তার পিতা মৃত সঞ্জিত ঋষি দাস। তাদের বাড়িও দুর্গা চৌমূহনি এলাকতেই। তবে দুই বন্ধু প্রায় বেলাগাম অবস্থায় বিশালের কাছে ছুরি এলো কোথা থেকে এবং কি জন্যেই বা বিশাল ছুরি রেখেছিলো তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। আবার কি নিয়েই বা দুই বন্ধু তে কীর্ত্ত নের আসরে ঝামেলা বেঁধেছে। সেখান থেকে মারামারি শুরু হয় এবং বিজয়ের পেটে একেবারে ছুরি বসিত্রে দেয় বিশাল, তাও এক অজ্ঞাত রহস্য।

## রামের ক্লাব কমিটি

• প্রথম পাতার পর লোধের জনহীন বাড়িতে ঢুকে যায় এবং বাড়িতে ক্লাবের নামে লাইব্রেরির পোস্টার লাগিয়ে দেয়। সেই পোস্টারের পেছনে যে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতাদের কোনও স্বার্থ জড়িত নেই তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার নয়। তবুও এই লুটকাণ্ডে কিন্তু দায়ী থেকে গেলো বিজেপি। বিজেপি তার আমলে সেই সব মাফিয়া কিংবা বামেদের দশ্চক্রে ভূত হয়ে যাওয়া যুবকদের অপরাধকে খামোখা নিজেদের ঘাড়ে টেনে নিচ্ছেন, যা তাদের নেওয়ার কথা ছিলো না। টিংকু লোধের বাড়ি জবরদখল করে বিজেপির লাভ হওয়ার কিছু নেই। লাভ হবে স্থানীয় কিছু লোকের যারা আবার শাসক দলের ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ক্লাব চালায়। কথা হলো সিপিএমের পাপের ভাগীদার কেন হতে হবে বিজেপিকে? বাস্তব অর্থে বিজেপি কিন্তু সেই ভাগ নিতে চলেছে। যা এখানেই থামানো দরকার রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর স্বার্থে।

## জিবি সুপারের স্বাক্ষরিত মেমোতে বিভ্রান্তি

• প্রথম পাতার পর 'ডিউটি' দিতে বলা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ, তথা যেদিন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আসবেন, সেদিন জিবিপি হাসপাতালে ডা. তরুণ গুহ, ডা. শ্যামল রায়, ডা. অভিজিৎ রায়, ডা. সন্তোষ রায়, ডা. মনিরঞ্জন দেববর্মা, ডা. বিধান গোস্বামী, ডা. অভিজিৎ দাশগুপ্ত এবং ডা. অনিমেশ দাসকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মেডিক্যাল টিম হিসেবে প্রস্তুত থাকার কথা বলা হয়েছে ওই মেমোতে। একই মেমোতে বলা হয়েছে, ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ ডা. প্রদীপ ভৌমিক, ডা. ফণি সরকার, ডা. ভূপেশ শীল সহ ৮ জন ডাক্তার দায়িত্বে থাকবেন। স্বভাবতই এই মেমো নিয়ে হাসপাতাল চত্ত্বরে হাসির রোল উঠেছে। এই খবরের পর মেমোটি সংশোধিত হবে, আন্দাজ করা যায়। একই মেমোতে বলা হয়েছে, জিবিপি হাসপাতালে যেকোনও আপৎকালীন প্রয়োজনে যাতে একটি ওটি 'রেডি' রাখা হয়। তাছাড়া মাইক্রো বায়োলজি বিভাগের প্রধানকে একই মেমোতে বলা হয়েছে, কালচার এবং সেনসিটিভিটি পরীক্ষার জন্য যাতে আইসিও প্রস্তুত থাকে। একটি ভিআইপি কেবিন জিবিপি হাসপাতালে উক্ত দিনগুলোর জন্য প্রস্তুত রাখা এবং দুই ইউনিট 'এবি' পজিটিভ রক্ত জোগাড় করার কথাও মেমোতে বলা হয়েছে। এই মেমোর প্রতিলিপি জিবিপি হাসপাতালের আরএমও, অধ্যক্ষ সহ পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ও অন্যান্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার সকালেই বুধবার স্বাক্ষর হওয়া মেমোটি সংশোধিত হয়ে ফের বেরোবে বলে আন্দাজ করা যায়।

## বিক্ষোভ গেরুয়া কার্যালয়ে

• প্রথম পাতার পর ছমকি দিয়েছেন কার্যকর্তারা — এমনটাই খবর। যতদূর জানা গেছে, বিজেপি কার্যকর্তারা নাকি এদিন বলেছেন, যারা পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে এরা প্রত্যেকেই সিপিএমের লোক। বিজেপির কেউ নন। বিজেপির কোনও কার্যকর্তা এমনভাবে পার্টি অফিস ভাঙতে পারে না। এদিন রাতে উত্তর এবং ধলাই থেকেও চাকরি বিক্ষোভের খবর পাওয়া গিয়েছে। বঞ্চিত বেকারদের দাবি, এই চাকরি প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন করে যেন টিএসআর-এ চাকরি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কারণ, গোটা প্রক্রিয়াতেই কেলেঙ্কারি হয়েছে। রাজ্যের গর্ব টিএসআর-এর চাকরি নিয়েই যদি এমন ঘোটালা হয় তাহলে কোনওভাবেই এই বাহিনী গর্বের সঙ্গে কাজ করতে পারবে না। বরং কেলেঙ্কারির কলঙ্ক মাথায় নিয়েই এই বাহিনীকে চলতে হবে। পাশাপাশি টিএসআর-র চাকরির এই কেলেঙ্কারির অভিযোগ দলগতভাবে বিজেপিকে কলঙ্কিত করেছে বলে দলীয় কার্যকর্তাদের অভিযোগ। এই কেলেঙ্কারির অভিযোগের ফলে আগামীদিনে দলকে খেসারত দিতে হবে বলেও একাংশ কার্যকর্তার অভিমত। কারণ, টিএসআর-র চাকরিতে ঘুসের অভিযোগ করছেন সরাসরি দলের কার্যকর্তারাই। বিষয়টি নিয়ে দলকে যে আগামীদিনে দারুণভাবে ভুগতে হবে তাও প্রায় পরিষ্কার।

## তৃণমূল

 তিনের পাতার পর স্টিয়ারিং কমিটির দুই সদস্য সুমন দে ও উত্তম কলই , আমবাসা পুর পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বাবুল সাহা সহ উত্তম গোস্বামী, তমাল বসু, পার্থ চৌধুরী, বিদ্যা দেববর্মা প্রমুখরা। তাদের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল , আমবাসা পুর এলাকার পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান, আমবাসা বাজারে জল নিকাশি কাজের মানোন্নয়ন ইত্যাদি। অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক তৃণমূল নেতাদের দাবি সমূহের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং তা পূরণের আশ্বাস দেয়। এদিকে মাত্র সাতজন তৃণমূল নেতার প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনকে ঘিরে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি ছিল দেখার মতো।

### দক্ষিণ আফ্রিকা

● সাতের পাতার পর পারেননি।
নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট
পড়েছে। যার ফলে টিম ইন্ডিয়া
গুটিয়ে গিয়েছে ১৭৪ রানে।
ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে
সর্বেচ্চি রান করেছেন ঋষভ পছ।
ওয়ানডে ফরম্যাটের মতো ৩৪ বলে
৩৪ রান করেন উইকেটকিপার।

### উত্তর তৈখমা

 সাতের পাতার পর রবিকুমার নোয়াতিয়া ৩৬, আকাশ দেববর্মা ৩২ এবং রমেন দেববর্মা ৩০ রান করে। জোলাইবাড়ির হয়ে সৃজন রায় এবং আয়ুষ দেবনাথ ২টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জোলাইবাড়ির ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৫২ রানে। বিজয়ী দলের হয়ে শিবা নোয়াতিয়া ৩টি এবং সমীর নোয়াতিয়া, রমেন দেববর্মা, রবিকুমার নোয়াতিয়া ২টি করে উইকেট নেয়।

## নেতৃত্বে দীপজয়

সাতের পাতার পর
 সূত্রধর,
বিজয় সেন। এছাড়া ১৪ জন
ক্রিকেটারকে স্ট্যান্ডবাই হিসাবে রাখা
হয়েছে। ক্রিকেটারদের টিডব্লিউ-৩
বোন টেস্টের রিপোর্ট এখনও
আসেনি। এই টেস্টে যদি কোন
ক্রিকেটার বাদ যায় তবে স্ট্যান্ডবাই-র
তালিকা থেকে বিকল্প ক্রিকেটার
বেছে নেওয়া হবে। দলের প্রধান
কোচ গৌতম সোম (জুনিয়র) এবং
সহকারী কোচ পীযুষ দেব।

### প্রতিযোগীরা

• সাতের পাতার পর পালন করেননি। এনিয়ে প্রকাশ্যেই নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান তথা পশ্চিম জেলার সভাধিপতি। সকলের সামনেই সাংগঠনিক সচিবের কাছে জানতে চেয়েছেন, কেন যুব উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের টিফিন দেওয়া হলো না। সাংগঠনিক সচিব বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুপুরে তাদের খেতে দেওয়া হবে। তখন নাকি উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান আরও রেগে যান। এত দীর্ঘ সময় প্রতিযোগীরা অভুক্ত রয়েছে এই বিষয়টাই তাকে মর্মাহত করেছে। তার প্রশ্নের কোন জবাবই দিতে পারেননি সাংগঠনিক সচিব। প্রসঙ্গত, একদিন আগে পশ্চিম জেলা যুব উৎসবেও প্রতিযোগীদের টিফিন না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। প্রশ্ন, টিফিনের জন্যও তো অর্থ বরাদ্দ থাকে। তাহলে কেন টিফিন দেওয়া হলো না। ৪৬০ জন প্রতিযোগীকে দীর্ঘ সময় কেন অভুক্ত থাকতে হলো। জেলা সভাধিপতি কোনভাবেই বিষয়টা মেনে নিতে পারেননি। তাই প্রতিবাদে সরব হন

### অভিযোগ উঠলো

• সাতের পাতার পর যেভাবে ক্লাব ক্রিকেটের ক্ষতি করে যাচ্ছে তাতে বিস্মিত প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। টিসিএ-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনুধর্ব ১৪ বা মহিলা টি-২০ শুরু করে আদতে নাকি ক্লাব ক্রিকেটকে এক প্রকার বন্ধ করে দিতে চাইছে। জনৈক ক্লাব সচিব বলেন, আগে ক্লাব ক্রিকেট খেলে শুধু যে ক্রিকেটের উন্নতি হতো তা নয়।এতে গ্রাম-পাহাড়ের অনেক ছেলে উঠে আসতো এবং অনেক ছেলে ক্লাব ক্রিকেট খেলে ভালো টাকা রোজগার করতো। কিন্তু দুই বছর ধরে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকায় গ্রামের ভালো ভালো ছেলে (ক্রিকেটার) আজ হারিয়ে যাচেছ। পাশাপাশি ক্রিকেটকে ঘিরে ক্লাবে যে উন্মাদনা তৈরি হতো তা বন্ধ। ওই ক্লাব সচিব বলেন, টিসিএ নিয়ে এতো যে নোংরা রাজনীতি হবে তা চিস্তার মধ্যে ছিল না। তিনি দাবি করেন যে, তিন বছর মেয়াদি বর্তমান কমিটির আমলে ক্লাব ক্রিকেটের পাশাপাশি রাজ্য ক্রিকেটের উপর অন্ধকার নামিয়ে এনেছে।

## তিন লক্ষেও ভাগ্য খারাপ

• প্রথম পাতার পর চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি, বরং নীরব অবস্থান নিয়েই বিজেপিকে চাকরিজনিত অভিযোগ হজম করতে হচ্ছে। বুধবার গভীর রাত পর্যন্তও মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা স্বরাষ্ট্র দফতর গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে। বাতিল করে নতুন করে প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দেওয়ার হিম্মত দেখাতে পারেনি। অভিযোগ, এক্ষেত্রে কয়েক কোটির লেন-দেন হয়ে গিয়েছে বলে বিজেপি নতুন করে প্রক্রিয়া শুরু করতে পারছে না। কারণ, চাকরি বিক্রির টাকা শুধু মণ্ডল পর্যন্ত আর থেমে নেই। এই অর্থ মণ্ডল থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে না নেমে চকম বেয়ে অনেকটা উপরের দিকে উঠেছে। যে কারণে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে বিজেপিকে হোঁচট খেতে হচ্ছে। দলীয় সূত্রের খবর, এখানে রাজকুমার দেবনাথ চড়িলামের মণ্ডল সভাপতি অভিযোগের কেন্দ্রে আসা মুখ মাত্র। চাকরি বিক্রির সঙ্গে গোটা রাজ্যে জড়িয়ে রয়েছেন এমন আরও বহু রাজকুমার কিংবা রাজকুমারী। যাদের সঙ্গে সত্যি অর্থে রাজবাড়ির কোনও সম্পর্ক না থাকলেও যারা এই আমলে রাজস্ব করছেন তাদের ঘোষিত পঙ্গপাল। ২০১৮'র বিধানসভা নির্বাচনের আগে যারা এলাকায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে জোট আমলের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে আরেকবার সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তারা বহু আগেই দুশ্যের বাইরে চলে গিয়েছেন। হঠাৎ নেতাদের কল্যাণে রাজত্বের জাদুদণ্ড এখন হঠাৎ নেতাদের হাতেই। নইলে যিনি কোনওদিন বুথ সভাপতির দায়িত্ব সামলানোর সুযোগ পাননি, তিনি এখন গোটা প্রদেশ সামলাচ্ছেন প্রবল প্রতাপে। সম্ভব? অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কিংবা নার্সারি স্কুলে কোনওদিন পা না রেখে মাঝখানের কোনও ক্লাসের দরজায় ঢুঁ না মেরে কেউ হঠাৎ। করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে নিয়েছেন কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে ডক্টরেট হয়ে গিয়েছেন তা একমাত্র ঈশ্বর পুত্র হলেই সম্ভব। কিন্তু বিজেপিতে সেই বিচিত্র বালকদের এখন ছড়াছড়ি। যে কারণে প্রায়শ্চিত চেয়ে ভোট চাওয়া রাজনীতির পুরানো খেলোয়াড়েরাও এখন শাসক রাজনীতির ময়দান থেকে 'জল্লা' হয়ে বিদায় নিয়েছেন। বিচিত্র বালকেরাই এখন রাজ্যপাট সামলাচ্ছেন। যাদের প্রতিনিধি রাজকুমার দেবনাথ'রা। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ যাকে ধর্মপুত্র বলে আখ্যায়িত করেন। চড়িলামের উত্তর ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা, যিনি একাধারে পৃষ্ঠাপ্রমুখ, ওয়ার্ডের সম্পাদিকা এবং মণ্ডল কমিটির ওবিসি মোর্চার সম্পাদিকা তার অভিযোগ, বছরখানেক পূর্বে যখন এসপিও'তে চাকরি ছাড়া হচ্ছিল তখনও তিনি তার ছোট পুত্র কর্ণজিৎ দেবনাথকে এই সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। পঞ্চায়েতের তরফে এসপিও'র চাকরির তালিকায় কর্ণজিতের নামও ছিলো। কিন্তু চাকরি ছাড়ার ক'দিন আগেই দলের কোনও এক সূত্র মারফতই সুমিতাদেবী জানতে পারেন, তালিকা থেকে তার পুত্রের নাম কাটা গিয়েছে। চাকরির তালিকায় ঢুকে গেছে অন্য নাম। তখনও নাকি তিনি মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথের বাড়ি গিয়েছিলেন। রাজকুমারবাবু তার মণ্ডলের কার্যকর্তা সুমিতাদেবীর কাছে ঘটনা স্বীকারও করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন সেই সময়ের মতো নাকি এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ভবিষ্যতে এসপি'র চাকরি থেকে আরও ভালো চাকরি সুমিতাদেবীর পুত্রকে দিয়ে দেবেন। মনে কষ্ট পেলেও সুমিতাদেবী সেবারের মতো থেমে যান। এবার যখন টিএসআর-র চাকরি নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়, তখনই সমিতাদেবী ছুটে যান মণ্ডল সভাপতির কাছে। মণ্ডল সভাপতি আশ্বাস দিয়েছিলেন এবার আর অন্যথা হবে না। সমিতাদেবীর পত্র চাকরি পাবে। প্রথমে শারীরিক সক্ষমতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রত্রের জন্য আবার গিয়েছেন সুমিতাদেবী। তখনই নাকি রাজকুমার সুমিতাদেবীকে জানিয়েছিলেন, চাকরি পেলে তাদেরকে কি দেবেন তিনি। সুমিতাদেবী যেহেতু বাড়িতে মোরগ পালন করেন সেহেতু দেশি মুরগি দিয়ে খাওয়ানোর কথা বলেছিলেন। রাজকুমারবাব প্রত্যুত্তরে কিছু আর বলেননি। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুমিতাদেবী আবার ফিরে গিয়েছেন পুত্রের জন্য। এবারই নাকি রাজকুমারবাবু খুল্লামখুল্লা জানিয়ে দিয়েছেন, সুমিতাদেবীর পুত্র চাকরি। পাবে, তবে বিনিময়ে তিন লক্ষ টাকা দিতে হবে। সেই সময় সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ব্রজপুরের কার্যকর্তা গোপাল দেবনাথ। সুমিতাদেবী বুঝে গিয়েছিলেন তিনি কার্যকর্তা হলেও টাকা ছাড়া চাকরি হবে না। তিনি আবার স্থানীয় মা দুর্গা স্বসহায়ক দলের সম্পাদিকা। এই স্বসহায়ক দল থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ঋণ নেন তিনি। নিজের গাঁট থেকে পঞ্চাশ হাজার যোগ করে মোট তিন লক্ষ টাকা গোপাল দেবনাথের বাডিতে বসে তার হাতেই দিয়েছেন সুমিতাদেবী। সঙ্গে বসেছিলেন মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ। এরপর থেকে নিশ্চিতই ছিলেন সুমিতাদেবী। টাকা যখন দিয়েছেন চাকরি তো হবেই। কিন্তু মঙ্গলবার যখন তালিকা প্রকাশ হয় সেখানে নাম না দেখে মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মণ্ডল সভাপতি নাকি বলেছিলেন একটু অপেক্ষা করতে। তিনি জনৈক রাজীব ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, তালিকায় নাম ঢুকবে। দিনভর রাজীববাবুর সঙ্গে কথাবার্তার পরেও তালিকায় আর নাম ঢুকেনি। গোটা দিন বাড়ির উঠোনে গড়িয়ে গড়িয়ে কান্না করেছেন সুমিতাদেবী। তার পুত্রের জন্য চাকরিও গেলো, টাকাও গেলো। স্বসহায়ক দল থেকে এই টাকা ঋণ করে মণ্ডল সভাপতিকে। দিয়েছেন তিনি। এখন ঋণের টাকা পরিশোধই বা করবেন কিভাবে। আত্মহত্যা ছাড়া নাকি তার আর গত্যন্তর নেই। বলছেন, ২০১৫ সাল থেকে যে দলটি তিনি করছেন, এলাকায় যখন ঝাণ্ডা লাগানোর কেউ ছিলো না, তখন থেকে তিনি এলাকায় সংগঠন বিস্তার করছেন। অথচ তার সঙ্গে যে কাজ হয়েছে এরপর তিনি আর এই দলের দিকে তাকানোর রুচি রাখবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তার দাবি, হয় সুমিতাদেবীর ছেলেকে চাকরি দিন, না হলে টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করে দিন।

## শিক্ষকের স্ত্রীর রহস্য মৃত্যু

• আটের পাতার পর - দায়ী করেননি। পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন শারীরিক সমস্যার কারণেই তিনি নিজের ইচ্ছায় মারা গেছেন। তাকে কেউ মারা যাওয়ার জন্য চাপ দেননি। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

## সদরের অতিরিক্ত শাসক পুলিশের সাহায্যপ্রার্থী

 তিনের পাতার পর
 পরিচয় দেওয়া হয়, য়য়য়ন ইয়ৢরেয় রিয় য়িনিস্টি,ইত্যাদি। সামান্য একটু প্রশ্ন করলেই এইসব যে জাল তা বোঝা যায়। সেই মিনিস্ট্রি'র ঠিকানা কী জিজ্ঞাসা করলেই কোনও জবাব পাওয়া যায় না, বড়জোর 'দিল্লি' পর্যন্ত বলতে শোনা যায়। তাছাড়া আছে, ফোনে বলা হবে, অমুক রাজ্যে ক্রিমিনাল কেস দায়ের হয়েছে, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখলে, তা বোঝাপড়ায় শেষ হয়ে যাবে। 'আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া ইয়ং অ্যাওয়ার্ড'-এ ব্যবসা করার জন্য ৩০ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে,ইত্যাদিও আছে। ই-মেলে ইউকে রয়্যাল লটারি, আরবিআই অ্যাক্সেস মানি রিটার্ন, অমুক মারা গেছে তার উইলের সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নেওয়ার সুযোগ ইত্যাদি এখনও চলছে, তবে এসব পুরানো অনেকটাই, কেউ বিশেষ এখন আর পাতা দেন না। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে রেজিস্টার্ড পোস্টে ভারত সরকারের নামে চাকরির ভুয়া অফার পাঠিয়ে ট্রেনিংর জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে. এসবও আছে। ঘটনাচক্রে কেউ যখন কোনও কারণে কোথাও কেওয়াইসি'র জন্য কাগজপত্র জমা দিচ্ছেন, তখনই এই রকম মেসেজ আসা বেড়ে যায়। ত্রিপুরা পুলিশ এইসব ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করতে। পারেনি এখনও, বড় কোনও সাফল্য নেই। এটিএম হ্যাকিং কাণ্ডেও পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কয়েকজনকে ধরলে, তাদের তারা রিমান্ডে পেয়েছিল, তাদেরও একজন পালিয়ে গেছে, একেবারে পগারপার, এখনও অধরা। ত্রিপুরা পুলিশকে এটিএম-ব্লক জাতীয় বিষয়ে যে ফোন থেকে ফোন করা হয়, উলটে করলে তা ধরেও, সেসব নম্বর দিয়ে লিখিতভাবে জানালেও, পুলিশ সাধারণভাবে অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করে সামান্য বিবরণও লিপিবদ্ধ করেনি, কাউকে ধরবে দূরে থাক। ই-মেলে আরবিআই'র নামে লটারির বিষয়ে যে অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে বলা হয়, তেমন একাধিক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ফোন নম্বর জানিয়ে ই-মেলে পুলিশকে জানালে, সেই ই-মেলের জবাবও পাওয়া যায়নি। ফেসবুকে কদাচিৎ ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম যে 'প্রামর্শ দেয়' তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরানো অথবা জার্গন-ভর্তি দুর্বোধ্য উপদেশ। কখনই স্থানীয় ভাষায় দেয় না, মেসেজ করলে কোনও জবাব আসে না। সাম্প্রতিক বিষয় যেমন 'কৌন বনেগা', ইত্যাদি জাতীয় জালিয়াতি নিয়ে কিছ বলা নেই। আর যা আছে সব সামাজিক মাধ্যম নির্ভর, সাধারণভাবে সচেতন কর্মসূচিও কিছু নেই।

## থিনারে ৩ যুবকের মৃত্যু

• আটের পাতার পর - শুরু হয় প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে। রাত থেকে কয়েকজনের একটানা বিমি হতে থাকে। এবং এই অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। অবশেষে ২৮ ডিসেম্বর মোট ১০ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় বিরাশি মাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ততক্ষণে এদের কয়েকজনের জন্য বেশ দেরি হয়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক ১০ জনকেই রেফার করে কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে। অ্যাম্বুলেন্স তাদের নিয়ে রওয়ানা হওয়া মাত্রই প্রাণ হারায় শচীন্দ্র রিয়াং। তার নিথর দেহ পুনরায় বিরাশি মাইল হাসপাতালে রেখে নয় জনকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স প্রায় গাঁচ কিমি এগিয়ে মাছলি এলাকায় পৌছালে পর পর প্রাণ হারায় আরো দুইজন। যথাক্রমে অধিরাম রিয়াং এবং ববিরাম রিয়াং। ফলে অ্যাম্বুলেন্স পুনরায় বিরাশি মাইল হাসপাতালে ফিরে যায়। এবং এই দুইটি মৃতদেহও সেখানে রেখে বাকি ৭জনকে ধলাই জেলা হাসপাতালে পৌছে দেয়। জেলা হাসপাতাল সুত্রে জানা যায়, ৪ জন বিপন্মুক্ত। এবং তিনজনের অবস্থা এখনও সংকটাপন্ন। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বিরাশি মাইল হাসপাতাল এবং হাজারধন পাড়ায় ছুটে যায় মনুঘাট থানার পুলিশ। গ্রহণ করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা যার নম্বর ১১ / ২০২১ মনুঘাট থানা। সাবইন্সপেক্টর উত্তম পাল মামলার তদন্তকারী অফিসার হিসেবে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে বুধবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলি তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনার জেরে গোটা এলাকাজুড়ে তৈরী হয়েছে শোকের আবহ। এখন প্রশ্ন হল মিনারেল স্পিরিট তারা নিজেরাই খেয়েছে নাকি কেউ মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে খাইয়েছে এই দিকটা খুঁজে দেখছে পুলিশ।

## দুই বিদেশির সৌজন্যে শেষ চারে ফরোয়ার্ড

• সাতের পাতার পর এককথায় খুব খারাপ গোলকিপিং করলো। বাকিদের সম্পর্কে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। তবে প্রবীণ সুব্বা এবং ধনরাজ তামাং এই দুই ফুটবলার বেশ চেস্টা করলো। বিশেষ করে প্রবীণ সুব্বা-র মধ্যে খেলা তৈরি করার একটা প্রবণতা রয়েছে। লিগের আগে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতে পারলে খুব খারাপ ফল করবে না রামকৃষ্ণ ক্লাবও। প্রথম দিকে দুই দল পরস্পরকে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করে। এরই মাঝে অতর্কিতে গোল হজম করে বসে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ম্যাচের ১৪ মিনিটে গোলটি করে বিকাশ ত্রিপুরা। যদিও এই গোলটি মানতে পারেনি ফরোয়ার্ড ক্লাব। কয়েক মিনিটের জন্য মাঠে উত্তেজনাও দেখা দেয়। এরপর খেলা শুরু হওয়ার পর মরিয়া হয়ে আক্রমণে ঝাঁপালো ফরোয়ার্ড ক্লাব। ২১ মিনিটে ভিক্টর অ্যামোবি ডানদিক দিয়ে বক্সে ঢুকে দুরুহ কোণ থেকে চমৎকারভাবে বল জালে জড়ায়। ২৫ মিনিটে আবর্ণহরি-র কাছ থেকে বল পেয়ে গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছিল ভিদাল। তবে রামকৃষ্ণ-র গোলকিপার রাজু গোল রুখে দিতে সক্ষম। ৩৯ মিনিটে ফের গোল করার সুযোগ পেয়েছিল ভিদাল। একটি উঁচু বল রামকৃষ্ণ-র সীমানায় নিজের দখলে এনে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করেও ঠিকভাবে শট নিতে পারেনি। শটটা নিতে পারলে নিশ্চিত আরও একটা গোল পেয়ে যেতো ফরোয়ার্ড ক্লাব। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে শেষ হয় ম্যাচ। দ্বিতীয়ার্ধের ১৩ মিনিটে ফরোয়ার্ড-কে এগিয়ে দেয় জাবেত ডার্লং। যদিও এই গোলটি নিয়েও সংশয় রয়েছে। রেফারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, গোলটি জাবেত ডার্লং-র করা। তবে মাঠে উপস্থিত দর্শকদের মনে হয়েছে, এই গোলটি আসলে আত্মঘাতী। ২-১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ফরোয়ার্ড ক্লাব আরও আক্রমণাত্মক হয়। অপরদিকে, রামকৃষ্ণও প্রতি আক্রমণে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বক্সে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ২৮ মিনিটে আমির লামা-র অসাধারণ ফ্রি কিক রুখে দেয় গোলকিপার অমিত জমাতিয়া। দ্বিতীয়ার্ধের ২৬ মিনিটে ম্যাচের সেরা গোলটি করলো ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিদেশি ফুটবলার ভিদাল চিসানো। এই গোলটি তার জাত চিনিয়ে দিলো। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। রেফারি টিক্কু দে রামকৃষ্ণ ক্লাবের ভক্তিপদ জমাতিয়া এবং ধনরাজ তামাং-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

## শ্রমিকের মৃত্যু

• আটের পাতার পর - করানো হচিছল। সেই মেশিন বসানো নিয়েও এলাকাবাসী অসস্তুষ্ট। তাদের কথা অনুযায়ী মেশিনের বিকট আওয়াজে এলাকাবাসী নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ভাটার মালিকও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কিন্তু তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা দেখা গেছে। অভিযোগ, ভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি একেবারেই উপেক্ষিত। সেই কারণেই এই ধরনের ঘটনায় প্রাণ হারাতে হয়েছে শ্রমিক সীতেশ বীরকে।

## কাটা পড়ে মৃত্যু

• আটের পাতার পর - ধর্মনগর, মিজোরাম,ধলাই ও গোমতী ইত্যাদি কলম দিয়ে লেখা রয়েছে। তবে কি সে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। পুলিশ এ বিষয়ে তদস্ত করে দেখছে।

## আরেকটি সংগঠন!

 তিনের পাতার পর অংশ নতুন সংগঠন করতে চাইছেন তারা এবং তাদের নেতাও সরকার ঘনিষ্ঠ বলেই জানাচ্ছে সেই অফিসারদের একটি সূত্র। পদোন্নতি পেয়ে যারা টিসিএস অফিসার হন তাদের একটা বড় অংশই পঞ্চায়েত অফিসার বা পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার থেকে পদোন্নতি পেয়ে এই ক্যাডার সার্ভিসে আসেন। এবারের পদোন্নতিতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তেমনই একজন অফিসার নেতৃত্ব দিচ্ছেন নতুন সংগঠন গড়ার ব্যাপারে। তিনি আবার নন-গেজেটেড অফিসারদের সংঘ প্রধান। রবিবারে আগরতলার পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তাদের মিটিং আছে। নতুন পদোন্নতি পাওয়া সব অফিসারকেই সেখানে থাকতে বলা হয়েছে। যদি নতুন সংগঠনের জন্ম হয় তবে বর্তমান টিসিএস অফিসারদের সংগঠনকে ক্ষমতা নিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে, এমনকী বর্তমান সংগঠন থেকে কিছু সদস্য বেরিয়ে নতুন সংগঠনে ঢুকতে পারেন বলেও সম্ভাবনা রয়েছে।

### অগ্নিকাণ্ড

 আটের পাতার পর - বাড়ির মালিকের কথা অনুযায়ী কে বা কারা বাইকে চেপে এসে খড়ের কুঞ্জে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। ঘটনার সময় তিনি অবশ্য বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির মালিক পেশায় ব্যবসায়ী। এই ঘটনায় তার ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। বাড়ির মালিকের কথা অনুযায়ী প্রতিবেশী এক ব্যক্তি দেখতে পান কে বা কারা বাইক থেকে নেমে খড়ের কুঞ্জে আগুন লাগিয়ে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পেছন থেকে চিৎকার করলেও তাকে ধরা যায়নি। এই ঘটনার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে তা কেউই বলতে পারছেন না।

## চাকরিচ্যুত শিক্ষক

• **আটের পাতার পর** - খোঁজ নেন। এদিকে আক্রান্ত চাকরিচ্যুত শিক্ষককে উন্নত চিকিৎসার জন্য গোমতী হাসপাতালে রেফার করা হয়। অভিযোগ গত সপ্তাহখানেক আগে একইভাবে ডিমাতলি বাজারে দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন সর্বশিক্ষার শিক্ষক শস্তু বিল। মঙ্গলবার শস্তু বিলকে নিয়ে পিআরবাড়ি থানায় দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন বিধান ত্রিপুরা। সেই কারণেই তার উপরও দুষ্কৃতিরা আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। দুটি ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বিধায়ক সুধন দাস। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান তিনি।

### প্রতিযোগিতা

• চারের পাতার পর জন্য শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে। প্রাথমিক রাউন্তের জন্য বিতর্কের বিষয়বস্তু হল - মোবাইল ফোন ভালোর চেয়ে ক্ষতি করে, চূড়ান্ত রাউন্তের জন্য বিতর্কের বিষয়বস্তু হল - সামাজিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

## ধূম পড়েছে পুলিশে

• পাঁচের পাতার পর এলাকায় চারটি বাগান মিলে মোট পাঁচ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। পুলিশ ও টিএসআরের যৌথ অভিযানে এদিনের এই সাফল্য আসে। নতুন বাজার থানা থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরবর্তী সীমান্ত এলাকায় এদিনের অভিযান চালানো হয়। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান অমরপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রবীর পাল।

## মোদির সফর: প্রস্তুতি দেখলেন মন্ত্ৰী সুশান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের। হবে নতন টার্মিনাল ভবনের। এই **আগরতলা. ২৯ ডিসেম্বর**।। নত্ন আগামী ৪ জান্যারি সেই



বছরেই উদ্বোধন হবে ত্রিপুরার বীর বিত্ৰুম বিমানবন্দরের নতুন আন্তর্জাতিক

উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর হাত ধরেই উদ্বোধন উপলক্ষে বাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে হবে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জনসভা। প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে ঐতিহাসিক রূপ দিতে প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে বুধবার বিকেলে স্বামী विरवकानम ময় मारन मश्र নির্মাণ-সজ্জা সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকতা রতন বিশ্বাস-সহ বিজেপি'র দলীয় নেতারা। প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও

নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর পুর পরিষদও বিজেপির **ধর্মনগর, ২৯ ডিসেম্বর।।** চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নিল ধর্মনগর পুর পরিষদ। রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেই অস্থায়ী হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার ধর্মনগরের শিববাড়ি রোড প্রাঙ্গণ, বাবুরবাজার, ইলেকট্রিক অফিস এবং জুরি নদীর সেতুর উপর থাকা অস্থায়ী হকারদের তুলে দেয় পুর পরিষদ। ড্রজার চালিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয় অস্থায়ী দোকানগুলি।এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয় সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে। অনেকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করেন। অস্থায়ী হকারদের মধ্যে অনেকেই সবজি, মাছ এবং মাংস বিক্রেতা। আসাম থেকেও ৮ জন হকার ধর্মনগর এসে হকারি এবং বাকিদের টাউন মাঠে ব্যবস্থা করছিলেন সবাইকে উচ্ছেদ করা করা হয়। কিন্তু হকাররা ২৭ তারিখ

দখলে যায়। এরপরই কর্মসূচিটি নেওয়া হয়। এই ঘটনায় শাসক দলের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ তৈরি হয়। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। বুধবার সন্ধ্যায় ধর্মনগর পুর পরিষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার কমলেশ ধর সাংবাদিকদের জানান, এ বছরের শুরুতেই হকারদের উঠে যাওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুর পরিষদ নিষ্ক্রিয় থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। পুর নির্বাচনের পর ১৯ নভেম্বর আবারও তাদের উঠে যাওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। ২৬ তারিখের মধ্যেই সরে যেতে বলা হয়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ৫০ জনকে ধর্মনগর বাজারের পূর্ব অংশ হয়েছে। পুর নির্বাচনের পর সন্ধ্যায় আন্দোলনে নামেন। মহকুমাশাসক এবং জেলাশাসকের পক্ষ থেকে তাদের বক্তব্যও শোনা হয়েছিল। এখন চাপের মুখে প্রত্যেক হকারকেই ধর্মনগরে বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, শিববাড়ি রোডে ৩৮ জন মাছ ব্যবসায়ী, ৭ জন মাংস ব্যবসায়ী, ৩ জন শুকনো মাছ ব্যবসায়ী এবং ২২ জন সবজি ব্যবসা করতেন। একইভাবে বাবুরবাজারে ১১ জন মাছ ব্যবসায়ী, ৬ জন মাংস ব্যবসায়ী, ১ জন শুকনো মাছ ব্যবসায়ী এবং ২৯ জন সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন। এদের মধ্যে ৮ জন আসামের নাগরিক। কমলেশবাবু জানিয়েছেন, স্থানীয় হকারদেরই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সবাইকে একসঙ্গে দেওয়া যাবে না। ধর্মনগর শহরকে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার রাখতে হকারদের উচ্ছেদ দরকার ছিল বলে যুক্তি দেখিয়েছেন কমলেশ ধর।

থাকলেও কাছে গিয়ে আগুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দমকলের একটি ইঞ্জিন। স্থানীয় **অমরপুর, ২৯ ডিসেম্বর।।** এলাকার সবাই শীতের রাতে অর্কেষ্ট্রার আনন্দে মেতেছিলেন। খাওয়া দাওয়া সেরেই সবাই চেয়ারে বসে, শেষ পর্যন্ত অগ্নিনির্বাপক কর্মীরাই কেউ আবার দাঁড়িয়ে হিন্দি গানে আগুন আয়ত্তেআনে। বুধবার গভীর নাচানাচি করছিলেন। হঠাৎ রাতে যতনবাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের

লোকজন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে নেভানোর সাহস পাচ্ছিলেন না। পার্শ্ববতী বিদ্যুৎ নিগমের স্টোর ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায়।



রুমে আগুন দেখে সবাই হতচকিত এলাকাবাসীর জন্য রাতটি ছিলো হয়ে পড়েন। চারদিকে শুরু হয়ে যায় হই চই। দেখতে দেখতে গোটা ঘরটিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখায় আশপাশের ঘরগুলি ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তড়িঘড়ি খবর পেয়ে ছুটে আসে

খুবই ভয়ঙ্কর। কারণ, অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন হয়তো আগুন অন্যত্র ছড়ি য়ে পড় বে। সৌভাগ্যবশত বিদ্যুৎ নিগমের স্টোর রুমের দুটি ঘরই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে কারা এই ঘটনার পেছনে জড়িত তা এখনও এলাকাবাসীর মধ্যে গুঞ্জন চলছে। কেউ বলছেন, চাকরি না পেয়ে কোনও বঞ্চিত বেকার হয়তো আগুন লাগিয়েছে। তবে আবার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিদ্যুৎ নিগমের সাথে বেকারদের রেষারেষি কেন? কেউ বলছেন, এলাকার শান্তির পরিবেশ নস্ট করতেই আগুন লাগানো হয়েছে। কারণ যাই হোক, যেভাবে স্টোর রুমটি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা ভয়ঙ্কর ছাড়া আর কিছুই নয়। যারাই এই ধরনের ঘটনা করতে পারে তাদের কাছে কোনওকিছুই অসম্ভব নয় বলে মনে করছেন সবাই। এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে অর্কেষ্ট্রার আনন্দও ধুলিসাৎ হয়ে যায়। অর্কেস্টার আয়োজকদের চিৎকার ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না ওই সময়। তারা শুধু একটা কথাই বলছেন, তাদের কার সাথে শত্রুতা রয়েছে। অগ্নিকাতে তাদের কোনও ক্ষতি না হলেও গোটা অনুষ্ঠানটি বাতিল হয়ে যায়।

স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। কি কারণে আগুন লাগানো হয়েছে তা নিয়ে

## টিসিএস ক্যাডারদের আরেকটি সংগঠন!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। নতুন অ্যাডহক প্রমোশন পলিসিতে বিভিন্ন দফতরের ২৩৮ জন অফিসার টিসিএস ক্যাডার হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন সম্প্রতি। এই প্রথমবার এত বেশি অফিসার পদোন্নতি পেয়ে টিসিএস ক্যাডার হয়েছেন। নতুন এই টিসিএস অফিসারদের একটা অংশ নিজেদের জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছেন। টিসিএস ক্যাডারদের একটি সংগঠন বহু বছর ধরেই আছে, টিসিএস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএসওএ)। পদোন্নতি পেয়ে ক্যাডার হওয়া অথবা সরাসরি সবাই অ্যাসোসিয়েশনের ছায়াতেই থাকেন, এটাই চলতি দস্তর। টিসিএস ক্যাডারদের এখন পর্যন্ত একটাই সংগঠন, দ্বিতীয় কোনও সংগঠন নেই। কিছুদিন আগেই বিভিন্ন সরকারি দফতর ও স্বশাসিত সংস্থা থেকে ঢালাও বিজ্ঞাপন নিয়ে সেই সংগঠনের সম্মেলন হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক রয়ে গেছেন সদরের এসডিএম অসীম সাহা। সংগঠনটির এখনকার পরিচালকমণ্ডলী সরকার ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত, আবার পদোন্নতি পেয়ে ক্যাডার হওয়া অফিসারদের এরপর দুইয়ের পাতায় মাতাবাড়ি থেকে ফেরার

পথে রক্তাক্ত দুই যুবক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. উদয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর।। একদিন আগেই আমবাসায় পিকনিক সেরে বাড়ির ফেরার পথে দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তাদের মধ্যে দু'একজন রক্তাক্ত হন। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই বুধবার রাতে অনেকটা একই ধরনের ঘটনা ঘটে উদয়পুরে। এদিন মাতাবাড়ি থেকে আগরতলায় ফেরার পথে দুষ্কৃতিদের হামলায় রক্তাক্ত হন দুই যুবক। তবে তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্ত যুবকদের কথা অনুযায়ী, মাঝরাস্তায় তারা গাড়ি থামিয়েছিলেন শিশুদের প্রাকৃতিক কাজ সারানোর জন্য। তখনই দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে

কয়েকজন যুবক বাইক নিয়ে রাস্তা উদ্দেশ্য করে কটুক্তি করে। পরবর্তী সময় যুবকদের বাইকের পেছনে ধাওয়া করেন গাড়িতে থাকা দর্শনার্থীরা। তখনই তাদেরকে রাস্তায় ঘিরে ধরা হয়। এই ঘটনা উদয়পুরের বাগমায়। দুই যুবক স্থানীয় লোকজনকে জড়ো করে গাড়িতে থাকা যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তখনই সবাই মিলে দুই যুবকের উপর হামলে পড়েন। তাদেরকে এমনভাবে মারধর করা रराइ (य, मू'जरनत मरधा একজনের ৭টি সেলাই লাগে। শুধু তাই নয় তাদের দু'টি গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় এবং গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা। আক্রান্ত আগরতলার দুর্গা চৌমুহনি এবং কাশিপুর এলাকার বাসিন্দা। এদিকে বাগমা এলাকা সূত্রে খবর আক্রান্তরাই প্রথমে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ঘটনার পর পুলিশ গিয়ে আক্রান্তদের সেখান থেকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা

হাসপাতালে নিয়ে আসে।

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। প্রশাসনিক কাজকর্ম ও সামাজিক কাজকর্ম একে অপরের পরিপুরক। সেজন্য প্রশাসনিক কাজের সাথে সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজেও এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের জীবন বাঁচাতে রক্তদান এমনই একটি মহৎ কাজ, যার কোন বিকল্প নেই। রক্তের কোন ধর্ম, বর্ণ বা জাত নেই।এই রক্তের মাধ্যমেই আরেকটি প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। বুধবার রাজধানীর গোর্খাবস্তিস্থিত পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ার, আগরতলা রিজিওনাল সেন্টারের উদ্যোগে এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের সহায়তায় এদিন এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ ছড়ানো ওমিক্রন নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী। এক্ষেত্রে তিনি

সতর্ক থাকার পাশাপাশি সরকারি

নির্দেশিকা মেনে চলা এবং রোগী কিংবা দুর্ঘটনায় আহত সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওমিক্রন মোকাবিলার আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান, আগামী ৩ জানুয়ারি ২০২২ থেকে রাজ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের কোভিড টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। উদ্বোধকের ভাষণে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

মানুষের জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। কারোর প্রয়োজনে রক্ত দিতে পারলে মনে তৃপ্তি আসে। আর দিতে না পারলে মনে অতৃপ্তি থেকে যায়। যারা আজ রক্ত দিচ্ছেন তারা মহৎ কাজ করছেন। তাই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রেখে স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে আসতে সকলের



রক্তদানের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে বলেন, দেশে প্রতিদিন ৩৮ হাজার ইউনিট রক্তের প্রয়োজন। প্রতি ২ সেকেন্ডে একজন রোগীর রক্তের প্রয়োজন। ত্রিপুরা রাজ্যেও রক্তের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে চাহিদার তুলনায় যোগান কম। বিশেষ করে থ্যালাসেমিয়া রোগী, ক্যানসার

প্রতি আহ্বান জানান তিনি। পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী আরো বলেন, করোনার সময় কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে সেটা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। তখন ধন দৌলত কিছুই কাজে আসেনি। চোখের সামনে প্রিয়জনকে হারিয়েছেন মানুষ। সে সময় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নিয়েও মিলিত প্রচেষ্টায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সেই পরিস্থিতি থেকে বর্তমানে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশ ও রাজ্য। আগামীদিনে আরো বড় পরিসরে রক্তদান শিবির করার জন্য আহ্বান জানান তিনি। এছাড়া তিনি বলেন, ওমিক্রন সংক্রমণ প্রতিরোধে সজাগ দৃষ্টি রয়েছে সরকারের। সেক্ষেত্রে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আগত বিভিন্ন যাত্রীদের রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিন স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ার সংগঠনের সচিব সিতাংশু চক্রবর্তী-সহ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং সকল স্তরের কর্মচারীরা। এদিন স্বেচ্ছা রক্তদানে অংশগ্রহণ করেন ৫৬ জন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানান পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী

## নিয়োগে অগ্নিগর্ভ রা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ।। টিএসআর'র নিয়োগ নিয়ে বিক্ষোভ কিছুতেই থামছে না। বিজেপি পার্টি অফিসে ভাঙচুর এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা চলছে। বুধবারও গকুলনগর, মধুপুর এবং চাস্পামুড়ায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। চাকরিতে দুর্নীতির অভিযোগ এনে উচ্চ আদালতের সামনেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বহু বঞ্চিত যুবক-যুবতি। এর মধ্যেই মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অনেকে। তবুও সরকারের তরফ থেকে নিয়োগ নীতির স্বচ্ছতার উপর এখন পর্যন্ত কেউ বক্তব্য রাখেননি। বিক্ষোভ নিয়েও বিজেপির সরকারি কোনও বক্তব্য নেই। দলীয় কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার পেছনে বিরোধীদের হাত রয়েছে এই ধরনের বক্তব্যও এখন পর্যন্ত আসেনি বিজেপির পার্টি অফিস থেকে। টিএসআর 'র নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ এনে মামলার প্রস্তুতি নিলেন বেকাররা। মামলা করতেই বহু বেকার বুধবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন। আদালতে ছুটি চলায় শেষ পর্যন্ত মামলা করতে না পেরে ভিআইপি সড়কের পাশে দাঁড়িয়েই বিক্ষোভ জানিয়ে গেছেন বহু যুবক যুবতি। গত রবিবার টিএসআর র দুটি ব্যাটেলিয়নের জন্য ১ হাজার ৪৪৩ জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল পুলিশ প্রশাসন। এই তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। সোনামুড়ার এক তরুণী উচ্চ আদালতের সামনে দাঁড়িয়েই একের পর এক অভিযোগ করে গেছেন। অনেকেই টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার দাবি করেছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা মানা হয়নি বলেও অভিযোগ এই বেকারদের। রাজ্যে ২০১৭ সালে বাম আমলে

টিএসআর'র নিয়োগ র্যালি শুরু হয়েছিল। সরকার বদলের পর এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়। এরপরই ২০১৯ সালে আবারও টিএসআর'র নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। নতুন করে ২টি ব্যাটেলিয়নের জন্য পুরুষ এবং মহিলাদের থেকে প্রার্থী বাছাই করতে প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে দুই বছর সময় নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত গত রবিবার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১ হাজার ৪৪৩ জনের

টিএসআর বাহিনী। বঞ্চিতরা জানান, তারা বিচার চেয়ে মামলা করতে এসেছেন। উচ্চ আদালতের উপর তাদের ভরসা আছে। তারা বিশ্বাস করেন উচ্চ আদালতই তাদের বিচার পাইয়ে দিতে পারে। কারণ তাদের তুলনায় দৌড়ানোর গতি কম, বুকের আয়তন কম-সহ লিখিত পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েও অন্যরা চাকরি পেয়েছেন। শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষার নাম করে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। চিরঞ্জিত শীল

ত্রিপুরাতে নিয়োগ করা হয়েছে প্রায় ১ হাজারের কম জওয়ান। এই নিয়োগের ক্ষেত্রেও কোনও নিয়োগ মানা হয়নি। চাকরি প্রদানে দুর্নীতি নিয়ে গোটা রাজ্যেই ক্ষোভের আগুন জুলছে। রাজ্য সরকার বারবারই স্বচ্ছ নিয়োগ-নীতির কথা বলেছে। কিন্তু টিএসআর'র নিয়োগের ক্ষেত্রে উল্টো হয়েছে অর্থের বিনিময়ে অফার দেওয়া হয়েছে। এটা বেআইনি। এ নিয়েই বঞ্চিতরা উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ



তালিকা প্রকাশ করা হয়। তিন দফায় পরীক্ষার পর এই তালিকা প্রকাশের পরই শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। কারণ প্রায় ২২০০'র উপর বেকার যুবক-যুবতি টিএসআর'র নিয়োগ র্য়ালিতে শারীরিক এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ৮০০ জনের উপর অফার পাননি। এরাই বিক্ষোভ শুরু করেছেন। তাদের বক্তব্য, পরীক্ষায় যারা ভালো নম্বর পেয়েছেন তাদের বঞ্চিত করেই টাকার বিনিময়ে অফার ছাড়া হয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বেকাররা। বুধবার সকাল থেকেই লিচুবাগানস্থিত উচ্চ আদালতের সামনে বঞ্চিতরা জমায়েত শুরু করে দেন। বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে পুলিশ উচ্চ আদালতের গেট বন্ধ করে দেন। নামানো হয় পুলিশ এবং নামে এক বঞ্চিত যুবক জানান, আমরা মামলা করতে এসেছি। মামলা করতে দেওয়া হলে আমরা চলে যাবো। কিন্তু আমাদের আদালতের ভেতর প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধেই আমার মামলা করবো। বঞ্চিতরা আরও জানান, সরকার তরফে বলা হয়েছিল দুটি ব্যাটেলিয়নের জন্য ২২০০ নিয়োগ করা হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুর করে অন্য মন্ত্রীরাও দুটি ব্যাটেলিয়নে ব্যাপক হারে নিয়োগের কথা বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে নিয়োগ করা হচ্ছে মাত্র ১ হাজার ৪৪৩জনকে। অথচ দুটো আইআর ব্যাটেলিয়নের জন্য প্রয়োজন ২ হাজার ৪০০ থেকেও সামান্য বেশি জওয়ান। অথচ

দাবি করেছেন। কিন্তু উচ্চ আদালতে শীতকালীন বন্ধ চলছে। আদালতে কাজ শুরু হবে আগামী বছর ২ জানুয়ারি থেকে। এর আগে মামলা করতে পারছেন না বঞ্চিতরা। যদিও বঞ্চিতরা বুধবার উচ্চ আদালতে প্র্যাকটিসরত একাধিক সিনিয়র আইনজীবীর বাডিতে গিয়ে দেখা করেছেন। টিএসআর'র নিয়োগ ঘিরে যে কয়েকটি মামলা উচ্চ আদালতে জমা পড়ছে তা একপ্রকার নিশ্চিত। আবার অনেক বেকারদের দাবি, দুটি ব্যাটেলিয়নের জন্য ২৪০০ লোক নেওয়ার কথা। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সবাইকে নিয়োগের পরও আরও শূন্যপদ থাকবে। সরকার চাইলেই সবাইকে নিয়োগ করতে পারে। অথচ এটা করা হচ্ছে না।

## সাংবাদিককে খুনের হুমকি গাঁজা মাফিয়াদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ ডিসেম্বর।। গাঁজা ব্যবসায়ীরা সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। গাঁজা বাগানে খুনের খবর প্রকাশ না করতে সাংবাদিকদের বাডিতে হামলা করা হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে খুনের হুমকি। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে পাঁচ গাঁজা ব্যবসায়ীর নামে অভিযোগ জমা পড়েছে। কলমচৌড়া থানায় এই মামলাটি করা হয়েছে। অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছে সিপাহিজলার কুখ্যাত নেশা কারবারি বাবুল মিয়া। বক্সনগরে গাঁজার জমিতেই খুন করা হয়েছিল নুটন নামের এক যুবককে। তার বাড়ি বিশালগড়ের শিবনগর। এই খুনের ঘটনায় সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল প্রতিবাদী কলম সহ আরও একাধিক সংবাদমাধ্যমে। খবরটি প্রকাশ হওয়ার ফলে খুনের ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে পারেনি গাঁজা ব্যবসায়ীরা। পুলিশের এক মাঝারি স্তরের অফিসারের সঙ্গে মিলে গোটা ঘটনাটি অন্যদিকে মোড দেওয়ার চেস্টা হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণ সহ এই খবর প্রকাশ করায় সাংবাদিকের উপরই আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। সাংবাদিকের বাড়িতে আক্রমণও করা হয়। কিন্তু এখন পর্যস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে

কলমচৌড়া থানার পুলিশ কঠোর ধামাচাপা দেওয়ার চেস্টা করে ব্যবস্থা নেয়নি। গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়নি অভিযক্তদের। গাঁজা ব্যবসায়ীদের পলিশের সঙ্গে গোপন আঁতাত এই ঘটনায় পরিষ্কার। মাস খানেক আগেই বক্সনগরের গাঁজা জমিতে নুটন খুনের ঘটনায় এখন পর্যন্ত সব অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি। এর রেশ না কাটতেই বিশালগড থানার সুতারমুড়া এলাকায় গাঁজা সম্রাট বাবুলের বিশাল গাঁজা বাগানে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় খালেক মিয়া নামের এক শ্রমিককে। তার বাড়ি কলমটৌড়া থানার মধ্য বক্সনগরে। এই খালেকই মাসে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে বাবুলের গাঁজার বাগান পাহারা দিতেন। ২৩ ডিসেম্বর রাতেও খালেক বাগান পাহারা দিতে গিয়েছিলেন। ওই রাতেই তাকে কে বা কারা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। পরদিন ভোরে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় খালেককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় জিবিপি হাসপাতালে। গত শনিবার রাত ৩টা নাগাদ জিবিপি হাসপাতালেই মারা যান খালেক মিয়া। এই ঘটনায় তড়িঘড়ি বক্সনগরে খালেককে সমাধি দেওয়া হয়। জানা গেছে, খুনিরা খালেকের বাড়িতে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে গোটা ঘটনা

টাকার ভাগ যায় বক্সনগরের কয়েকজন সাংবাদিকের পকেটেও। এক সাংবাদিকের বাড়ি গিয়ে ২০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ওই সাংবাদিক খালেকের মত্যর খবর চেপে রাখেননি। একাধিক সাংবাদিক টাকার প্রলোভন ছেড়ে খুনের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আনেন। এরপর থেকেই এই সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। গাঁজা মাফিয়া বাবুল তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে সাংবাদিকদের বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তাদের হাতে পিস্তল সহ নানা অস্ত্র ছিল। পরবর্তী সময়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে রক্ষা পান সাংবাদিকরা। তবে সাংবাদিকদের দুটি মোবাইল সহ দামি ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এক সাংবাদিকের সাহায্যে বেরিয়ে আসেন এলাকাবাসীরাও। এই ঘটনায় কলমটোড়া থানায় পাঁচ গাঁজা ব্যবসায়ীর নামে মামলা হয়েছে। জানা গেছে, কুখ্যাত বাবুলের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চও। ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটা টিমও বাবুলের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে বেশ কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করছে। তবে এক প্রভাবশালী নেতার হাত মাথায় থাকায় গাঁজা সম্রাট বাবুলকে গ্রেফতার করার সাহস দেখাতে পারছেন না পুলিশ বলে অভিযোগ উঠেছে।

## আমবাসায় আন্দোলনমুখী তৃণমূল প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আমবাসা, ২৯ ডিসেম্বর ।। সদ্য সমাপ্ত পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে আমবাসা পুর পরিষদেই সবচেয়ে ভালো ফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ১৫ ওয়ার্ডের পরিষদে একটি ওয়ার্ডে জয় ছাড়াও ১০ ওয়ার্ডে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ঘাসফুল শিবির। আর এই অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে পুর পরিষদ গঠনের পরপরই সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনমুখী আক্রমণাত্মক রাজনীতি শুরু করল তারা। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরগণ সহ চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানরা শপথগ্রহণের পর মাত্র ২০ দিনের মাথায় আমবাসা পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের নিকট প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলো আমবাসার তৃণমূল নেতৃত্ব। বুঝিয়ে দিল প্রধান বিরোধীর ভূমিকায় থেকে বিজেপি পরিচালিত পুর বোর্ডকে চাপে রাখার রাজনীতিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখবে না তারা। বুধবার তৃণমূল নেতাদের প্রদান করা দাবিসনদ গ্রহণ করে আমবাসা পুর পরিষদের অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক আশু রঞ্জন দেববর্মা। আর দাবিসনদ প্রদানকারী তৃণমূল নেতাদের মধ্যে ছিল যুব তৃণমূলের রাজ্য • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।।** সদরের অ্যাডিশনাল এসডিএম বিনয় ভূষণ দাস'র ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে বলে পশ্চিম আগরতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। বুধবারে পুলিশকে তিনি লিখেছেন, ২৮ ডিসেম্বর রাত দশটা পঁয়ত্রিশ নাগাদ এক বন্ধুর থেকে জানতে পারেন যে, তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে চিকিৎসার জন্য জরুরি প্রয়োজনের কথা বলে নানা জনের কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছে। তিনি আশঙ্কা করেছেন যে তার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক হয়েছে। তার এক বন্ধু তাকে স্ক্রিনশট পাঠিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে 'ফোন পে'র মাধ্যমে ডাঃ শঙ্কর সাহুকে টাকা দিতে বলা হয়েছে। একটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে, ৭৩৫৫০২২০৫৮ , সেই নম্বরে বিনয়

ফোন করে তা 'সুইচড অফ'

পেয়েছেন। টু কলার-এ এই নম্বরের নাম দেখাচ্ছে 'ডাঃ অনীক বর্ধন'। অ্যাডিশনাল এসডিএম তার অ্যাকাউন্ট ডি-অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছেন। তিনি পুলিশের কাছে অনুরোধ করেছেন এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

বিনয় ভূষণ দাস'র সাথে যা হয়েছে, তা ইদানীংকালে বেশ হচ্ছে। অনেকের টাইম লাইনেই এই রকম ঘটনার উল্লেখ দেখা গেছে। অতি সম্প্রতি অ্যাডভোকেট ভাস্কর দেববর্মা'র সাথেও এই রকম হয়েছে। ফেসবুক মেসেঞ্জারে মেসেজ পাঠানো হয়েছে মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি'র জন্য টাকা পাঠানোর জন্য' ফোন পে '-র মাধ্যমে। সেখানেও টাকা যে চাইছেন, তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন ডাক্তার বলে। ভাস্কর দেববর্মা'র ক্ষেত্রে তার ছবি দিয়ে আরেকটি অ্যাকাউন্ট খুলে তা করা হয়েছে।কয়েক মাস আগে পরিচিত এক কবির সাথেও তা হয়েছে। তাছাড়াও বছর খানেক ধরে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি লটারি'-তে সিম নম্বর উঠেছে, তার জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফোন করতে বলা হচ্ছে।এই মেসেজ আসছে হোয়াটসঅ্যাপে। ফোন করলে জানানো হচ্ছে কুড়ি হাজার টাকা জমা দিলে ২৫ লাখ টাকা দেওয়া হবে। বড়জলার এক নিম্পবিত্ত পরিবার এই ফাঁদে পড়ে ৯৬ হাজার টাকা খুঁইয়েছেন। পুলিশ গেলেও তারা অভিযোগ জমা রাখেনি। ফোনের সিম নম্বর ব্লক হয়ে যাবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কেওয়াইসি না করালে, এই রকম মেসেজও আসছে। ফোন নম্বর দেওয়া হচ্ছে, ফোন করলে ১০০ টাকা জমা দিতে বলা হচ্ছে। এটিএম কার্ড ব্লক হয়ে যাবে, ভেরিফিকেশন করাতে হবে, আরবিআই বাড়তি আয়কর ফেরত সব

দিচেছ, ইত্যাদি নানা ধরনের জালিয়াতি তো বহু বছর ধরেই চলছে। মোবাইল টাওয়ার বসানোর জন্য ছাদের জায়গা ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, এই রকম ফোন মাঝে মাঝেই আসে। কথা চালিয়ে গেলে, এক সময় বলা হয় স্যাটেলাইট থেকে জায়গা মার্ক করার জন্য টাকা লাগবে, কিংবা ট্রাইয়ের অনুমতি নিতে টাকা লাগবে, তারপর ২০ বছরের জন্য ভাড়া নেওয়া হবে মাসিক ২০-২৫ হাজার টাকায়, একজনকে ১০ হাজার টাকার চাকরিও দেওয়া হবে। উঠে যাওয়া টেলিকম সংস্থার নামেও টাওয়ার বসানোর ফোন আসে। আরও আছে, সংখ্যায় এগুলি কম হলেও আছে। বিমা কোম্পানির বোনাস এজেন্ট মেরে দিয়েছে, তা ফেরত দেওয়া হচেছ, এইরকম ফোন আসে। ফোন যে করেন, তার উদ্ভট এরপর দুইয়ের পাতায়

আজ ধর্মনগরে

সিপিআইএম'র

সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

ধর্মনগর, ২৯ ডিসেম্বর।।

বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত

হতে যাচ্ছে সিপিআইএম উত্তর

জেলা কমিটির সম্মেলন। এই

উপলক্ষে ইতিমধ্যে বেশকিছু

কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। তারই

অঙ্গ হিসেবে বুধবার অনুষ্ঠিত হয়

রক্তদান শিবির। ধর্মনগরস্থিত

সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয়ে

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন

জেলা কমিটির সম্পাদক অমিতাভ

দত্ত, অভিজিৎ দে, বিজিতা

নাথ-সহ অন্যান্যরা। অমিতাভ দত্ত

বলেন, আগামী দিনে শ্রেণি

ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করে

লড়াইকে তেজি করার আহ্বানে

জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে

যাচ্ছে। সম্মেলনে প্রধান বক্তা

হিসেবে উপস্থিত থাকবেন

সিপিআইএম

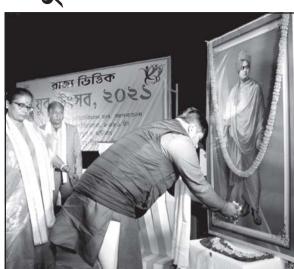
## যুব'রাই সমাজকে সঠিক পথ দেখাবে ঃ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। দেশের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশই যুব সমাজ। দেশ পরিচালনায়ও এই যুব সম্প্রদায়ের আধিক্য রয়েছে। বুধবার আগরতলা মুক্তধারা হলে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের সূচনা করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। তিনি বলেন, যুবকরা যেমন দেশের কান্ডারি তেমনি আগামীদিনেরও ভবিষ্যৎ। যুব সম্প্রদায়ের জাগরণে স্বামীজীর গুরুত্বর্পূ ভূমিকা রয়েছে। তাই স্বামীজীর জন্মদিনকেই যুব দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, যুব উৎসব ও যুব সম্প্রদায়কে জাগ্রত করা, তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করা, তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানো এসব কিছুর জন্যই যুব উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, যুব সমাজই সমাজকে উন্নয়নের দিশা দেখাবে। সমাজকে সঠিক পথ দেখাবে। তিনি বলেন, যুব উৎসবের মধ্য দিয়ে যুবক-যুবতিদের প্রতিভার বিকাশের সাথে একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবও তৈরি হয়ে

প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তাদের ভাষা

সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মতবিনিময় হবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,



উৎসব ঐক্য ও সংহতির উৎসব। যব বিষয়ক ও ক্রীডা দফতরের মন্ত্রী সশান্ত চৌধরী বলেন, আমাদের সমাজ ও দেশকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে সবার আগে যুব সমাজকে মানবতার ধর্ম শেখাতে হবে। যুব সমাজকে সুস্থ সংস্কৃতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন মানব ধর্মের পথ দেখাতে হবে। তবেই হবে যব উৎসব উদযাপন করার স্বার্থকতা। এই স্বার্থকতা অর্জনের জন্য চাই নেশামুক্ত যুব থাকে। যুবক, যুবতিদের প্রতিভা সমাজ। যুব উৎসব পালনের মূল্যায়ন তখনই হবে যখন আমরা আমাদের সমাজের যুবকদের মানব তাই যুব উৎসব শুধুমাত্র ধর্ম পালনের শিক্ষা দিতে পারবো। প্রতিযোগিতামূলক উৎসব নয়। এ নানা প্রকার নেশা বা কুশিক্ষার

বিরুদ্ধে যখন আমরা যুব সমাজকে উদ্দীপিত করতে পারবো। এ বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া দফতরকে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করারও তিনি আহান জানান। তিনি বলেন, নতন নতন চিস্তা ভাবনা নিয়ে যব সমাজের জাগরণে কাজ করতে হবে। তিনি যুবকদের লক্ষ্য করে বলেন, বীর যুবরা কখনও একবারে ভেঙ্গে পড়ে না। একবার না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শতবার চেস্টা করতে থাকে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ়তা ও কঠিনতাই যুব চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখেই তারা এগিয়ে যাবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের

উৎসবই হচ্ছে দেশের জাতীয় সংহতি তৈরির মূল উৎস। এই যুব শক্তিই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের মূল ভিত্তি ছিলো। কিন্তু আজ নানাভাবে যুব সমাজ বিপথে চালিত হচ্ছে। নেশায় মত্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের সকলের কর্তব্য হবে এই যুব শক্তিকে নতুনভাবে জাথত করে দেশ গঠনের কাজে তাদের নিয়োজিত করা। তবেই হবে যুব দিবস ও যুব উৎসব পালনের স্বার্থকতা। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথির ভাষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব) বলেন, যুব উৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের যুব ছেলেমেয়েদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের সচিব শরদিন্দু চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিম জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা শিমূল দাস। যুব উৎসবে রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ৪৬২ জন যুব শিল্পী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। বুধবার খোয়াই জেলার শিল্পীদের সমবেত লোকসংগীতের

## মধ্য দিয়ে যুব উৎসবের সূচনা হয়। পুলিশ দিবস

বুধবার আরও ১৩ জনের শরীরে প্রতিযোগিতা করোনার মারণ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। প্রত্যেকদিনই রাজ্যে বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। আবারও গত বছরের মতোই বছরের শেষ থেকে করোনা আক্রান্ত ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। করোনা আক্রান্ত বেড়ে যাওয়ায় এখন থেকেই সতৰ্কতামূলক কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। বিভিন্ন মহলে এখন থেকেই ভিড় এড়াতে সভা এবং মিছিলগুলিতে নানা ধরনের কঠোর নির্দেশিকা জারি করারও দাবি তুলতে শুরু করেছেন। আবার একটি মহলের দাবি, বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশনে ঠিকভাবে যাত্রীদের পরীক্ষা করে রাজ্যে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হলে আক্রান্ত সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের ভেতর এরপর দইয়ের পাতায় অন্যভাবে কড়া কোনও ব্যবস্থা

আজ রাতের ওযুধের দোকান ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

## টাকা দিয়েও স্বর্ণালঙ্কার ফেরৎ পাচ্ছেন না মাহলা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জমা করে ৪৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়নি। এমনকী দিনভর

**উদয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর।।** উদয়পুর আরকেপুর থানার সামনের একটি বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেন এক মহিলা। তার কথা অনুযায়ী গত দেড বছর আগে তিনি ওই সংস্থার কাছ থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন। বুধবার তিনি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গেলে তার সাথে সংস্থার দুই কর্মী দুর্ব্যবহার বুধবার তিনি ৬০ হাজার টাকা নিয়ে করেন বলে অভিযোগ। দুলু রানি ওই সংস্থায় আসেন। অভিযোগ,

মেষ : কমক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখতে চেস্টা

<u>\_\_\_</u> করুন। শারীরিক ভাবে কিছুটা

ক্লান্তিবোধ আসতে পারে। তবে

দিনটিতে পরিবারের ইচ্ছাও পূরণ

করতে হবে।কর্মস্তলে কাজের মাত্রা

বেড়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু সব কিছুই

থাকবে আপনার সৃষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে।

হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুর্ভাবনা

বৃদ্ধি পাবে।

নিয়েছিলেন। ৬ মাস সুদ মিটিয়ে দেওয়ার পর করোনা পরিস্থিতিতে তিনি টাকা দিতে পারেননি। গত এক বছরের সুদ সমেত ঋণ গিয়ে দাঁড়ায় ৮০ হাজার টাকা। গত ৩ দিন ধরে ওই সংস্থার কর্মীরা মহিলাকে ফোনে জানান, ৬০ হাজার টাকা দিলে ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। তাই

তাকে অফিসেই বসিয়ে রাখা হয়। এ নিয়ে সংস্থার কর্মীদের সাথে দুলু রানি মজুমদার এবং তার স্বামীর কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত অফিস থেকে বেরিয়ে মহিলা কান্নায় ভেঙে পডেন। তিনি অভিযোগ করেন. সংস্থার দুই কর্মী তাকে অপমান করেছেন। উদয়পুর দুধপুস্করণি এলাকায় মহিলার বাড়ি। এদিকে খবর পেয়ে আরকেপুর থানার মজুমদার নামে ওই মহিলা জানান, তিনি টাকা দেওয়ার পরও পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। দুলু দেড় বছর আগে তিনি স্বর্ণালন্ধার স্বর্ণালন্ধারগুলি তাকে ফিরিয়ে রানি মজুমদার জানান, তার জমা দেওয়া ৬০ হাজার টাকা এবং আজকের দিনটি কেমন যাবে স্বর্ণালঙ্কার সবই ওই কোম্পানির কাছে আছে। তিনি এখন

🛮 মেষ : কর্মক্ষেত্রে শান্তি 📗 হতে হবে। তুলা : পরিবারের সাথে দিনটি

বৃশ্চিক: যাদের জীবনে কেউ নেই বৃষ: স্বভাবের উগ্রতা ও ছল-চাতুরি ক্ষতির কারণ

দেখা দিতে পারে। ভাগ্য সম্পর্কে দুর্ভাবনা দেখা দিতে পারে অযথা ব্যয়ের মাত্রা বাডাতে পারে। মাত্র অর্থনৈতিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন নিজেকে এই দিনে। **মিথুন :** কর্মস্থলে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে দিনটিতে। আনন্দিত করবে।

পূর্বের কোন কাজে সাফল্যের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হতে পারে। ঊধর্বতনের সুদৃষ্টি ও 📗 সহায়তা লাভ। 📰 কর্কট : নতুন কর্মলাভে ী নানা বাধার সম্মুখীন হতে

হবে। সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোন মূল্যবান বস্তু হারানো চুরি না যায়। শিল্পী এবং আইন ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ দিন। **সিংহ:** নিজের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস

থাকলে কর্মে সাফল্য লাভ অসম্ভব নয়। যদি কেউ আপনাকে কোনরকম সাহায্য নাই বা করে। কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে পূর্বের বিবাদ থাকলে তা মিটিয়ে ফেলার চেস্টা করুন বা মিটিয়ে ফেলার উপায় বের করুন। **কন্যা :** দিনটির শুরুতেই ব্যবসা

ক্ষেত্রে সুবাতাস বইবে। প্রেয়সীর প্রের ণায় <u>জাতকে</u>র জীবন কর্ম মুখর হয়ে উঠতে পারে। দিনটিতে ঘোরাফেরার যোগ আছে। এটাই একটা সুযোগ দুইজন দুইজনকে ভালভাবে বুঝার। তবে কর্মক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অগ্রসর

■কাটালে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। কর্মের জন্য দিনটি সহায়ক নয়। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। তবে নতুন কাজে হাত দেবার আগে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত কেউ কেউ কাজে সুনাম লাভ 🖡 করবেন। তাতে কাজ করার উৎসাহ 👃 নেবেন।

> ত্তাদের জন্য কোন অপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হবে এবং সে-ই আপনার জীবনের সব থেকে প্রিয় (জাতক বা জাতিকা) হয়ে উঠবে। তবে দিনটিতে কোন কিছুতে সই করার আগে ভাল ভাবে বুঝে নিন। সন্তানের সুসংবাদ আপনাকে

ধনু : এই রাশির জাতক-জাতিকার জন্য 🏈 দিনটি শুভ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনার কাজে

উৎসাহিত করবেন। সুন্দর সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য কিছু একটা ত্যাগ করতে হবে। দিনটি তে

অপ্রত্যাশিতভাবে ধনলাভ হবে যা কোন ত্তি বিশ্বাস দিন আশাও ছিল না। দিনটিতে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন। 🍇 কুম্ভ : সত্যের পথে

থাকলে সফলতা অবশ্যম্ভাবী।অর্থনৈতিক। দিক থেকে লাভবান হতে পারেন প্রিয়জনের সাথে ঝগড়া বিবাদ এডিয়ে চলতে চেষ্টা করুন। কর্মে উন্নতি চাইলে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।

: সিদ্ধান্ত পরিবর্ত নের জন্য পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে অশান্তি হতে পারে। ধর্মের দিকে মনোনিবেশ। দিনটিতে কোন দায়িত্ব আসতে পারে। ব্যবসায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসবে

## উদ্যাপন উপলক্ষে আন্তঃ স্কুল বিতর্ক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। পুলিশ দিবস-২০২২ উদ্যাপন উপলক্ষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পড়ুয়াদের নিয়ে একটি আস্তঃ স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের দুই জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করতে পারবে। এদের মধ্যে একজন বিতর্কে বিষয়বস্তুর পক্ষে অন্যজন বিপক্ষে বিতর্কে অংশ নিতে পারবে। মাধ্যম হল ইংরেজি। চ্যাম্পিয়ান দল ও রানার্স আপ দলকে টফি এবং অন্যদের সান্ত্রনা পরস্কারে ভবিত করা হবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটিকে সফল করার

সাহা মেডিসিন সেন্টার

## চলাত বছরে ২৭ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিভিন্ন সামগ্রীও তারা পাচারকালে বিশালগড়, ২৯ ডিসেম্বর।। উদ্ধার করেছেন। তিনি জানান, বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্ত এলাকায় নিরাপতা প্রদানের পাশাপাশি নেশা বিরোধী অভিযানে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তাদের কারণেই চলতি বছরে এখনও পর্যস্ত ২৭ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিএসএফ'র উদ্যোগে নেশা বিরোধী অভিযান লাগাতার চলছে। বুধবার গকুলনগরস্থিত বিএসএফ সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেন ডিআইজি রাকেশ রঞ্জন লাল। তিনি জানান, চলতি বছরে বিএসএফ ১০০০ কেজি গাঁজা (যার বাজার মূল্য প্রায় ৭ কোটি) ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট, ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার গরু, ৩ কোটি টাকার কাপড় উদ্ধার করেছে। এছাড়াও আরও

স্বর্ণালঙ্কারগুলি ফেরৎ চাইছেন।

আগামী দিনেও তারা মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে অভিযান জারি রাখবেন। ডিআইজি জানান, সম্প্রতি সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় কোটি কোটি টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। গত ২৮ ডিসেম্বর সোনামুড়া থানাধীন কমলনগর আনন্দপুর বিওপি'র জওয়ানরা ৩০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন। যার বাজার মূল্য ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। ওই রাতে আবার ৫ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছিল। যার বাজার মৃল্য ১৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। ঠিক তার একদিন আগে কলমটোড়া থানাধীন এলাকা থেকে ৩৩২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছিল। যার বাজার মূল্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।



### প্রতিভা সত্ত্বেও বঞ্চিত রঞ্জিত পুলিশ সুপারের দারস্থ সুধনরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,২৯ ডিসেম্বর।। স্বপ্ন বিলোনিয়া, ২৯ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ছিল সকলের কাছে পরিচিতি পাবে। জেলার পুলিশ সুপারের কাছে আর পাঁচটা লোকের মত এক নামে ডেপুটেশন দেয় সিপিআইএম তাকে চিনবে। সেই স্বপ্ন স্বপ্নই শান্তিরবাজার মহকুমা কমিটির থেকে গেল, পূরণ আর হলো না। প্রতিনিধি দল। বিধায়ক সুধন দাসের। আর্থিক দুর্বলতা আর নানা নেতৃত্বে প্ৰতিনিধি দল প্ৰশি প্রতিকূলতা থাকার দরুন তা যেন সুপারের সাথে দেখা করেন। মূলত থমকে গেল। কথা হচ্ছে এক দলীয় নেতা-কর্মী, সমর্থকদের বংশীবাদকের। অভিনব কায়দায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিয়েই বাঁশি বাজিয়েও তেমন কোন সাড়া পুলিশ সুপারের সাথে কথা বলেন ফেলতে পারেনি। এমনভাবে বাঁশি তারা। এদিনের ডেপুটেশনে বাজানো সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিধায়ক কিন্তু রঞ্জিত গোস্বামী নামে এক যশবীর ত্রিপুরা, দলের মহকুমা বংশীবাদক অভিনব কায়দায় বাঁশি কমিটির সম্পাদক আশুতোষ বাজিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবনাথ, জওহর দেবনাথ প্রমুখ। দিলেন। আর তা বহু বছর ধরে করে সুধন দাস জানান, গত ৯ ডিসেম্বর আসছেন। গাছের যেকোনো পাতা থেকে টানা শান্তিরবাজার মহকুমায় দিয়ে তিনি বাঁশি বাজাতে পারেন। সিপিআইএম নেতা-কর্মী এবং যেকোন গানের সুরে বাঁশি সমর্থকদের উপর আক্রমণ সংঘটিত বাজানোর ক্ষমতা তার মধ্যে হচ্ছে। বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে, বর্তমান। দীর্ঘ বছর ধরেই তিনি টাকা-পয়সা আদায় করার হুলিয়া গাছের পাতা দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে আসছেন। কিন্তু গ্রামে বসবাস এবং জারি করেছে। এখনও পর্যন্ত ১৫ জন নেতা-কর্মী আক্রান্ত হয়েছে। আর্থিক দুর্বলতার কারণেই হয়ত কোন সুযোগ পায়নি। এমনটাই অনেকেই ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে বেশ কয়েকজন। অনেকে আবার গিয়ে আক্ষেপের সুরে বললেন রঞ্জিত গোস্বামী। তিনি তেলিয়ামুডা আক্রান্ত হলেও হাসপাতালে যেতেও ভয় পাচেছন। কেউ মহকুমার চাকমাঘাট এলাকার বাসিন্দা। তিনি জানান, দীর্ঘদিন আগরতলায়, কেউ আবার উদয়পুর গিয়ে চিকিৎসা করছেন। এরকম ধরেই গাছের পাতা দিয়ে বাঁশির সুরে ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে গোটা বিভিন্ন গান বাজিয়ে আসছেন। শান্তিরবাজারে। তাই পুলিশ বিশেষ করে বাংলা গান বাজাতে সুপারের সাথে দেখা করে এই ভালোবাসেন। খুব ছোট বয়সেই বাঁশি বাজানো শিখেছিলেন। এখন ধরনের ঘটনা বন্ধ করা এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বয়স প্রায় পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব। কিন্তু এখনো গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। পর্যন্ত ভালো কোন জায়গায় বাঁশি

৪৮ ঘণ্টায় ৩৬ অ

হয়েছিলেন। বুধবার পশ্চিম

জেলায় ৮জন-সহ ১৩জন পজিটিভ

রোগী শনাক্ত হওয়ার খবর জানায়

স্বাস্থ্য দফতর। এক মিডিয়া

বুলেটিনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২৪

ঘণ্টায় ২ হাজার ৬৯৭ জনের সোয়াব

পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৫৬

জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে

পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন

টেস্ট হয়েছে। আরটিপিসিআর-এ

৩জন পজিটিভ শনাক্ত হন। বাকিরা

অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত

হয়েছেন। সংক্রমণের হার ছিল

দশমিক ৪৮ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায়

করোনা মুক্ত হয়েছেন দুই জন। এই

সময়ে পশ্চিম জেলা ছাড়াও

দক্ষিণে ২, উত্তরে ২ এবং গোমতী

জেলায় ১জন পজিটিভ রোগী

শনাক্ত হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত

চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা

সংক্রমিত রোগীদের সংখ্যা বেড়ে

দাঁড়িয়েছে ৭২জনে। রাজ্যে

করোনা সংক্রমিত ৮২৬জন এখন

বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ।।

করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

বাজানোর সুযোগ পাননি। তা সত্ত্বেও এই বাঁশি বাজানো কোনদিনই ছাড়বে না বলে জানান রঞ্জিতবাবু। তিনি আরো জানান, বর্তমানে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন জায়গার নাম কীর্তনে বাঁশি বাজান। তার এই অভিনব কায়দায় বাঁশি বাজানো দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যায়। কারণ এই ভাবে দীর্ঘক্ষণ বাঁশি বাজানো দেখে নাম কীর্তনের অন্য বাদ্যকাররা অবাক হরে পড়েন। পরবর্তীতে এই নাম কীর্তন শেষ করে বাডি যাওয়ার সময় সারা পথ বাঁশি বাজিয়ে বাড়ি যান তিনি। শহরের ওপর এই বাঁশির সূর শুনতে পেলে সকলেই চিনতে পেরে যায় রঞ্জিতবাবুকে। বর্তমানে তিনি তেলিয়ামুড়া শহরবাসীর কাছে পরিচিত মুখ। পূর্বে ওনাকে কেউই চিনত না। কিন্তু এই বাঁশি বাজানোর ফলে এখন তিনি সকলের কাছেই পরিচিত বলে আক্ষেপের সুরে জানান রঞ্জিত গোস্বামী। এখন শেষ বয়সে ভালো কোন জায়গায় বাঁশি বাজানোর সুযোগ পেলে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে বলেও সাংবাদিকদের কাছে আসা ব্যক্ত করেন রঞ্জিত গোস্বামী।

৯ হাজার ১৯৫জন পজিটিভ রোগী

শনাক্ত হয়েছেন। গত কয়েক সপ্তাহে

সংখ্যা এটাই সবচেয়ে বেশি। ২৪

ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত ৩০২ জনের

মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে

কারফিউ-সহ বিভিন্ন কড়া

নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

সপ্তাহে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফর

নজর রয়েছে বিভিন্ন মহলের। কারণ

সাধারণ নাগরিকদের।

## সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মানিক দে বিদ্যুৎ দফতরে তালা দিলেন মহিলারা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। ৬ মাস আগে থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় পানীয় জল সংগ্ৰহ করতে গিয়ে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েছেন গভাছড়া হরিপুর টিলাবাড়ি এলাকার নাগরিকরা। ২৪ঘণ্টায় আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কেউই সাড়া দেননি। যার ফলে এলাকাবাসীকে বারবার চরম পজিটিভের সংখ্যাও বেড়ে গেছে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। শেষ দেশে। ইতিমধ্যেই দেশের কয়েকটি পর্যন্ত বুধবার ক্ষুব্ধ নাগরিকরা রাজ্যে ওমিক্রন আতঙ্কে নাইট গভাছড়া বিদ্যুৎ নিগম অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মহিলারা জানান, ওই এলাকায় পশ্চিমবঙ্গেও করোনা আক্রাস্ত একটি ডিপ টিউবওয়েল বসানো বাড়ছে। এই কারণে ত্রিপুরায়ও হয়েছিল। কিন্তু ৬ মাস অতিক্রান্ত নতুন করে নির্দেশিকা জারি করার হয়ে গেলেও ডিপ টিউবওয়েলের চিস্তাভাবনা শুরু করেছে রাজ্যের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। প্রশাসন। তবে জানুয়ারির প্রথম তাই জল সংগ্রহ করতে পারছেন না ওই এলাকার নাগরিকরা। এদিন করার কথা রয়েছে। এই বিদ্যুৎ নিগম অফিসে তালা দিয়ে পরিস্থিতিতে কতটুকু ভিড় জমানোর মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। তারা অনুমতি প্রশাসন দেবে তা নিয়ে জানান নিগম অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার পর অফিস কর্মীরা বলছেন প্রথম সপ্তাহেই বিরোধী দলগুলিও শুক্রবার বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া নানা কর্মসূচি নেওয়ার প্রস্তুতি হবে। কিন্তু এতদিন ধরে কেন এলাকাবাসীকে কন্ত সহ্য করতে হয়েছে? বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃ পক্ষ নাগরিকদের সমস্যা নিয়ে কতটা উদাসীন তা এ দিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

৩৯১

8

2

5

6

9

5

9

### পর্যন্ত মারা গেছেন। এদিকে দেশেও নিয়েছে। তারাও সমর্থকদের ভিড নিতে হবে না। সব বিষয়েই চিস্তা দেখানোর চেষ্টা করবে। এই পজিটিভ রোগী এবং মৃত্যুর সংখ্যা পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকার করার দাবি উঠেছে। ২৪ ঘণ্টা বেড়ে চলেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য আগেই রাজ্যে ২৩জন নতুন দফতরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী দিকে লক্ষ্য থাকবে রাজ্যের পজিটিভ রোগী শনাক্ত

প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি. বিলোনিয়া, ২৯ ডিসেম্বর।। বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলছে। বাম ছাত্র যুব সংগঠন বেসরকারিকরণ-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে তারা বিভিন্ন জায়গায় গণ-অবস্থান সংগঠিত করছে। বুধবার বিলোনিয়ায় বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে গণ-অবস্থান সংগঠিত হয়। সেই সাথে অনুষ্ঠিত হয় এক মিছিলও। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে ব্যাঙ্ক রোড, ১নং টিলা অতিক্রম করে জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন প্রদীপ চক্রবতীর শহিদ বেদি প্রাঙ্গণে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সভা। আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন বাম নেতারা। তাদের অভিযোগ, গুণগত শিক্ষার মোড়ক লাগিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপর আর্থিক বোঝা চাপানো হচ্ছে। তাই তারা দাবি জানিয়েছেন শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করা চলবে না। এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন সিপিআইএম মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, সুকাস্ত মজুমদার, গৌতম রিয়াং, রিপু সাহা, মধুসূদন দত্ত, বাবুল





	ধার্টি কা										ত্র	মিব	<b>চ</b> সং	ংখ্যা	_
ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১										2		9	5	7	
থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X										1	5		2		9
৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি											3	4	1		8
সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার											9	1	6	8	
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৯০ এর উত্তর										5	7			1	3
4	8	3	9	2	1 5	7	5	6				6	7		5
5	5	7	6	6	3	1 8	9	1			1		4		6
3	6	2	5	8	9	9	3	5		9					1
1 8 9	7 2 3	5 6 4	3 7 8	9 5 1	4 6	3 5	6 1 2	8 9 7		6					7

গভীর রাতে

ভঙ্গীভূত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম,

২৯ **ডিসেম্বর** ।। গভীর রাতে

রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত

হয়ে যায় বসতঘর। এই ঘটনাকে

কেন্দ্র করে মঙ্গলবার গভীর রাতে

আতঙ্ক ছড়ায় সাব্রুম বিজয়নগর

এলাকায়। জনৈক বিপ্লব

মজুমদারের বাড়িতে রাত

আনুমানিক পৌনে তিনটা নাগাদ

আগুন লাগে। ঘর থেকে তারা

কিছুই বের করতে পারেননি। যার

ফলে জরুরি নথিপত্র, স্বর্ণালঙ্কার,

নগদ অর্থ, বাইক সবকিছুই ভস্মীভূত

হয়ে যায়। তবে অল্পের জন্য পার্শ্ববর্তী

বাড়িঘরগুলি রক্ষা পায়। কিভাবে

ওই বাড়িতে আগুন লেগেছে তা

এখনও সবার কাছে রহস্য হয়ে

আছে। রাতে অগ্নি নির্বাপক

দফতরের কর্মীরা খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাদের সাথে

এলাকাবাসীও সাহায্য করেন আগুন

নেভানোর কাজে। তা সত্ত্বেও বিপ্লব

মজুমদারের ঘরের কোনো কিছুই রক্ষা করা যায়নি। আশপাশের

লোকজন বিধ্বংসী আগুন দেখে

চিৎকার চেঁচামেচি করে ছুটে

আসেন। কারণ তারাও আতঙ্কিত

হয়ে পড়েন বিপ্লব মজুমদারের

ঘরের আগুন অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে

কিনা। এই ঘটনায় পরিবারটি

একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

৫০ টাকা

অমরাবতী, ২৯ ডিসেম্বর।।

সুরাপ্রেমীদের জন্য খুশির খবর

নিয়ে এলেন অন্ধ্রপ্রদেশ বিজেপি

সভাপতি সোমু বীররাজু। আপনারা

ভোট দিন, আমরা সস্তায় মদ দেব।

এক জনসভায় কার্যত এমনই বিচিত্র

প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছেন তিনি। তাঁর

দাবি, গেরুয়া শিবির যদি এক কোটি

ভোট পায়, তাহলে মদ মিলবে ৭০

টাকায়। এখানেই শেষ নয়। তেমন

হলে ৫০ টাকাও হতে পারে মদের

দাম। এই প্রতিশ্রুতিকে ঘিরে

শোরগোল পড়ে গেছে। মঙ্গলবার

এক জনসভায় সোমু বীররাজু

রাজ্যের জগন্মোহন রেডিড

সরকারকে বিঁধে অভিযোগ করেন,

এই মুহূর্তে মদের বোতলের দাম

২০০ টাকা। অথচ মদের মান

details

ICA-C-3172-21

Purchaser

## শিশুদের সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্র

আমাদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি প্রশস্ত বারান্দায় তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, একাডেমি এবং রঙ্গন নৃত্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। একাডেমি আয়োজিত সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, ইজেডসিসি'র সদস্য সুব্রত আমাদের সমাজ, রাজ্য, দেশ থেকে সন্ধ্যা তরঙ্গ-এর উদ্বোধন করে তথ্য বড কিছু নেই। আমরা এই সমাজের ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সৃশান্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা যেভাবে চৌধুরী একথা বলেন। বুধবার চাইব সমাজ সেভাবেই গড়ে উঠবে। সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের জানুয়ারি পর্যন্ত। অতিথিগণ চিত্র

চক্রবর্তী, রাজ্যের প্রথিতযশা শিল্পী অপরেশ পাল এবং সঙ্খমিত্রা নন্দী। এই চিত্র প্রদর্শনী চলবে আগামী ২

প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। তরঙ্গ



বিষয়ে মেধা লুকিয়ে রয়েছে তা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। নাচ, গান, খেলাধুলা বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অংশ নিলেই তাদের মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস এখনো নিৰ্মূল হয়ে যায়নি। বৰ্তমানে ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়ছে। তাই আমাদের আরও সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন সন্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা করোনা ভাইরাস মোকাবিলা করতে পারবো এবং রাজ্যেরও বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। তিনি দু'টি নৃত্য সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের পারিষদ মিঠুন দাস বৈষ্ণব, জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার. দ্রোণাচার্য বিশেশ্বর নন্দী, নৃত্যশিল্পী পিয়ালী ব্যানার্জি বর্ধন রায় প্রমখ। অনষ্ঠানে মণিপরী কস্টিউম ডিজাইনার মাধবী সিনহাকে সম্মানিত করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্ৰী শ্ৰীমতি

বিকাশ ঘটবে। নিজেদের মধ্যে

বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তথ্য

বিকশিত না হলে এই সমাজ, রাজ্য এবং আমাদের দেশ এগিয়ে যেতে পারবেনা। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তলতে হবে। বধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে নৃত্য সংস্থা রিদম স্টার

হঠাৎ গাঁজা

ধ্বংসের ধূম

পড়েছে পুলিশে

ভট্টাচার্যর একক চিত্র প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। পাঁচদিন ব্যাপী

সুশান্ত চৌধুরী চিত্র শিল্পী সুমন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চিত্র প্রদর্শনীতে শিল্পীর জল রঙ-এ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা ১৫০ টি ছবি রয়েছে। সংস্কৃতিমনস্ক করে তুলতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, পুরপারিষদ মিঠুন দাস বৈষ্ণব, তথ্য খোলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, কার কোন্ সিনহাকে উত্তরীয়, মানপত্র প্রদান

সমিতি। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর

আন্দোলনের সাফল্য আসে।

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কংগ্রেস

সরকার বিভাজনের রাজনীতি শুরু

করে বলে এদিন বক্তব্যে তুলে

ধরেন তিনি। তখন জনশিক্ষা

## ২০২২'র ডিসেম্বরে নির্বাচন ঘোষণার সম্ভাবনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর / নতুনবাজার / উদয়পুর, কাঁঠালিয়া, ২৯ ডিসেম্বর।। ২০২২ ২৯ **ডিসেম্বর।।** রাজ্যের বিভিন্ন সালের ডিসেম্বর নাগাদ আগামী জায়গায় ধারাবাহিকভাবে গাঁজা বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ বিরোধী অভিযান জারি রেখেছে ঘোষণা হতে পারে। এমনি পুলিশ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সম্ভাবনার কথা জানালেন অন্তর্গত এমন কয়েকটি জায়গা সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য রয়েছে যেখানে গাঁজার মৃগয়াক্ষেত্র তথা এডিসির প্রাক্তন সিইএম হিসেবে রূপাস্তরিত হয়েছে। রাধাচরণ দেববর্মা। তার কথা পুলিশের কাছে এ বিষয়ে অনুযায়ী যেহেতু ২০১৭ সালের ২৮ খবরা-খবর থাকলেও সঠিক সময়ে ডিসেম্বর রাজ্যে বিধানসভা পদক্ষেপ গ্রহন করছে না বলে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা অভিযোগ উঠে এসেছে। আবারো হয়েছিল, সেই সময়কে ধরলে গাঁজা বিরোধী অভিযানে নামল ২০২২ সালের ডিসেম্বরেই রাজ্যের পুলিশ। বুধবার পৃথক দুটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে পরবতী বিধানসভা নির্বাচনের গাঁজা বাগান ধ্বংস করে পুলিশ। দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। তবে রাজ্যের পরিস্থিতি যদি নির্বাচনের এদিন উদয়পুর মহকুমা পুলিশ অনুকূলে থাকে তবেই তা সম্ভব হবে আধিকারিক ধ্রুব নাথের নেতৃত্বে বলে মনে করছেন তিনি। ৭৭তম কিল্লা থানার অন্তর্গত দারকথাং ও জনশিক্ষা দিবস উপলক্ষে তিনগডিয়া এলাকায় অভিযান সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক এক কর্মী চালানো হয়। দারকথাং এলাকার একটি গাঁজা বাগানে ৩০০০ গাছ সভা অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। এদিনের এবং তিন গডিয়া এলাকায় দৃটি গাঁজা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত বাগান থেকে ৭০০০ গাছ কেটে ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় ধ্বংস করে পুলিশ। বিপুল পরিমাণ কমিটির সম্পাদক রাধাচরণ অবৈধ গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে দেববর্মা। সোনামুড়া সিপিআইএম পারলেও কাউকে আটক করতে মহকুমা অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এদিনের সভায় সোনামুড়া ও সক্ষম হয়নি পুলিশ। অন্যদিকে নতুনবাজার থানার অন্তর্গত ভিলেজ এলাকা থেকে রায়পদপাডা 🔹 এরপর দইয়ের পাতায় কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, প্রগতির শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্প্রীতি রক্ষার লড়াই আরো জোরালো করার আহ্বান রাখেন। সেইসঙ্গে জনশিক্ষা আন্দোলন এর চেতনায় গড়ে ওঠে সমিতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং



সেই সময়কার লড়াই আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে রাধাচরণ বাবু বলেন, সুদীর্ঘ রাজাদের রাজন্য শাসনে প্রজাদের রক্ত, ঘামের ফলানো ফসল নিংড়ে নিয়ে সমস্ত রাজ সুখ ভোগ করে প্রজাদের দৃঃ খ দুর্দশার শেষ ছিল না। এমন অবস্থায় জনজাতিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার চেতনার আলো ছড়িয়ে দিতে গঠিত হয় জনশিক্ষা

১৯৪৫ সালের জনশিক্ষা আন্দোলন এর সাথে আজকের প্রাসঙ্গিকতার কোন ফারাক নেই। এই লডাইয়ে তখন থেকে এখন অবধি সহায়ক ভূমিকা নিয়ে আসছে বামপন্থীরাই। মহকুমা সম্পাদক রামচন্দ্র নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে এসেছে গত চার বছরে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার।

C.C. work at base running including, fitting & fixing work in complete shape of CAMPA Scheme under Ambassa Forest Sub-Division during 2021-22 vide No. F.3-07/SDFO/ BS-21/CAMPA/Dev/19178-19210 dated 22/12/2021. For further www.forest.tripura.gov.in or notice board of the O/o the SDFO, Ambassa.

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ভেবেছিল বিজেপি ক্ষমতায় এলে সমতল সকল জায়গা চযে বেডাতে সন্ত্রাস কায়েম করে রেখেছে বিজেপি সরকার। সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে এই জনবিরোধী সরকার। এর জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে আছে। বুধবার চাকমাঘাটে গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় এই কথাগুলি বলেন গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তথা সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী। এদিন তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে চাকমাঘাটস্থিত ব্যারেজ প্রাঙ্গণে ৭৭তম জনশিক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই জনসভায় প্রধান বক্তার ভাষণে জিতেন চৌধুরী বলেন, পাহাড়-সমতল সব জায়গার মানুষ হতাশ। সকলেই

ICA-C-3164-21

তেলিয়ামুডা, ২৯ ডিসেম্বর।। অনেক কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা গেছে। আর এখন তাদের রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। গোটা রাজ্যে দেখা গেল এর উল্টো। এখন পাতা নেই। তিনি বলেন, বিজেপি মানুষের কাজ-খাদ্যের অভাব। সরকার এমনিতেই প্রতিশ্রুতি



পাহাড়বাসী আরো বেশি দুর্দশায় রয়েছে। তাঁদের কথাটুকু শোনার পর্যন্ত কেউ নেই। আর নির্বাচনের পূর্বে বহু নেতাকে পাহাড় থেকে সবাই জেনে গেছে। তাই

পালনে ব্যর্থ। এখন মানুষের মন ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নানা পথ অবলম্বন করছে। তাঁদের এই চাল

### SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The sealed quotation are invited by the Director of Health Services, Govt. of Tripura, Agartala from the resourceful experienced reliable and bonafied renowned license holder of resourceful experienced valid licence holder for General Articals for the use of Khowai Dist. Hospital, Khowai Tripura and OT Equipments for Belonia Sub Divisional Hospital. The sealed Quotation will be received at the Office of the undersigned up to 04.00

p.m. of 08-01-2022. The Quotation documents with terms and conditions also may be down loaded

from www.health.tripura.govt.in.

Sd/- Illegible Director of Health Services Govt. of Tripura, Agartala.

আগামীদিনের জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে বলেও দাবি করেন জিতেন চৌধুরী। তিনি আরো বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সুকল - ক লেজেগু লিলিক বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে। তার তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি। এছাড়াও এই জনসভায় ছিলেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক মণীল্ড চল্ড দাস, সিপিআইএম খোয়াই জেলা কমিটির সদস্য সূভাষ নাথ সহ অন্যান্যরা। তবে এদিনের জনসভায় জনসমাগম ছিল নগণ্য।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৯ ডিসেম্বর।। বুধবার বিকেল ৪টা নাগাদ কমলপুর থানার অন্তর্গত মোহনপুর মলয়া এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার হন শ্রমিক দেবাশিস মুন্ডা (৩০)। তার বাড়ি সোনারায় গ্রামে। শ্রমিকরা ওই গ্রামে রাস্তা কার্পেটিং-এর কাজ করছিলেন। তখনই গরম পিচ ছিটকে পড়ে দেবাশিস মুভার শরীরে। অন্য শ্রমিকরা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জানা গেছে, মোহনপুর মলয়া এলাকার রাস্তায় এই ঘটনা।

## জঙ্গল ছেড়ে বাড়িঘরে গাঁজা চাষ

তেলিয়ামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে গাঁজা চাষের রমরমা বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে। খাস জমি বাদ দিয়ে এবার জোত জমিতে অবৈধভাবে রমরমা গাঁজার চাষ শুরু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৃষক তাদের জমিতে অবৈধভাবে গাঁজার চাষ করছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে গাঁজা চাষি আশিস তার জমিতে থাকা গাঁজা লুকিয়ে রাখে বলে খবর এলাকা সূত্রে। অন্যদিকে একই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা



কথা নয়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকায়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের কর্মীদের ঘুমে রেখে অবৈধভাবে তেলিয়ামুড়া জুড়ে হচ্ছে এই গাঁজার চাষ। অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন। কিন্তু আরক্ষা দফতরের একাংশ গোয়েন্দা কর্মীদের ব্যর্থতার কারণে চলছে অবৈধ ভাবে গাঁজা চাষের রমরমা বাণিজ্য। জানা যায়. তেলিয়ামুড়া থানাধীন উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা আশিস এবং সুনীল সহ এলাকার কিছু সংখ্যক

করেছে। যা পুলিশেরও অজানার

সুনীল উনার জোত জমিতে চুটিয়ে গাঁজা চাষ করছেন তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মীদের ঘুমে রেখে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন অনেক কৃষক রয়েছে যারা নিজেদের জমিতে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ করছেন বলে খবর এলাকা সূত্রে। এই অবৈধ গাঁজা চাষের ব্যাপারটি তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুদের এবং গোয়েন্দা শাখার কর্মীদেরও অজানার কথা নয়। তবে কি পুলিশের জ্ঞাতসারেই অবৈধভাবে গাঁজা চাষে লিপ্ত হচ্ছে ? এমনটাই প্রশ্ন থেকে গেল। আর এমন অবস্থা হলে নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করা কতটা সম্ভব ( !)

## বিদেশ সফর স্থগিত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।। বিশ্বজুড়ে দাপট দেখাচ্ছে করোনার নয়া স্টেন ওমিক্রন। যার জেরে এবার ২০২২ সালের প্রথম বিদেশ সফর স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই সংযক্ত আরব আমিরশাহী যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। সাউথ ব্লুক সূত্রের খবর, আগামী ৬ জানুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফরে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু যেভাবে বিশ্বজুড়ে করোনার নয়া স্ট্রেনের দাপট বাড়ছে তাতে উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা। সেকারণে আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে মোদির বিদেশ সফর। পরিস্থিতির উন্নতি হলে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে আমিরশাহী সফরে যেতে পারেন মোদি। প্রসঙ্গত, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর প্রায় ২ বছর বিদেশযাত্রা থেকে বিরত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর কয়েকবার বিদেশে গিয়েছেন মোদি। কিন্তু এই মহর্তে গোটা বিশ্বেই ত্রাস সঞ্চার করেছে করোনার নয়া স্টেন ওমিক্রন। আমেরিকা, ব্রিটেনের পর মারাত্মক পরিস্থিতি ফ্রান্সেও। মাত্র এক মাসের মধ্যেই ওমিক্রনের দাপটে বিস্মিত গবেষকরা। বহু দেশই হাঁটছে লকডাউনের পথে। এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **বিশালগড়, ২৯ ডিসেম্বর।।** রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে নদীর পার্শ্ববর্তী কৃষকরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নদী থেকে অবৈধভাবে মেশিনের সাহায্যে বালি তুলে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকদের ক্ষতির সম্মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু সবকিছু জানার পরেও মহকুমা প্রশাসন এমনকি জেলা প্রশাসন কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের মালাবতী চা বাগান সংলগ্ন ছিনাই নদীর উপর রেল ব্রিজের একেবারে পূর্ব পাশে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেললাইনের জায়গার ভিতর মেশিনের সাহায্যে বিশাল আকার গর্ত করে বিগত এক সপ্তাহ ধরে নারায়ণ নামে এক বালি মাফিয়া অবৈধভাবে বালি বিক্রি এভাবে রেললাইনের পাশে বিশাল আকার গর্ত করে বালি বিক্রি করলে এরপর দুইয়ের পাতায়
 হয়তো ভবিষ্যতে রেল লাইনের

জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। পরবর্তীতে গো পন খবরের এলাকাবাসীরা প্রতিবাদ করার

গিয়েছিল কিন্তু তারপরেও বালি বন দফতরের আধিকারিকদের এই মাফিয়ারা বন দফতরের করে আসছে বলে অভিযোগ। আধিকারিকদের নির্দেশকে এলাকারনদীরপার্শ্ববর্তী কৃষকরা অত্যন্ত

সেখান থেকে এক সপ্তাহ ধরে ভিত্তিতে বন দফতরের বালি বিক্রি করলেও স্থানীয় আধিকারিকরা রেল ব্রিজের পাশে ছুটে গিয়ে বালি বোঝাই টিআর সাহস পায়নি। অবশেষে বন ০৭-১৭৬৩ নম্বরের একটি চার দফতর আধিকারিকরা গতকাল চাকার গাড়ি-সহ এক বালি মাফিয়াদের সাবধান করে দিয়ে শ্রমিককে আটক করতে সক্ষম হয়।



বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বুধবার ভোর বেলা থেকেই অবাধে বালি তোলা এবং বালি বিক্রি শুরু করে দেয়।

ধরনের ভূমিকায় বিশেষ করে ওই খশি। বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে একটি মামলা গ্রহণ করে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানা যায়।

### NIT NO: e-PT-61/EE/RDAD/2021-22 Dt. 27/12/2021

The Executive Engineer, RD Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites e-tender (two bid) in PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 12/01/2022 for 3 (three) nos DNITs related with RCC Foot Bridge Construction works and 2 (two) nos DNITs related with other constructions (building). For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA-C-3170-21

Sd/- Illegible **Executive Engineer** RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala

### Procurement of Goods under RFQ/Shopping Procedures **E-Procurement Notice**

(One-Envelope with e-Procurement Bidding Process) : The Executive Engineer, Resource Division, Public Works Department (Water Resources) ,

Government of Tripura, Panchamukh, Agartala, Tripura- 799003, India

website:-

Contract title: Automated Water Quality Sonde for SW monitoring/S.H. Supplying,

testing in/c pertaining training etc. NHP-2020-2021-TR-290992

**RFQ No** 

**Tender Notice** 

Tripura Forest Department (SDFO, Ambassa) issued

Notice inviting tender to construction of chin link wire

mesh fencing with RCC pillars (Spacing 2.5m x 2.5m) and

see

the

Sd/- Illegible

(T.K. Debbarma, TFS)

Sub-Divisional Forest officer

Ambassa, Dhalai

The Executive Engineer"Resource Division, Public Works Department (Water Resources), Government of Tripura, Panchamukh, Agartala, Tripura-799003, India invites quotations electronically from eligible bidders for the

SI. Brief No. Description of the Goods	Specifications	Unit & Quantity	Delivery Period		Installation, Testing Requirement if any
Portable Multi 1. Parameter Water Quality Sonde	Supply and testing of Portable Multiparameter Water Quality Sonde along with all accessories and required attachments, complete as per the technical specifications including 3 year warranty.	01 No.	60 days from the date of award of contract	Panchamukh Agartala, Tripura, India	Testing, Training for instrument during each warranty period.

The Bidders shall submit Quotations for all items together. The e-Procurement notice including the terms and conditions etc. can be downloaded free of cost by logging on to the website <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> Quotations document is available online on <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> for free of cost

Price of bidding document Date and time of availability of bidding document from website : 28-12-2021 : 16.00 hours

(b) (c) Start Date and time for downloading bidding document

Last date and time for downloading bidding document (d) (e) Date and time of start of bid clarification

Date and time of close of bid clarification (f)

Date and time of pre-bid meeting (g) (h) Date and time of commencement of online submission of bids

Last date and time for online submission of bids Date and time of opening of bids

ICA-C-3158-21

(j)

: Nil

: 28-12-2021 : 16.00 hours : 12-01-2022 : 15.00 hours

: 29-12-2021 : 14.00 hours : 04-01-2022 : 15.00 hours

: 07-01-2022 :11.00 hours

: 12-01-2022 : 15.00 hours : 12-01-2022 : 15.30 hours

> Sd/- Illegible **Executive Engineer** Resource Division, Panchamukh, Agartala, Tripura

## জানা এজানা

# কোভিডের

কোভিড অতিমারির সম্ভাব্য চতুর্থ ঢেউয়ের প্রাক্কালে বিজ্ঞানীরা আশার আলো দেখালেন আবার। সংক্রমণের দুই বছর পর কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের দেখা পেল বিশ্ববাসী। এর আগে ফ্ল্যাপিরাভির, রেমডিসিভিরসহ বেশ কিছু অ্যান্টিভাইরাল ওযুধ ব্যবহৃত হয়েছে কোভিডের সংক্রমণে। হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন (অ্যান্টিম্যালেরিয়া) ও আইভারমেকটিন নিয়ে ট্রায়াল ব্যৰ্থতায় পৰ্যবসিত হয়েছে আগেই। কেবল রেমডিসিভির ছাড়া আর কোনো অ্যান্টিভাইরাল ওযুধ তেমন কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু রেমডিসিভির যেমন উচ্চমল্য, তেমনি এর আরেকটি সমস্যা হলো, এটি ইনজেকশনের মাধ্যমে দিতে হয় বলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তাই শুরু থেকেই মুখে খাবার ও সহজে ক্রয়যোগ্য একটি কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল ওযুধের জন্য বিজ্ঞানীরা প্রাণাস্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে ৪ নভেম্বর যুক্তরাজ্য বিশ্বে প্রথম

মলনুপিরাভির মোট পাঁচ দিনের কোর্সে গ্রহণ করতে হয়। আবিষ্কারকেরা বলছেন, যেহেতু মানুষের কোষ ডিএনএ ধারণ করে, আরএনএ নয়, তাই এটি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু কিছু বিজ্ঞানী দাবি করছেন, মলনুপিরাভিরের প্রয়োগ মানবদেহের কোষের ডিএনএ মিউটেশন ঘটাতে পারে। তাই কেবল সঠিক প্রয়োজনেই এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত আর গর্ভবতী নারীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যদিকে প্যাক্সলোভিড কাজ করে ভাইরাল প্রোটিনের ওপর। ভাইরাসের কিছু প্রোটিন চূডান্ত কার্যকারিতার পথে প্রসেস করার সময় যে এনজাইম ব্যবহার করে, সেই এনজাইমকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এই ওযুধ। ফলে ভাইরাস তার কার্যক্ষমতা হারায়। তবে ওযুধটি যাতে যকৃতে ভেঙে না যায়, সে জন্য এর সঙ্গে আরেকটি অ্যান্টিভাইরাল রিটোনাভিরের দরকার পড়বে। দুটি অ্যান্টিভাইরাল ওযুধের এই কম্বিনেশন মানবদেহের জন্য কতটা সহনীয় হবে, তা নিয়ে



সন্দেহ প্রকাশ করছেন কেউ

মলনুপিরাভির ডেলটা, বিটা

ধরনের কোভিড ভাইরাসের

বিরুদ্ধে কার্যকর। তবে কোনো

কোনো বিজ্ঞানী আশঙ্কা প্রকাশ

ভাইরাসের জিনোম পরিবর্তন

করে দিতে সক্ষম, সেহেতু এর

অসম্ভব নয়। ব্যাপক ব্যবহারের

অ্যান্টিভাইরাল রেজিস্ট্যান্স

অকার্যকার) আশঙ্কাও উডিয়ে

ওষুধ দুটির অপ্রয়োজনীয় ও

অহেতুক ব্যবহার নিয়েও

শঙ্কিত বিজ্ঞানীরা। ভাইরাস

সংক্রমণের একেবারে শুরুর

দিকে, যখন শরীরে ভাইরাস

এটি প্রয়োগ করলে সর্বাধিক

রেপ্লিকেশন করে, তখনই

কার্যকর হবে। তাই দ্রুত

কোভিড টেস্ট করে রোগ

শনাক্ত না করতে পারলে

কোনো লাভ হবে না। অথচ

অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে

সঙ্গোন্নত দেশে, আক্রান্তদের

কোভিড টেস্ট করতে অনেক

দেরি হয়ে যায়, যখন হয়তো

লাভ হবে না। আবার অনেক

ওষুধ দিয়ে আর কাঙ্ক্ষিত

জ্বর—কাশিতেও ওষুধের অপপ্রয়োগ ঘটতে পারে।

এরই মধ্যে উন্নত দেশগুলো

অ্যান্টিভাইরাল অর্ডার করতে শুরু করেছে, ফলে কোভিড

ভ্যাকসিনের মতো এখানেও

বৈষম্যের সৃষ্টি হতে পারে।

আগেও দেখা গেছে, মানুষ

আতঙ্কে ওষুধ কিনে জমিয়ে

রাখতে পারে বা নিজেরাই

অ্যান্টিভাইরাল রেজিস্ট্যান্স

দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়।

কোভিড ট্রায়ালে অপেক্ষা

করে আছে আরও কিছু

অ্যান্টিভাইরাল ওযুধ।

রেমডিসিভিরের মুখে

খাওয়ার ওষুধ আবিষ্কারের

প্রচেষ্টা চলছে। তৃতীয় ও

চতুর্থ পর্যায়ের ট্রায়ালে আছে

আরও কিছু ওষুধ। ঠিক কবে

হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

কীভাবে এই অতিমারি শেষ

কিন্তু বিজ্ঞান বসে নেই।

পারে। সে ক্ষেত্রে দ্রুত

উপসর্গ দেখে শুরু করে দিতে

দেশে সাধারণ ফ্লু বা

বিপুল পরিমাণে

ভ্যারিয়েন্টসহ বর্তমান সব

করছেন যে যেহেতু এটি

ভ্যারিয়েন্টের উদয় হওয়া

পর ওষুধ দুটির

(ভাইরাসের দেহে

দেওয়া যাচ্ছে না।

কেউ।

মার্ক দাবি করছে,

দেশ হিসেবে মুখে খাওয়ার অ্যান্টিভাইরাল মলনুপিরাভিরের অনুমোদন দেয় কোভিড সংক্রমণে ব্যবহারের জন্য। মলনুপিরাভির নিয়ে গবেষণার শুরু কিন্তু কোভিডের অনেক আগে থেকেই। এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বেশ আগে থেকে এই অ্যান্টিভাইরালের ট্রায়াল শুরু করেছিলেন ভেনিজুয়েলান এনকেফালাইটিস ভাইরাসের বিরুদ্ধে। ২০১৫ সালে সার্স ভাইরাসের বিরুদ্ধে ব্যবহারের ট্রায়াল যুক্ত হয় এর সঙ্গে। মার্স ভাইরাসের বিরুদ্ধেও এর ট্রায়াল চলছিল। কোভিড আসার পর দৃশ্যপট পাল্টে যায়। শুরু হয় করোনা ভাইরাসের বিপরীতে এর কার্যকারিতার গবেষণা। অবশেষে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে সংক্রমণের শুরুতে মলনুপিরাভিরের ব্যবহার কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বা জটিল হওয়ার ঝুঁকি অর্ধেক কমিয়ে দিতে পারে। ওযুধটি বাজারে এনেছে মার্ক কোম্পানি। এর এক দিন পরই যুক্তরাজ্যের ফাইজার ঘোষণা দেয় যে তাদের আবিষ্কৃত প্যাক্সলোভিড ওষুধটি কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তির হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি ৮৯ শতাংশ কমাতে সক্ষম। নিঃসন্দেহে এই দুটি নতুন ওযুধের আবির্ভাব আমাদের জন্য সুসংবাদ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনা ভ্যাকসিন ও কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল ওযুধের সহজলভ্যতা অচিরেই এই অতিমারির সমাপ্তি ঘোষণা করতে সক্ষম হবে। এখন দেখা যাক, কীভাবে কাজ করে এই দুটি ওযুধ আর কতটাই—বা নিরাপদ। মলনুপিরাভির কাজ করে ভাইরাল জেনোমের মিউটেশন ঘটিয়ে। ওষুধটি সেবনের পর এর একটি মেটাবলাইট বা উৎপাদিত বিপাক বর্জ্য

ভাইরাসের এনজাইম আরএনএ

পলিমেরেজ দ্বারা গৃহীত হয়।

তারপর ভাইরাল জেনোমের

মিউটেশন ঘটিয়ে এত বেশি

'এরর' সৃষ্টি করতে থাকে যে

ভাইরাসটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

ডিপেনডেন্ট আরএনএ

মধ্যে প্রবেশ করে আর

## ঝাড়খণ্ডে লিটারে ২৫ টাকা ছাড় পেট্রোলে

রাঁচি, ২৯ **ডিসেম্বর**।। ঝাড়খণ্ড সরকার এবার এক বড সিদ্ধান্ত নিলেন। পেট্রোলের জন্য প্রতি লিটারে ২৫ টাকা ছাড়। তবে, এ সুযোগ সবাই পাবেন না। শুধুমাত্র দুই চাকার জন্যই এই ছাড়। যাঁরা মোটরসাইকেল ও স্কুটার চালান তাঁদের এই জ্বালানি ছাড় দেবে রাজ্য সরকার। বুধবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এহেন ঘোষণা করলেন। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জানান, ২৬ জানুয়ারি থেকে এই বিশেষ ছাড়ের সুবিধা পাবেন বাইক চালকরা। এমনটাই টুইট করে জানালেন তিনি। তিনি বলেন, গত কয়েক মাসে নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে জ্বালানির দাম। পেট্রোল ও ডিজেলের মৃল্যবৃদ্ধিতে সব থেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে রাজ্যের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগণ।ঝাডখণ্ডে দেখতে দেখতে ২ বছর কাটিয়ে ফেললো হেমন্ত সোরেনের সরকার। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জ্বালানি খুচরা বিক্রেতাদের সর্বশেষ মূল্য বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কেন্দ্র সর্বকালের রেকর্ড উচ্চ থেকে খুচরা পাম্পের দাম কমাতে সর্বোচ্চ



আবগারি শুল্ক কাট প্রয়োগ করার পরে বুধবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত ছিল। জ্বালানির দাম আকাশছোঁয়া হওয়াতে বিপর্যস্ত গ্রাহকদের স্বস্তি দিতে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোলের দাম ৫ টাকা এবং ডিজেলের দাম ১০ টাকা কমিয়েছে। একইভাবে, দিল্লি সরকার পেটোলের উপর ভ্যাট ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৯.৪০ করার তালিকায় সর্বশেষ ছিল। পয়লা ডিসেম্বর থেকে শতাংশ, জাতীয় রাজধানীতে প্রতি লিটারে প্রায় ৮ টাকা কমিয়ে লিটার প্রতি ৯৫.৪১ টাকা হয়েছে। ২৯ ডিসেম্বরেও এই

হার একই ছিল। একইভাবে, ডিজেলের দামও ৮৬.৬৭ টাকা প্রতি লিটারে রাখা হয়েছে। মম্বইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০৯.৯৮ টাকা, যেখানে ডিজেলের দাম ছিল ৯৪.১৪ টাকা প্রতি লিটার। যেখানে পেট্রোল লিটার প্রতি ১০০ টাকা বেডেছে। কলকাতায় এক লিটার পেটোলের দাম ১০৪.৬৭ টাকা। বধবার, এক লিটার ডিজেলের দাম ছিল ১০১.৫৬ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইতে পেটোলের দাম প্রতি লিটারে ১০১.৬৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি

## ওমিক্রন ঝড়ে বিপর্যস্ত সারা বিশ্ব

ফ্রান্সের পাশাপাশি ইতালি, গ্রিস, পর্তুগাল এবং ইংল্যান্ডেও প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাডছে

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।। বিভিন্ন দেশের সরকার করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ করার জন্য নতুন করে করার পরেও বিশ্বজুড়ে থাবা বসাচেছ ওমিক্রন র প। নতুন বছরের মুখেই করোনার বাড়বাড়স্ত বিশ্ববাসীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক দিনে লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পর, ফ্রান্স আক্রান্ত দেশ হয়ে উঠেছে।ফ্রান্সের পাশাপাশি ইতালি, গ্রিস, পর্তুগাল এবং ইংল্যান্ডেও প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। ব্রিটেনে মঙ্গলবার নতুন করে ১২৯. ৪৭১ জন নত্ন করে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন যে, ভাইরাসের অত্যন্ত সংক্রমণযোগ্য ওমিক্রন রূপের নতুন কোনও বিধিনিষেধ আনবেন না। স্কটল্যান্ডেও ৯,৩৬০ জন নতুন ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন

থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমেরিকায় করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৫৮.৬ শতাংশ জানানো হয়েছিল। একইসঙ্গে আমেরিকার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের প্রস্তাবিত কোভিড -১৯-এর নিভূতবাসের সময়কাল ১০ দিন থেকে কমিয়ে ৫ দিন করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন ইউরোপের সর্বাধিক কোভিড চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা। এই প্রস্তাব আমেরিকার নাগরিকদের মধ্যে আরও বিল্রান্তি এবং ভয় তৈরি করেতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে ভারতেও থাবা বসাচ্ছে ওমিক্রন। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে বর্তমানে মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৭৮১। ওমিক্রন বিশ্বব্যাপী দ্রুত শক্তিশালী হয়ে কার্যকর নয় বলেও আশঙ্কা প্রকাশ



দিল্লির মেট্রো স্টেশন এবং ডিটিসি বাস স্ট্যান্ডের সামনে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। কারণ, মেট্রো পরিষেবা ও বাস সার্ভিসে আধা বহনের নির্দেশনামা জারি করেছে দিল্লি সরকার।

করেছেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গলবার পর্যস্ত, গত সাত দিনে বিশ্বজুড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ ওমিক্রন রন্ত্রেপ আক্রাস্ত বলে ৮,৪১,০০০। এক মাস আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনার ওমিক্রন রবপ প্রথম শনাক্ত হয়েছিল। তখনকার তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪৯ শতাংশ। বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী, ওমিক্রন আগের রূপগুলির তুলনায় ৭০ গুণ দ্রুত সংক্রামিত হয়। তবে ওমিক্রনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর নাও হতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা টিকা এবং বুস্টার টিকা পেয়েছেন তাঁদের উপর ওমিক্রন মারাত্মক প্রভাব ফেলবে না বলেও মত বিশেষজ্ঞদের। বিভিন্ন দেশের সরকার ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ

## এবার রেশন দোকানেই মিলবে এলপিজি গ্যাস

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।।

প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবার

থেকে রেশন দোকানেই

পাওয়া যাবে এলপিজি

তাতেই সায় কেন্দ্রের। এখন

রেশন ডিলার বহু দিন আগেই

সিলিভার। পাঁচ কেজি ওজনের। এখানেই শেষ নয়, জরুরি পরিষেবার কাজও রেশন দোকান থেকেই করা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও বন্টন মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেশন দোকানে পাঁচ কেজি রান্নার গ্যাসের এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়া হবে। এর ফলে রান্নার গ্যাস পেতে আর খুব একটা সমস্যায় পড়তে হবে না সাধারণ মানুষকে। পাশাপাশি রেশন দোকানগুলিকে 'কমন সার্ভিস সেন্টার' হিসেবে অবিলম্বে চালু করতে বলা হয়েছে। যেমন এবার থেকে রেশন দোকানে মোবাইল বা ইলেক্ট্রিক বিল জমা করা যাবে। ট্রেন বা বিমানের টিকিট কাটা যাবে। আবার রেশন দোকানে আধার ও ভোটার কার্ড করানোরও সুবিধা মিলবে। ২০১৯ সালে প্রথম খাদ্য ও বণ্টন মন্ত্রকের কাছে রেশন ডিলাররা প্রস্তাব দিয়েছিল, তাদের এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হোক। জরুরি পরিষেবার কাজ করানোরও অনুমোদন দেওয়া হোক। ২০২০ সালে করোনা মহামারি শুরু হওয়ায় বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। এবার ফের সেই দাবি ওঠে। তাতেই সিলমোহর দিল কেন্দ্র। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি এবার। 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' কর্মসূচির আওতায়ই রেশন ডিলারদের দাবি মেনে নিল কেন্দ্র। রেশন দোকান এবার থেকে হবে 'কমন সার্ভিস সেন্টার'।

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে খুশি

রেশন ডিলাররা।

## নথিভুক্ত রোগের বাইরেও গ্রাহককে বিমার প্রাপ্য টাকা দিতে হবে ঃ শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।। স্বাস্থ্যবিমার গ্রাহক 'প্রোপোজাল ফর্ম'-এ যে অসুস্থতার কথা জানান, সেই অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে বিমা সংস্থা ওই গ্রাহককে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। বিদেশ যাওয়ার আগে কেনা স্বাস্থ্য বিমার টাকা পেতে এক ব্যক্তির দর্ভোগের জেরে করা মামলায় মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মনমোহন নন্দ নামে এক ব্যক্তি র করা মামলা বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিভি নগরত্নের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয় মঙ্গলবার। ওই ব্যক্তি আমেরিকায় যাওয়ার আগে একটি স্বাস্থ্যবিমা কেনেন। সান ফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পরই মনমোহন হাদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে সেখানকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাঁর অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করা হয়। হৃদযন্ত্রের ব্লকেজ সরানোর জন্য তিনটি স্টেন্টও বসানো হয়। এই চিকিৎসার জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হয় মনমোহনের। যেহেতু তাঁর স্বাস্থ্য বিমা কেনা ছিল সেই মতো বিমা সংস্থার কাছে তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রাপ্য টাকার দাবি জানান। কিন্তু বিমা সংস্থা তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দেয়, বিমা করার সময় বিমাগ্রাহক তাঁর হাইপারলিপিডিমিয়া এবং ডায়াবিটিসের কথা তাদের কাছে গোপন করেছেন। আর সে কারণেই গ্রাহককে তাঁর প্রাপ্য টাকা দেওয়া যাবে না। আদালত এ প্রসঙ্গে জানিয়েছে, যদি কোনও বিমা গ্রাহক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, বিমায় নথিভুক্ত রোগের বাইরে যদি অন্য কোনওভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তা হলেও বিমা সংস্থাকে গ্রাহককে প্রাপ্য টাকা দিতে হবে।

## বিমান ও বন্দর চত্বরে ভারতীয় সঙ্গীত বাজানোর নির্দেশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।। ধরুন নিজেদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার কোথাও ঘুরতে যাচ্ছেন, বিমানবন্দরে পৌঁছেই শুনলেন ওস্তাদ আমজাদ আলি খানের সুর। কিংবা বিমানে চেপেই কানে ভেসে এল পন্ডিত রবিশঙ্করের সেতারের সুর। কেমন হবে সেই যাত্রা? চোখ বুঝে কল্পনা করলেই নিশ্চয়ই সবটা স্পস্ট ? ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এবং সংগীত শিল্পীদের প্রতি বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করতেই নয়া উদ্যোগ নিলো আইসিসিআর। ধর্মীয়-সামাজিক জগতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সংগীত। ইভিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিসার্চের আবেদনে সাড়া দিয়েই ভারতীয় বিমান সংস্থাকে বিমানবন্দর চত্বরে এবং বিমানে ভারতীয় সংগীত বাজানোর নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব ঊষা পাধির বক্তব্য, বিভিন্ন দেশে তাদের

জন্য বিমানবন্দরে দেশীয় সংগীত বাজানো হয়। যেমন আমেরিকায় জ্যাজ, অস্ট্রিয়ার বিমানবন্দরে মোজার্ট, মধ্যপ্রাচ্যের দেশে আরব সংগীত বাজানো হয়। কিন্তু ভারতের সরকারি, বেসরকারি বিমান সংস্থা বা বিমানবন্দরে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় না। অথচ ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির জন্য গর্ববোধ করেন সকলেই। আইসিসিআর-এর তরফে বিমান পরিবহণ মন্ত্রককে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে বিমানবন্দর এবং সমস্ত বিমান সংস্থায় ভারতীয় সংগীত বাজানো হয়। গত ২৩ ডিসেম্বর তারা অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে এই বিষয়ে চিঠি লেখেন। গত সপ্তাহেই রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইসিসিআর-এর সভাপতি বিনয় সহস্রবুদ্ধেকে চিঠিটি দেওয়া হয়েছে।

## কট্টর হিন্দু অবতারে আখলেশ

উত্তরপ্রদেশে রথযাত্রার আলাদা রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৯০ সামনে আনছেন 'নেতাজি'। সালে সে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে ২০১৪ সালের লোকসভা আসার আগে ঐতিহাসিক রথ যাত্রা ভোটের সময় থেকেই বিজেপি করেছিলেন আজকের বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা এলকে আডবানি। প্রো-মুসলিম বলে দেগে দিয়ে এবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রথযাত্রায় চমক দিলেন সমাজবাদী পার্টি প্রেসিডেন্ট অখিলেশ যাদব। কট্টর হিন্দু অবতারে দেখা গেল তাঁকে। এদিন উন্নাওয়ের নির্বাচনি প্রচারে অখিলেশের রথযাত্রায় ছিল বিপুল ভিড়। সেই যাত্রাপথে সমাজবাদী পার্টির সদস্যরা দলীয় নেতাকে উপহার দিলেন ভগবান হনুমানের ফটোফ্রেম। ওই ছবির নীচের দিকে দেখা গেল দলের রথযাত্রায় বিআর আম্বেদকরের চিহ্ন বাইসাইকেলও রয়েছে। সাদরে সেই উ পহার গ্রহণও দেন দলীয় কর্মীরা। যা বিপুল জনতার কর লেন নেতা। এদিন ভগবান মাঝে গ্রহণ করেন অখিলেশ। দলিত হনুমানের অস্ত্র গদা হাতেও দেখা গেল সমাজবাদী পার্টি নেতাকে। গদা হাতেও ভিড়ের অভিবাদন যদিওরাজ্যে দলিতদের প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করলেন অখিলেশ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, তবে বিধানসভা নির্বাচনের হাওয়া বুঝেই নিজেকে বদলে

লখনউ. ২৯ ডিসেম্ব। প্রেসিডেন্ট। এবারে প্রচারে নিজের হিন্দু পরিচয়কে কৌশলে অখিলেশকে হিন্দু বিরোধী আসছে। তাতে ফলও হয়। २०১৪, २०১৭ এবং ২০১৯ সালের নির্বাচনে ভেদাভেদের রাজনৈতিক কৌশলে বাজিমাত করেছিল গেরুয়া শিবির। প্রতিটি নির্বাচনেই জয় হয়েছিল তাদের। ফলে এবার কৌশল খানিক বদলে ময়দানে নেমেছেন সমাজবাদী পার্টি প্রধান। নিজের হিন্দু পরিচয়কে জনগণের সামনে আনতে চাইছেন তিনি। এদিনের একটি মূর্তিও দলনেতাকে উপহার ভোট পেতে এই বার্তাও কার্যকরী হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। পরিচিত বিএসপি নেত্রী মায়াবতী। প্রচারে অজ্ঞাত কারণে এখনও নিয়েছেন সমাজবাদী পার্টি পর্যন্ত দেখা যায়নি নেত্রীকে।

## রিলায়েন্সের দায়িত্ব ছাড়ছেন মুকেশ !

**মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর।।** সুযোগ্য নেতৃত্বের খোঁজ করছেন মুকেশ আম্বানি। সেকারণেই রিলায়েন্সের উপর্মহলে এবার পরিবর্তনের পালা। যার মধ্যে তিনি নিজেও রয়েছেন। এমনটাই জানিয়েছেন রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানি। মঙ্গলবার ছিল রিলায়েন্স ফ্যামিলি ডে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ধীরুভাই আম্বানির জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বছরই পালিত হয় ওই দিন। ওই অনুষ্ঠানেই মুকেশ বলেন, 'বড় স্বপ্ন হোক কিংবা অসম্ভব লক্ষ্যপূরণ, এর জন্য প্রয়োজন সঠিক ব্যক্তি ও সুযোগ্য নেতৃত্ব। রিলায়েন্স এই মুহতে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।' এরপরই প্রশ্ন উঠছে, রিলায়েন্স চেয়ারম্যান পদ ছাড়তে চলেছেন মুকেশ আম্বানি? আর যদি ছাড়েন, তাহলে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে কে সেই দায়িত্ব পাবেন? মুকেশ অবশ্য বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত যে আকাশ, ঈশা ও অনস্ত আগামী দিনের নেতা হিসেবে এগিয়ে আসবে এবং রিলায়েন্সকে নেতৃত্ব দিয়ে আরও উঁচু অবস্থানে নিয়ে যাবে।' তাঁর মন্তব্য থেকে পরিষ্কার, এরপর দুইয়ের পাতায়

## লাইফ স্টাইল

## ওমিক্রন নিয়ে চিন্তা বাড়ছে

## ছোটদের কী ধরনের মাস্ক পরাবেন এই সময়ে

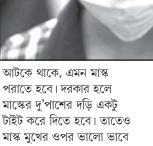
ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কী করে এই অবস্থায় নিরাপদ থাকা যায়, তা নিয়ে চিন্তায় সব মহলই। ভ্যাকসিন এই পরিস্থিতিতে কতটা কাজ করছে, রোগ প্রতিরোধ শক্তিই বা কতটা আটকাতে পারছে করোনার এই রূপটাকে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত। মাস্ক পারে ওমিক্রনকেও কিছুটা ঠেকিয়ে রাখতে। তাই চিকিৎসকরা জোর দিচ্ছেন সকলের মাস্ক পরায়।

এমনকী প্রধানমন্ত্রীও দেশের নাগরিকদের নিয়ম মেনে মাস্ক পরার কথা বলেছেন। মাস্ক তো পরবেন? কিন্তু কেমন হবে সেই মাস্ক? বড়দের N৯৫ বা FFP২ মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কাপড়ের বা সার্জিক্যাল মাস্ক হলে একসঙ্গে দুটো পরতে বলা হচ্ছে। কিন্তু ছোটদের ক্ষেত্রেও কি তাই? তাদের কেমন মাস্ক পরানোর কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বড়দের মাস্কই ছোটদের পরানো হয়।

এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের কথায়, মাস্কের দুটো পাশ এবং থৃতনির নিচের অংশে ফাঁক থেকে যায় এমন হলে। সেখান দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে জীবাণুও ঢুকতে পারে। তাই শিশুদের এমন মাস্ক পরাতে হবে, যা মুখের সঙ্গে টাইট হয়ে বসবে। আশপাশে বিশেষ ফাঁক থাকবে

আরও একটি কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কাপড়ের মাস্ক খুবই কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। যারা

করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, উপসর্গ দেখা দিয়েছে বা কোনও উপসর্গ ছাড়াই সংক্রমণ হয়ে রয়েছে তাঁরা কাপড়ের মাস্ক পরতেই পারেন। তাতে তাধের থেকে জীবাণু অন্যদের শরীরে পৌঁছোবে না। কিন্তু যদি কাউকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হয়, তাহলে তাঁদের আরও একটু ভালো মানের মাস্কের দরকার। ছোটদের জন্য মাস্ক নিয়ে কেমন পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা? ছোটদের মুখে টাইট ভাবে



যে সব শিশুরা সুস্থ সবল, তাদের কাপড়ের মাস্ক বা সার্জিক্যাল মাস্ক পরানো যেতেই পারে। কিন্তু একটা নয়। একসঙ্গে দুটো করে। শিশুদের মাস্কে কখনও

স্যানিটাইজার স্প্রে করা উচিত নয়। তাতে ওদের ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। যে সব শিশুরা জটিল কোনও অসুখে ভূগছে, তাদের N৯৫ বা FFP২ মাস্ক পরাতে হবে। এবং তাদের সামনে যাওয়ার সময়েও বড়দের সচেতন থাকতে হবে। নিজেরা মাস্ক পরে তার পরেই ওই সব শিশুর সামনে যেতে হবে।



মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রামকৃষ্ণ ক্লাবের

উপর। ফলে অসহায় দর্শকের

ভূমিকায় দেখা গেলো রামকৃষ্ণ

ক্লাবকে। দীর্ঘদিন পর তারা প্রথম

ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

ফলে রাখাল শিল্ডেও এদিন

খেলতে নামলো দীর্ঘদিন পর। ক্লাব

কর্মকর্তাদের চেষ্টায় একটা ভালো

দল গড়ার চেস্টা হয়েছে। তবে

সমস্যা হলো, দলের বোঝাপড়ার

বেশ অভাব। বেশিদিন অনুশীলন

করতে না পারার জন্যই এই

অসুবিধার মুখে পড়তে হয়েছে।

ফরোয়ার্ডেরও একই সমস্যা ছিল।

তাদের মধ্যেও সেরকম বোঝাপড়া

ছিল এমন নয়। তবে ব্যক্তিগত

নৈপুণ্যের জোরে তারা ম্যাচ জিতে

নিয়েছে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে

উত্তরবঙ্গের পাঁচ ফুটবলার খেলতে

নামে। গোলকিপার রাজু বাজফোঁড়

●এরপর দুইয়ের পাতায়

টিফিন থেকে

বঞ্চিত যুব উৎসবের

প্রতিযোগীরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ বিভিন্ন

জেলা থেকে ভোর পাঁচটায়

রেলপথে আগরতলার উদ্দেশ্যে

রওয়ানা হয়েছিল রাজ্যভিত্তিক যুব

প্রতিযোগীরা। দুপুর একটা পর্যন্ত

তাদের অভুক্ত অবস্থায় বসিয়ে রাখা

হয়। ন্যুনতম টিফিনও তাদের

কপালে জুটেনি। বুধবার মুক্তধারা

অডিটোরিয়ামে রাজ্যভিত্তিক যুব

উৎসবের শুভসূচনা হয়। এই

উৎসবের চেয়ারম্যান হলেন

পশ্চিম জেলার সভাধিপতি অন্তরা

সরকার দেব। সাংগঠনিক সচিব

শিমল দাস। যিনি আবার পশ্চিম

জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের

প্রতিযোগীদের সুবিধা-অসুবিধার

প্রতি নজর রাখাই তার কাজ।

ন্যুনতম স্বাচ্ছন্দ্য যাতে তারা পায়

সেটা নিশ্চিত করাই সাংগঠনিক

সচিবের প্রধান দায়িত্ব। তিনি সেই

●এরপর দুইয়ের পাতায়

উপ-অধিকর্তা।

উৎসবে

অংশগ্রহণকারী



## আজ নামছে শতাব্দী প্রাচীন বীরেন্দ্র ক্লাব



আছেন সুজিত ঘোষ। ম্যানেজার নন্দলাল দাস এবং আহ্বায়ক সঞ্জিত সাহা। সাফল্য অবশ্যই একটা লক্ষ্য। তবে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটি আদর্শ স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের নজির রেখে দর্শক মনোরঞ্জনই তাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই এই বছর আর্থিক অনটন সত্ত্বেও মোটামুটি বড় বাজেটের দল গঠন করেছে। ক্লাবের সচিব দেবপ্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্যরা সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত বিদেশি ফুটবলার আনার কোন পরিকল্পনা নেই। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর দলের দুর্বলতা দেখে নতুন ফুটবলার আনার বিষয়ে চিস্তাভাবনা করা হবে। এই বছর বীরেন্দ্র ক্লাবকে নেতৃত্ব দেবে স্টিফেন পল ডার্লং। মেনিঙ্গির হালাম, দিবা জমাতিয়া, প্রণব সরকার, প্রীতম সরকার, বিদ্যাচরণ জমাতিয়া-র মতো ফুটবলাররা এবার বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে

সময়মতো আসতে পারবে না এমন আশঙ্কা থেকে বীরেন্দ্র ক্লাব অনুরোধ জানিয়েছিল, যাতে এই বছর নিয়ম ভেঙে প্রথম ম্যাচটা বীরেন্দ্র ক্লাবকে না দেওয়া হয়। টিএফএ সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েছে। ফলে এই বছর উদ্বোধনী ম্যাচে খেলেনি বীরেন্দ্র ক্লাব। আগামীকাল তারা মাঠে নামছে। প্রতিপক্ষ ত্রিপুরা পুলিশ। এই উপলক্ষ্যে এদিন বিকালে ক্লাব গৃহে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ফুটবলারদের হাতে জার্সিও তুলে দেওয়া হয়। ৯ লক্ষ টাকা বাজেটে এবার দল গঠন করা হয়েছে। অসমের দুইজন এবং নাগাল্যান্ডের একজন ফুটবলার এবার বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে মাঠে নামবে। ক্লাবের নামবে। দলের কোচিং-র দায়িত্বে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ

সাধারণত রাখাল শিল্ডের

উদবোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করে

বীরেন্দ্র ক্লাব। তবে এই বছর তার

ব্যতিক্রম হয়েছে। ফুটবলাররা

## শ সুভাষ, হতাশ কৌশিক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ভুগতে হবে। এই ধরনের রেফারিং মোটেই কাম্য নয়। পরোক্ষে এটাই তিনি ব্ঝিয়ে দিলেন। দুই বিদেশি ফুটবলারের খেলায় তিনি খুশি। তবে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, এরা আরও ভালো খেলতে সক্ষম। ম্যাচ টু ম্যাচ এগোতে চান। পরের ম্যাচে দল আরও একটু ভালো খেলবে। এমনটাই আশা করছেন তিনি। দুই বছর পর মাঠে নেমেছে ফুটবলাররা। ফলে একটা আড়স্টতা রয়ে গেছে। যত বেশি ম্যাচ খেলবে ততই এটা কমবে এবং তারা পিক-এ উঠবে। সেই চিস্তাভাবনা নিয়েই তিনি এগোচ্ছেন। অন্যদিকে, ম্যাচ হেরে হতাশা গোপন করলেন না রামকৃষ্ণ ক্লাবের কোচ কৌশিক রায়। উত্তরবঙ্গের ৫ ফুটবলারকে মাত্র একদিন অনুশীলনে পেয়েছেন। ফলে দলের মধ্যে এখনও বোঝাপড়া গড়ে উঠেনি। তারপরও দল মোটামুটি ভালো খেলেছে বলে জানান তিনি। দলের প্রধান ফুটবলার প্রবীণ সূববা। এই ফুটবলারটি চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর সমস্যা বেড়ে যায়। পাশাপাশি তিনি এটাও জানিয়েছেন যে, ফরোয়ার্ড ক্লাবের দুই বিদেশিও এদিন একটা ফ্যাক্টর ছিল। তবে এই দল নিয়ে লিগে লড়াই

অনৃধর্ব ১৬ দলের

নেতৃত্বে দীপজয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ আসর

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ত্রিপুরাকে

নেতৃত্ব দেবে দীপজয় দেব।

সহ-অধিনায়ক তনয় মণ্ডল। এদিন

টিসিএ-র যুগ্মসচিব কিশোর কুমার

দাস এই দল ঘোষণা করেছেন।

গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হবে এই

প্রতিযোগিতা। রাজ্য দল আগামী

৩ জানুয়ারি গুয়াহাটি রওয়ানা হবে।

সদস্যর্গ

বাকি

হলো—অভিরাজ বিশ্বাস, দেবাংশু

দত্ত, শশীকান্ত বিন, সম্রাট দাস,

শ্রাবণ গোস্বামী, তীর্থরাজ দেবনাথ,

স্পর্শ দেববর্মা, ধতিমান নন্দী,

সৌরদীপ দত্ত, দেবজিৎ সাহা,

সৌরভ সাহা, আয়ুষ আলম,

অর্কদ্যুতি দেব, রোহন বিশ্বাস,

রাকেশ রুদ্রপাল, সাত্ত্বিক দত্ত, রাহুল

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ডিসেম্বর ঃ দলের জয়ে খুশি ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোচ সুভাষ বোস। তবে রেফারিং নিয়ে নিজের অসন্তোষ গোপন করলেন না। যেভাবে প্রথম গোলটি হজম করতে হয়েছে তা কোনভাবেই মানতে পারছেন না তিনি। ম্যাচের ১৪ মিনিটে এই ঘটনা ঘটে। লাইনম্যান বিশ্বজিৎ দাস অফসাইডের সংকেত দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টা রেফারি টিঙ্কু দে-র নজর এড়িয়ে যায়। ফলে বিকাশ গোল করে। পাশাপাশি গোলটি ফুটবলের আইন মেনে করেছে কি না তা নিয়েও দর্শকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন ছিল। অনেকের মুখেই শোনা গেলো, মারাদোনা-র মতোই হাত দিয়ে গোল করে নিয়েছে বিকাশ। অর্থাৎ হ্যান্ড অফ গড। যাই হোক পুরো বিষয়টাই টিঙ্কু দে-র নজর এড়িয়ে যায়।

### স্বভাবতই ফরোয়ার্ড ক্লাবের রিজার্ভ বেঞ্চ এবং দর্শকরা ক্ষেপে উঠে। কয়েকজন দর্শক চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, যাতে দল তুলে নেওয়া হয়। যদিও সেরকম কিছু হয়নি। ম্যাচের পর কোচ সুভাষ বোস স্পষ্টই এই ঘটনার উল্লেখ করে জানিয়েছেন, রেফারিং এদিন আমাদের জন্য সমস্যা তৈরি করেছে। এই ধরনের রেফারিং যদি পরবর্তী সময়েও হয় তবে সব দলকেই করা সম্ভব বলে আত্মবিশ্বাসী কোচ কৌশিক রায় উত্তরাখণ্ড-ও ইনিংসে

হারিয়ে দিলো ত্রিপুরাকে প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ তিনদিনেই পরাস্ত হলো অনুর্ধ্ব ১৯ দল। এবার উত্তরাখণ্ডের মতো দলও ইনিংসে হারিয়ে দিলো ত্রিপুরাকে। একরাশ লজ্জা নিয়ে মরশুম শেষ করলো অনুধর্ব ১৯ দল। ভিনু মানকড় ট্রফিতেই বোঝা গিয়েছিল যে, এই দলটির ব্যাটিং বলতে কিছুই নেই। কোচবিহার ট্রফিতে ব্যাটসম্যানদের কুৎসিত ব্যাটিং এককথায় গোটা দলকে লজ্জার সাগরে ডুবিয়ে দিলো। একটি ইনিংসেও ২০০ রানের গণ্ডী পার করতে পারেনি। লজ্জার ক্ষেত্রে এটাও হয়তো দেশে একটা রেকর্ড। একমাত্র বিহারের বিরুদ্ধে বোলারদের সৌজন্যে জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। এছাডা বাকি সবকয়টি ম্যাচেই পরাস্ত হয়ে ঘরে ফিরছে। তিনদিনেই ১ ইনিংস ও ৮ রানে ম্যাচ জিতে নিলো উত্তরাখণ্ড। ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে মাত্র ৮১ রানে শেষ হয়ে যায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে উত্তরাখণ্ড করে ২২৪ রান। অর্থাৎ বোলাররা ভালোই বোলিং করে। তবে তার কোন মর্যাদাই দিতে পারলো না ব্যাটসম্যানরা। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এদিন ত্রিপুরার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো মাত্র ১৩৫ রানে। যথারীতি সর্বোচ্চ রান করলো আনন্দ ভৌমিক (৩৭)। এছাড়া দীপজয় দেব ১৯. দূর্লভ রায় ১৮. সপ্তজিৎ দাস ১৭ রান করে। উত্তরাখণ্ডের হয়ে আনমোল ৪টি উইকেট তুলে নেয়। ১ ইনিংস ও ৮ রানে জয় পায় উত্তরাখণ্ড। একটা লজ্জাজনক মরশুম শেষ করলো অনুর্ধ্ব ১৯ দল।

## ক্রীড়া উন্নয়নে সরকারের ভূমিকায় প্রশ্ন

## ৪৫ মাসে একজনও বেকার খেলোয়াড়কে চাকুরি দিতে পারেনি ক্রীড়া দফতর

পিআই-কে স্কুল থেকে তুলে এনে দুই শতাধিক কোচিং সেন্টারে পোস্টিং দিয়েছে। যদিও এই দুই শতাধিক কোচিং সেন্টারের সাফল্য বা পারফরম্যান্স মোটেই ভালো নয়। আর স্কুলগুলি পিআই শূন্য হয়ে পড়ায় ব্লক ও মহকুমাভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ায় খেলোয়াড়ই পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া গোটা রাজ্যে নাকি মাত্র সাত শতাধিক জুনিয়র পিআই ও পিআই আছেন। এর মধ্যে চার শতাধিক পিআই কোচিং সেন্টারে। ক্রীড়া দফতর এবং বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা অফিসে আছেন শতাধিক পিআই। দুইটি স্পোর্টস স্কুলে আছেন কয়েকজন। ফলে স্কুলগুলি প্রায় ফাঁকা। কিন্তু তারপরও ৪৫ মাসে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে কোন নতুন জুনিয়র পিআই নিয়োগ যেমন হয়নি তেমনি নিয়োগের কোন খবরও নেই। বর্তমান সরকারের মাত্র ১৫ মাস। ফলে এই সরকার আদৌ জুনিয়র পিআই পদে বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরি দিতে পারবে কি না তা

নিয়ে রীতিমত সন্দেহ তৈরি

প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, গত ৪৫ মাসে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে নাকি জুনিয়র পিআই পদে কোন নিয়োগ যেমন হয়নি তেমনি নিয়োগের কোন ঘোষণাও নেই। ফলে বেকার খেলোয়াড়দের মনে এখন চরম হতাশা। অভিযোগ, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর নাকি এখনও ঠিকই করতে পারেনি জুনিয়র পিআই পদে নিয়োগের পদ্ধতি বা যোগ্যতা কি হবে। জানা গেছে, ক্রীড়া প্রশাসন জুনিয়র পিআই পদে নিয়োগের পদ্ধতি, নিয়োগের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি নাকি ঠিক করতে পারেনি।ফল চাকুরির কোন খবর নেই। বেকার খেলোয়াড়রা এতে করে দিন দিন হতাশ হচ্ছে। চাকুরির আশায় অনেক বেকার খেলোয়াড়ের বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে। ক্রীড়া মহলের অভিযোগ, এখনও নাকি রাজনৈতিকভাবেই ঠিক হয়নি জুনিয়র পিআই পদে চাকুরির জন্য কারা কারা যোগ্য বা কারা কারা আবেদন করতে পারবেন। ফলে নিয়োগ এখন বিশ বাঁও জলের

হলেও বামেরা আর চাকুরি দিয়ে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ক্ষমতায় আসার পর ওই নিয়োগ দফতর প্রায় চার শতাধিক জুনিয়র **আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ** ৫ বছর মেয়াদের একটা সরকারের ৪৫ মাস অতিক্রাস্ত। সময়ের হিসাবে ১৫ মাসের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনে যাবে ত্রিপুরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের। দেশে (কেন্দ্র) এবং রাজ্যে (ত্রিপুরা) একই দলের সরকার শাসন ক্ষমতায় (ডাবল ইঞ্জিন) থাকার পরও গত ৪৫ মাসে রাজ্যের বেকার ক্রীড়াবিদদের সরকারি চাকুরির কোন সুযোগ যেমন হয়নি বা এর মধ্যে চাকুরি হবে তারও কোন ঘোষণা নেই। জানা গেছে, রাজ্যে বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরির সবচেয়ে বেশি সুযোগ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে। এছাড়া কিছু চাকুরির সুযোগ রয়েছে রাজ্য ক্রীড়া পর্যদে। কিন্তু ২০১৪ সালের পর নাকি যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে বেকার খেলোয়াড়দের সেই অর্থে কোন চাকুরি হয়নি। ২০১৪ সালে এক সাথে দুই শতাধিক জুনিয়র পিআই নিয়োগ করা হয়েছিল।জানা গেছে, ২০১৭ সালে কয়েকশো জুনিয়র পিআই নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া

### আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বরঃ মহিলা আমন্ত্ৰণমূলক টু য়েন্টি - ২০ ক্রিকেটে একের পর এক চমকপ্রদ ঘটনা দেখা যাচেছ। এদিন পিটিএজি-তে ম্যাচে মুখোমুখি হয়

এগিয়ে চল সংঘ বনাম আগরতলা কোচিং সেন্টার। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৯ রান করলো আগরতলা কোচিং সেন্টার। ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ রেখে প্রহসনমূলক মহিলা ক্রিকেট আদৌ খুব প্রয়োজনীয় ছিল কি না তা নিয়েই এখন প্ৰশ্ন উঠেছে। কারণ জাতীয় ক্রিকেটে মহিলারা ইতিমধ্যেই খেলে ফেলেছে। নতুন প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিযোগিতা বা নির্বাচনি শিবির করা যেতে পারে। কিন্তু ভরপুর মরশুমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা বন্ধ রেখে এই ধরনের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট করার উদ্যোগ নিলো কেন টিসিএ---এই প্রশ্নটাই এখন ক্রিকেট মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। এমন অনেক মেয়েরা এই বছর বিভিন্ন দলের হয়ে মাঠে নেমেছে যারা কখনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছে কি না তা নিয়েই সন্দেহ। ফলে ২০ ওভারে ৯ রান মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রতিটি মহকুমায় মহিলা ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং কোচের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি অফসিজনের ফায়দা তুলতে হবে। তাহলেই আগামীতে এই ধরনের বড় পরিসরে মহিলা ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হলে তা সফল হবে। এবারের মতো প্রহসনে পরিণত হবে না। আগরতলা কোচিং সেন্টারের ৯ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চল সংঘ মাত্র ১ ওভারে কোন উইকেট না হারিয়ে এই রান তুলে নেয়। দিনের অপর ম্যাচে খোয়াই উইকেটে হারিয়েছে মোহনপুরকে। রোজিনা আক্তার-র ২৬ রানের সৌজন্যে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৭১ রান করে মোহনপুর। হীরামণি গৌড় এবং মাম্পি দেবনাথ ২টি করে উইকেট

নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে

৮.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে

জয় তুলে নেয় খোয়াই। পূজা

### ২০ ওভারে ৯ রান করলো এসিসি প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আছেন তারা কিন্তু টিসিএ-তে তাদের ক্রিকেট প্রতিনিধি যারা তাদের কাজকর্মে তীব্র নারাজ। আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা রাজনীতির চাপে ভুল ব্যক্তিকে টিসিএ-তে পাঠিয়েছি। যে ক্রিকেটে আমাদের ক্লাবের সুনাম ছিল আজ সেই ক্রিকেট বন্ধ। ২০২২ সালে নতুন কমিটিতে নিশ্চয় ভুল হবে না। জানা গেছে, বেশ কিছু ক্রিকেট ক্লাবই টিসিএ-তে তাদের আগামী সেপ্টেম্বর মাসে যখন টিসিএ-র নতুন কমিটি হবে তখন

●এরপর দুইয়ের পাতায়

একটি ক্লাবের সচিব বলেন,

প্রতিনিধির কাজে তীব্র অসন্তুষ্ট।

হয়তো সিংহভাগ ক্রিকেট ক্লাবে

প্রতিনিধি বদল হবে। তবে বর্তমান

সময়ে ওই সমস্ত ক্লাব প্রতিনিধিরা

# ভারত: ১৭৪/১০ (পন্থ ৩৪, রাহুল ২৩)

৩২৭/১০ (রাহুল-১২৩, মায়াঙ্ক-৬০), দক্ষিণ আফ্রিকা: ৯৪-৪ (এলগার ৫২, পিটারসন ১৭), ১৯৭/১০ (বাভুমা ৫২, ডি'কক ৩৪)

অসাধারণ না হলেও বেশ ভালোই বলতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, দুরুহ কোণ থেকে গোল করতে সক্ষম। মূলতঃ এই দুই বিদেশি

ফরোয়ার্ড ক্লাব-৩ রামকৃষ্ণ ক্লাব-১

দুই বিদেশির সৌজন্যে শেষ চারে ফরোয়ার্ড

hindware

কেপটাউন, ২৯ ডিসেম্বর।। বড় কোনও অঘটন, বা বৃষ্টি। সেঞ্ছুরিয়ন

টেস্টের পঞ্চম দিনে নামার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা মনেপ্রাণে চাইবে, এই

দুটির মধ্যে কোনও একটি ঘটে যাক। কারণ চতুর্থ দিনের শেষে যতই

তাঁদের অধিনায়ক অপরাজিত থাকুন না কেন, পঞ্চম দিন ভারতের চার

পেসার এবং অশ্বিনের সামনে অবশিষ্ট ২১১ রান করাটা যে সহজ কাজ

হবে না, সেটা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। বিশেষ করে হাতে যখন

রয়েছে মাত্র ছ'টি উইকেট। সেঞ্চুরিয়নের পিচ এখনও ভালমতোই

বোলারদের মদত দিচ্ছে। পঞ্চম দিন সকালেও দেবে বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত যেভাবে অল-আউট হল সেটা দেখার পর

প্রোটিয়াদের ভয় আরও বাড়বে। চাপের মুখে এদিন আরও একবার ভেঙে

পড়েছে ভারতের ব্যাটিং দুর্গ। আরও একবার ব্যর্থ হলেন অধিনায়ক বিরাট

কোহলি। ২০২১ সালের শেষ ইনিংসে ভারত অধিনায়কের সংগ্রহ মোটে

১৮ রান। যার অর্থ গোটা ২০২১ সালে একটাও সেঞ্চুরি পেলেন না ভারত

অধিনায়ক। বস্তুত, টেস্ট ক্রিকেটে কোহলি শেষবার সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন

২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলাপি বলের টেস্টে। খারাপ ফর্ম

থাকার থেকেও বড় কথা, কিং কোহলি প্রতিদিনই যেন একইভাবে আউট

হচ্ছেন। সেটাই বেশি করে ভাবাচ্ছে ভারতীয় শিবিরকে। বিরাটের পাশাপাশি

গোটা ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপটাই এদিন ব্যর্থ হয়েছে। গতকাল মায়াঙ্ক

আগরওয়ালের উইকেট হারিয়েছিল ভারত। নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে

নেমেছিলেন শার্দূল ঠাকুর। দিনের শেষে শার্দূল ৪ রানে অপরাজিত ছিলেন।

অন্যদিকে লোকেশ রাহুল অপরাজিত ছিলেন ৫ রানে। বুধবার ভারতীয়

সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলো।

প্রতিপক্ষ রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ৩-১

গোলে হারাতে তাদের বিশেষ বেগ

পেতে হলো না। যদিও বিতর্কিত

গোলে তাদের পিছিয়ে পড়তে

পেসারদের দাপটে চাপে দক্ষিণ

ফুটবলারের সৌজন্যে ২০১৯-র চ্যাম্পিয়নরা এবারও রাখাল শিল্ডের হয়েছিল। এরপর আহত বাঘের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ একেবারে এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম। ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে আগরতলার ময়দানে প্রথমবার খেলতে নেমেই দর্শকদের মনজয় করে নিলেন মোজাম্বিকের ভিদাল চিসানো। একটি অনবদ্য গোল করলেন। পাশাপাশি সারাক্ষণ আক্রমণভাগকে সচল রেখেছেন। মূলতঃ গতি হলো তার সম্পদ। গতিতেই রামকৃষ্ণ-র ডিফেন্ডারদের বার বার পেছনে ফেলে দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি দূরস্ত মাইনাসও করেছিলেন। যদিও সেগুলি থেকে গোল হয়নি। কিন্তু প্রথম ম্যাচের পর এটা পরিষ্কার, এই বছর লিগে চিসানো ফরোয়ার্ড ক্লাবের অন্যতম বড় ভরসা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে তার গতিকে নিয়ে চিস্তায় থাকতে হবে সব দলকে। অপর বিদেশি

hindware

## সহজ জয় পেলো ক্রিকেট অনুরাগী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ

অ্যারিয়ান রায়-র দুর্দান্ত শতরানের

ভিক্টর অ্যামোবি ২০১৯-এও

ফয়োরার্ড ক্লাবের হয়ে খেলে

গিয়েছে। মানের দিক থেকে

সৌজন্যে সহজ জয় পেলো ক্রিকেট অনুরাগী। নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ১২৬ রানে হারালো মৌচাক ক্লাবকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২১৮ রান করে অনুরাগী। ৮টি বাউন্ডারি এবং ৫টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০০ রান করে অ্যারিয়ান। এছাড়া ময়ুক চক্রবর্তী করে ৯০ রান।জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ৯২ রান করে মৌচাক। সর্বোচ্চ ৩১ রান করে ধৃতিমান। অন্যদিকে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত বেদব্রত ভট্টাচার্য-র বিধবংসী ইনিংসের সৌজন্যে এনএসআরসিসি ১৯৭ রানে হারিয়েছে শতদল সংঘ-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৪৩ রান করে এনএসআরসিসি। অবাক করার মতো ইনিংস খেললো ১৩ বছরের বেদব্রত। মাত্র ৬৯ বলে ১৬০ রান করলো। তার ইনিংসে ছিল ১৫টি বাউন্ডারি এবং ১২টি ওভার বাউন্ডারি। এককথায় বিস্ময়কর।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শতদল

সংঘ ৩৮.৪ ওভারে ১৪৬ রান করে।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আমজাদনগর স্কুল করে ৭৫ রান। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দাস তুলে নেয় ৪টি উইকেট। সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে মানিক মহম্মদ সাকিল। এদিকে, নর্থ নেমে সাডাসীমা স্কুল মাত্র ৩৮ বিলোনিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত অপর বানে গুটিমে যায়। বিজয়ী ম্যাচে বিজিইএমএস ১৪১ রানে দলের হয়ে মানিক সরকার

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ আর্য্য কলোনি স্কুলের হয়ে অরূপ বিজিইএমএস করে ১৭৯ রান। অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত জবাবে ব্যাট করতে নেমে আর্য্য সরকার।এছাড়া দীপজয় রায় করে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে আরও একটি কলোনি স্কুল ৪৪ রানের বেশি ৩১ রান। সাড়াসীমা স্কুলের হয়ে জয় পেলো আমজাদনগর স্কুল। করতে পারেনি। বিজয়ী দলের প্রাবণ মিঞা তুলে নেয় ৪টি বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হয়ে ৫টি উইকেট তুলে নেয় স্কুল। জবাবে ব্যাট করতে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ক্রি*কে* ট তারা ৩১ রানে হারালো আর্য্য কলোনি স্কুলকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাজ্জাদ হোসেন-র

ব্যাটারদের মধ্যেই কেউই বড় রান করতে

### হারিয়েছে সাড়াসীমা স্কুলকে। তুলে নেয় ৩টি উইকেট। সৌজন্যে ম্পিয়ন উত্তর তৈখমা

রাজনীতির কাছে মাথা বিক্রি করে

দিয়েছে বলে প্রাক্তনদের

অভিযোগ। টিসিএ-র কয়েকজন

আজীবন সদস্যও বলেন, ক্লাব

ক্রিকেটকে যে আজ ধ্বংস করে

দেওয়া হচ্ছে তার দায় ১৪টি ক্লাবও

এড়াতে পারে না। তারা বলেন,

বর্তমান সময়ে টিসিএ-র অ্যাপেক্স

কাউন্সিলে আটটি ক্লাব রয়েছে।

এছাড়া ৫ জনের কমিটিতে ৪ জনই

ক্লাব প্রতিনিধি। কিন্তু তারপরও ক্লাব

ক্রিকেট আজ অন্ধকারে।

অভিযোগ, রাজনীতির চাপে ১৪টি

ক্লাব আজ বোবা। ক্লাবের প্রতিনিধি

হিসাবে যারা টিসিএ-তে তাদের

মধ্যে কেউ কেউ নাকি আজ ক্লাব

ক্রিকেটের বিরুদ্ধে। দুই সিজন ধরে

ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। ফলে ১৪ ক্লাবই

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো উত্তর তৈখমা স্কল। এদিন চডকবাই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ১০৩ রানে পরাস্ত করলো জোলাইবাড়ি স্কুলকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উত্তর তৈখমা স্কুল ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৫ রান করে।

সর্বোচ্চ ৭৫ রান করে ছোটন মিঞা।

## টিসিএ-র ১৪ ক্লাবের মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ার অভিযোগ উঠলো প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, মতো। রাজ্য ক্রিকেটের যাবতীয় সময়ে ১৪টি ক্রিকেট ক্লাব কয়েকটি ক্লাবের দায়িত্বে যারা

টিসিএ-র অনুমোদিত ১৪টি ক্রিকেট ক্লাবের মেরুদণ্ড নাকি ভেঙে গেছে। অতীতে টিসিএ-র কমিটি গঠন থেকে রাজ্য ক্রিকেট পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৪টি ক্লাব যেভাবে দায়িত্ব পালন করে গেছে এবং রাজ্য ক্রিকেটকে দিশা দেখিয়েছে বৰ্তমান সময়ে ওই ১৪টি ক্লাবই নাকি মের দণ্ডহীন হয়ে পড়েছে। ২০১৯ সিজনে ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে শুধুমাত্র লিগ হয়। ২০২০ সিজনে ক্লাব ক্রিকেটের কোন খেলা হয়নি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস শেষ হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ২০২১ সিজনের ক্লাব ক্রিকেটের কোন খবর পর্যন্ত নেই। বিগত বাম আমলেও টিসিএ-তে টিসিএ-র অনেক সিদ্ধান্তের ১৪ ক্লাবের দাপট ছিল দেখার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু বর্তমান

**আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ** প্রাণের সঞ্চার করতো ১৪টি ক্লাবই। কিন্তু নজিরবিহীনভাবে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর আজ পর্যন্ত না ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল হয়েছে না কোন ক্লাব ক্রিকেট। অভিযোগ, রাজনীতির চাপে নাকি ১৪টি ক্রিকেট ক্লাব আজ তাদের অতীত ভুল যোচছে। টিসিএ-র ক্লাব ক্রিকেটকে আজ ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে দেখেও চুপ ১৪টি ক্লাব। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলেন, এর জন্য অবশ্য ১৪টি ক্লাবই দায়ী। অতীতে কখনও কোন শাসক দলের রাজনীতির শিকার হয়নি টিসিএ-র ১৪টি ক্লাব। বাম আমলেও ক্রিকেটের জন্য ১৪টি ক্লাব

আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তবে যায়নি। ২০১৮ সালে নতুন সরকার নিচে। এদিকে, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া হয়েছে ক্রীড়া মহলে। ●এরপর দুইয়ের পাতায় পাল করে ৩৪ রান। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মূদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৯ ডিসেম্বর ।। দেশি ও বিলিতি মদের নেশায় বড়দিনের আনন্দ ঠিকঠাক জমছিল না। তাই নেশাকে আরো গাঢ় এবং রঙিন করতে মিনারেল স্পিরিট তথা পেইন্ট থিনার পান করে সরাসরি যমলোকে পৌছে গেল তিন জনজাতি যুবক। সেই সাথে ধলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরো সাতজন। যাদের মধ্যে আরো তিনজন এখনো যমলোকের দরজায় কড়া নাড়ছে। তীব্র চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই জেলার মনুঘাট থানাধীন বিরাশি মাইল এলাকার হাজরাধন পাড়ায়। গত ২৮ ডিসেম্বর দুপুরে

রেলের চাকায়



মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া তিন যুবক হল শচীন্দ্র রিয়াং (২২) বাড়ি মনুঘাট থানাধীন ৮২ মাইল এলাকার কৃষ্ণজয় পাড়ায়, অধিরাম রিয়াং ( ৩৪ ) বাডি একই থানা এলাকার হাজরাধন পাড়ায়, ববিরাম রিয়াং (৩৫) বাড়ি নেপালটিলা থানাধীন

ডেমছডা এলাকায়। নজিরবিহীন ও মর্মান্তিক এই ঘটনার বিবরণে যায়, গত ২৫ ডিসেম্বর হাজরাধন পাড়ায় অধিরামদের উদ্যোগে ছিল বড়দিনের পার্টি। যাতে যোগ দিয়েছিল বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আত্মীয়স্বজনরা। ঐ পার্টিতে দেদার

মদ্যপানের পরও বেশ কয়েকজন যুবকের নেশা ঠিকঠাক চড়ছিল না। এরপর দুইয়ের পাতায়

### তখন তারা স্পিরিটের (রেক্টিফায়েড) সন্ধানে বেরিয়ে পেয়ে যায় মিনারেল স্পিরিট যাকে বাণিজ্যিক ভাষায় বলা হয় পেইন্ট থিনার। আর এই মিনারেল স্পিরিটকেই অ্যালকোহল প্রজাতির স্পিরিট তথা রেক্টিফায়েড স্পিরিট ভেবে পান করে ঐ পার্টিতে যোগ দেওয়া ১০ - ১২ জন যুবক। আর এতে নেশাও বেশ জমজমাট হয়। কিন্তু এই পেইন্ট থিনার যে তাদের দেহের অভ্যন্তরে বিযক্রিয়া শুরু করে দেয় যা তৎক্ষণাৎ টের পায়নি তারা। এই বিষক্রিয়া টের পাওয়া

## উদ্বোধনের আগেই বিজেপি অফিস

পড়ে মৃত্যু প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। চুরাইবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর।। রেলে চারদিকে টিএসআর-এর চাকরি কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক অপরিচিত বঞ্চিত বেকাররা বিজেপি অফিস ব্যক্তির। ঘটনা চুরাইবাড়ি রেলওয়ে ভাঙচুর করছে, কোথাও আবার স্টেশনের অসম-ত্রিপুরা সীমান্তে। আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। সোনামুড়া জানা যায়, বুধবার সকাল ছয়টা মহকুমার মেলাঘর থানাধীন নাগাদ বহির্রাজ্য থেকে একটি কলমক্ষেত ব্ৰিজ সংলগ্ন সজল মালবাহী ট্রেন রাজ্যে প্রবেশ করে। চৌমুহনি এলাকায়ও একটি বিজেপি আর তখনই অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের অফিস ভাঙচুর করা হয়। তবে এর রেল ট্রেকের উপর দিয়ে সেতু পার সাথে চাকরির ইস্যু জড়িত কিনা তা হওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে ট্রেন স্পষ্ট নয়। তেলকাজলা পঞ্চায়েতের ধাকা দেয় বলে জানান স্থানীয় সদস্য তথা বিজেপি নেতা আব্দুল বাসিন্দারা। মালবাহী গাড়িটি মতিনের দোকানঘরটি দলীয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দলীয় নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয়



করবেন। কিন্তু বুধবার সকালে এলাকাবাসী দেখতে পান কে বা কারা সেই অফিসটি ভাঙচুর করেছে। টিনের বেড়ায় দা দিয়ে কোপ বসানোর চিহ্ন একেবারে স্পষ্ট। মুহুর্তের মধ্যে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল মতিন

অভিযোগ করেন কলমক্ষেত পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মামুন মিয়া বিজেপি অফিস ভাঙচুর করেছে। কারণ মামুন মিয়া এর আগেও নাকি বিজেপির পতাকা নষ্ট করেছিল। গত দু-তিন আগে মামুন মিয়ার সাথে আব্দুল মতিনের ঝগড়া হয়েছিল। সেই কারণে মামুনের দিকেই আঙ্গুল তুলেছেন তিনি। তবে মামুন মিয়া তার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন। তার বক্তব্য, এই ঘটনা পূর্ব পরিকল্পনামাফিক চক্রান্ত। তাকে এই ঘটনায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন আব্দুল মতিন। শেষ পর্যন্ত মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে আসে। তারা ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

## শিকার চাকারচ্যুত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **বিলোনিয়া, ২৯ ডিসেম্বর।।** প্রকাশ্য দিবালোকে বিলোনিয়া মহকুমার পিআরবাড়ি থানার অন্তর্গত ডিমাতলি বাজারে দুষ্কৃতিদের হাতে প্রাণঘাতী হামলার শিকার হন চাকরিচ্যুত শিক্ষক বিধান ত্রিপুরা। তিনি নিজ বাড়ি থেকে ব্যক্তিগত কাজে ডিমাতলী বাজারে আসেন। তখনই এলাকার কিছু দুর্বৃত্ত বিধান ত্রিপুরাকে দেখে অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায়। বিধানবাবুর বাড়ি চন্দ্রপুর এলাকায়। বাজারের লোকজন ঘটনাটি দেখে চাকরিচ্যুত শিক্ষককে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। তখনই দুষ্কৃতিরা তাকে

প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের হাত

ধরেই সেই অফিসের উদ্বোধন



রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরাই আক্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নীহারনগর হাসপাতালে

পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন রাজনগরের বিধায়ক সুধন দাস। তিনি বিধান ত্রিপুরার শারীরিক অবস্থার

## নিয়ে আসেন। এই ঘটনার খবর এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ ডিসেম্বর।। মর্মান্তিক ঘটনাটি দেখে সবাই বলছিলেন— এভাবেও কি কারোর মৃত্যু হতে পারে ? কারণ, শ্রমিকরা দিনভর যে মেশিনে কাজ করেন তার মাধ্যমেই অপর সহকর্মীর মৃত্যু হবে তা কেউই ভাবতে পারেননি। পানিসাগর থানাধীন দুবঙ্গাস্থিত দুর্গা ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রিতে এই মর্মান্তিক ঘটনা। মৃত শ্রমিকের নাম সীতেশ বীর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই ইটভাটায় কাজ করছেন। বুধবার ওই ভাটায় সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। তাই দু-তিন জন শ্রমিক মিলে ভাটার মিক্সার মেশিন

ব্যক্তিকে রেললাইনের ওপর পড়ে

থাকতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেয়

চুরাইবাড়ি থানায়। অপরদিকে খবর

দেওয়া হয় ধর্মনগর রেল

পুলিশকেও। পুলিশকতারা

ঘটনাস্থলে ছটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার

করে ময়নাতদন্তের জন্য ধর্মনগর

নিয়ে যায়। অপরদিকে এই ব্যক্তিকে

স্থানীয়রা চিনতে পারেনি তাছাডা

তার পরিচয়ও জানা যায়নি। তবে

বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ হবে বলে

অনুমান করা হয়। তবে তার হাতে

এরপর দুইয়ের পাতায়



পরিষ্কার করেন। তখনই কোনো কারণে সেই মিক্সার মেশিনে পড়ে যান সীতেশ বীর। সহকর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তারা এই ঘটনা দেখে হতচকিত হয়ে

পড়েন। মিক্সার মেশিনে পড়ে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। তার শরীর একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। খবর পেয়ে পানিসাগর

থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে

আসে। তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। একটি মামলা নিয়ে এখন তদন্ত চলছে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে এদিনের ঘটনার পর এলাকাবাসী ভাটা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তাদের কথা অনুযায়ী দক্ষ চালক ছাড়াই মিক্সার মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে ওই ভাটাতে। যিনি মারা গেছেন তিনি কোনো দক্ষ চালক নন। তা সত্ত্বেও তাকে দিয়ে মেশিন পরিষ্কার এরপর দুইয়ের পাতায়

## শিক্ষকের স্ত্রীর

রহস্য মৃত্যু প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ।। শিশুবিহার স্কুলের পাশে শিক্ষকের স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য সষ্টি হয়েছে। মৃতার পাশে একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া গেছে। মৃতার নাম উমা দাস (৩৯)। বুধবার সকালে শিশুবিহার স্কুলের পেছনে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তার ঝুলস্ত দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতার স্বামী বিশু দাস তেলিয়ামুড়ার একটি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাদের একমাত্র ছেলে হিন্দি স্কলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। বুধবার সকালে বিশু দাস ভাডাটিয়া বাডিতে ছিলেন না। সকাল সাতটা নাগাদ ভাড়াটিয়া বাড়ির অন্য লোকজন উমা দাসকে ডাকলেও সাড়া দিচ্ছেন না। ঘরের মধ্যে তার ঝুলন্ত দেহ দেখা যায়। খবর পেয়ে মৃতার স্বামী, আত্মীয় পরিজনসহ এলাকার অনেকেই জড়ো হন। তাদের উপস্থিতিতেই পশ্চিম থানার পুলিশ মৃতদেহটি নামায়। তবে কি কারণে এই মৃত্যু এ নিয়ে পুলিশ কিছু না জানালেও মৃতার এক আত্মীয় জানান উমা বহুদিন ধরে পেট ব্যথায়

ভুগছিলেন। চেন্নাই চিকিৎসার জন্য

যাবেন বলে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এর

আগেই মারা গেলেন। সুইসাইড

নোটে নিজের মৃত্যুর জন্য কাউকে

এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ।। বিশালগড় ব্লুকে কেলেঙ্কারি ধরা পড়ার পরও গ্রামোন্নয়ন দফতরের রেগা নিয়ে অভিযোগ শেষ হচ্ছে না। রেগার ইঞ্জিনিয়াররা কাজের দায়িত্ব পেয়েও শেষ করাতে পারছেন না। শুধু তাই নয়, কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে কাজ না করিয়ে বেতন গুনে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসব ঘটনায় তদন্তেও ব্লকের বিডিওরা অভিযুক্তদের বাঁচাতে ভুল ভাবে তদন্ত করাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এমনই ঘটনা সামনে এসেছে খোয়াই ব্লকে। ব্লকের বিডিও অনুরাগ সেন নিজেই একটি কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছিলেন। এখন তিনি কাজের জন্য তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছেন। এই নির্দেশ অনুয়ারী একমাত্র সুপারিনটেনডেন্ট বা বিডিও'র উপরের কোনও অফিসারই দিতে পারেন। বিশেষ করে সিভিল কনস্ট্রাকশনের কাজের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। কিন্তু খোয়াই ব্লকের বিডিও অনুরাগ সেন এমনই একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযোগ আনা হয়েছে, খোয়াই ব্রকের প্রাক্তন রেগার ইঞ্জিনিয়ার সরিৎ গোনের বিরুদ্ধে। সরিৎ তেলিয়ামুড়ায় বদলি হওয়ার আগে খোয়াই ব্লকে চুক্তিবদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরিরত ছিলেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অভিযোগ কিছু কাজ পরিকল্পনা অনুয়ায়ী তিনি করাননি। প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিও লক্ষ্য করেননি। এই বিষয়ে একটি টিম গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিডিও অনুরাগ সেন। খোয়াই ব্লকের এফ.৩(৫৭) ফাইল থেকে ২৪১৯-২২ নম্বরের নির্দেশিকায় তদন্ত কমিটি করেছিলেন বিডিও অনুরাগ সেন। এই নির্দেশিকাটি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের কথায় অভিযুক্তকে বাঁচাতে বিডিও এমনটা করেছেন। কারণ ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করে নিজেই তদন্ত করা বেআইনি।এনিয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশও রয়েছে। বিডিও'র তদন্তের নির্দেশে পাল্টা তিনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন বলেও অনেক ইঞ্জিনিয়ারের দাবি। নিয়মের বাইরে গিয়েই বরাত অনুযায়ী কাজ শেষ না করায় ইঞ্জিনিয়ার সরিৎ গোনের জবাবও চাওয়া হয়েছে। তাকে ১০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে সমস্ত কাগজ জমা করতে নোটিশও দেওয়া হয়েছিল। এই নোটিশটি আইনত ঠিক না বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে খোয়াই ব্লকের বিডিও'র সঙ্গে সংবাদ ভবন থেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিডিও'র বিরুদ্ধে অনেকেই এখন অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারকে বাঁচাতে চেস্টা করছেন বলে অনেকের বক্তব্য। কারণ

ক বাঁচাতে ময়দানে বিডিও বুকের বিডিও নিজে একজন টিসিএস অফিসার। সামান্য আইন এবং সরকারি নিয়ম তিনি জানবেন না এটা হতে পারে না। এমনটাই বিশ্বাস করেন সংশ্লিষ্ট সবাই।এছাড়া চুক্তিবদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার বদলির আগে দায়িত্ব সব বুঝিয়ে যাবেন এটাই নিয়ম। এরপরও দায়িত্ব দেওয়ার পর কেন কাজের হিসাব চাওয়া হচ্ছে তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তবে রেগার দুর্নীতিগুলি অডিটের জন্যই ঠিকভাবে ধরা পড়ছে না বলে অভিযোগ। বিশালগড়ে ব্লকে রেগায় দুর্নীতি ধরা পড়ার ঘটনায় রাজ্যের সবক'টি ব্লকে অডিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ঘটনা সাত বছর পেরিয়ে গেছে। এরপর থেকে ব্লকগুলিতে প্রত্যেক বছরে অডিট ঠিকভাবে হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এর জন্য দায়ী অডিট দফতর। অডিট দফতর যদি ঠিকমতো সবকিছু দেখতো তাহলে রেগায় কাজ নিয়ে দুর্নীতি করা সহজ ছিল না। এমনই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট মহলের।বাম আমলের চিত্র বিজেপির জোট সরকারের সময়েও রয়ে গেছে। নেতারা স্বচ্ছতার কথা বলে ঢাক পেটালেও বাস্তবে পুরোনো পদ্ধতি রয়ে গেছে রেগায়। যে কারণে প্রত্যেক বছর জনসাধারণের প্রচুর টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতিবাজদের হাত ধরে। সরকারি টাকা এবং প্রকল্পে সুবিধা পাচ্ছেন না সাধারণ নাগরিকরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর ২৯ ডিসেম্বর।। স্কলের রান্নাঘরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছডায় উদয়পুরে। মৃত ব্যক্তির নাম অসীম চক্রবর্তী। বয়স আনুমানিক ৫২ বছর। উদয়পুর ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ে এই ঘটনা। মৃত ব্যক্তি ওই বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল পরিচালনা করতেন। তার বাড়ি জগন্নাথ দিঘির পশ্চিম পাড়ে। পরিবারের লোকজন অসীম চক্রবতীকে খোঁজে পাচ্ছিলেন না। পরবর্তী সময় কে বা কারা জানতে পারেন তিনি বিদ্যালয়ে এসেছেন। সেই সত্র ধরে বিদ্যালয়ে এসে দেখা যায় মিড-ডে-মিলের রান্নাঘরে পড়ে আছেন অসীমবাব। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তিনি আবার



এলাকায় বিজেপি'র বুথ সভাপতির হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকার লোকজন বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন। পরিবারের সদস্যরাও বিদ্যালয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। অসীম চক্রবর্তীর পরিবারে স্ত্রী এবং এক ছেলে আছে। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ।। গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে মারা গেলেন এক শ্রমিক। ঘটনা বোধজংনগর থানার আরকে নগর এলাকায় বণিক্য চৌমুহনিতে। মৃত শ্রমিকের নাম ইউনিস আলী (২৭)। বুধবার ইউনিস সকালে গাছ কাটার জন্য বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকজন খবর পান বিদ্যুৎস্পর্শ হয়ে গাছ থেকে পড়ে যান ইউনিস। তাকে দমকলের একটি গাড়িতে জিবিপি হাসপাতলে নেওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পরও প্রাণ ছিল ইউনিসের। কিন্তু জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এই যুবক। মৃত যুবকের মা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে ছেলে গাছ কাটার কাজ করে না। বুধবারই গিয়েছিল। তারা জানতে পেরেছেন, বিদ্যুতের তারের সঙ্গে লেগে থাকা একটি গাছের ডাল কাটতে উঠেছিল ছেলে। সেখানে বিদ্যুৎস্পর্শ হয়ে ছিটকে পড়েন। দ্রুতই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এদিকে ইউনিসের মৃত্যুর ঘটনায় এরপর দুইয়ের পাতায়

## নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর।। নাশকতার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেলে খড়ের কুঞা তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। উদয়পুর রাজনগর বটটিলা এলাকায় দুলাল মিয়ার খড়ের কুঞ্জে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে দমক কর্মীরাও ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ চালিয়ে যান।

এরপর দুইয়ের পাতায়

### সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,১৫০ ভরিঃ ৫৬,১৭৫

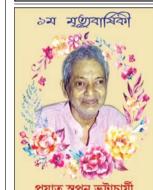
Flat Sale 1/2/3 BHK Flat Sale on Joynagar Road No.-6, with Lift & Parking. Year end offer available.

Mob - 9612906229

### Flat Booking Ramnagar Road

No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।

Mob - 8416082015



জন্ম ঃ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৮ মৃত্যু ঃ ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২০ ञाखरत जुभि तरव हितिपन, শ্বতি কভু হবে না মলিন, তোমার স্মৃতি তোমার অভাব অনভব করি প্রতিক্ষণে। যেখানেই থাকো শান্তিতে বিরাজ করো। শোক সন্তপ্ত-

শ্রী মঞ্জু ভট্টাচার্যী (স্ত্রী), শুভন্ধর ভট্টাচার্যী (পুত্র), শিম্প ভট্টাচার্যী (পত্র বধু), শবাংশ ভট্টাচার্যী (নাতী) ও অত্মীয়স্বজন। ভট্টপুকুর, কল্যাণ সমিতি, আগরতলা।

CONSULTANCY Admission Point We Provide Admission Guidance for IBBS/BDS/BAMS TOP PRIVATE **MEDICAL COLLEGES IN INDIA** (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) **LOW PACKAGE 45 LAKH NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY** Call Us : 9560462263 / 9436470381 Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)























Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM Email: newradhankl@gmail.com





